খণ্ড ৬, সংখ্যা ২১

মে ১-১৫, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

অর্ধেক আকাশ, পূর্ণ অধিকার

সরকার সংরক্ষণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ

মহিলাদের ক্ষমতায়ন সংসদীয় গাণিতিক হিসেবের কারণে বিঘ্নিত হয়েছে, কিন্তু ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অধিকারের জন্য লড়াই এক নির্ণায়ক অবস্থানে পৌঁছেছে।

For e-copy

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস | মে ১৫

পারিবারিক মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেওয়া

শক্তিশালী দেশ গঠনের ক্ষেত্রে পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিবিশেষের বিকাশের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের মধ্যে সম্পর্ক এবং পরিবারকে ভারতে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসে ভারত যে সমগ্র বিশ্বকে অভিন্ন এক পরিবার বলে বিবেচনা করে সেই বার্তাটি তুলে ধরা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এর আগে বহুবার বলেছেন : আমরা একটি নীতিকেই অনুসরণ করি —"বসুধৈব কুটুম্বকম।"

"পরিবার, অসাম্যর অবসান এবং শিশুদের কল্যাণ" হল এবারের আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসের মূল ভাবনা।

প্রতিবছর ১৫ মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। এর মধ্য দিয়ে পরিবার, ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতির তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে পারিবারিক একতার ধারণাকে জাগ্রত করা এবং সমাজের মধ্যে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

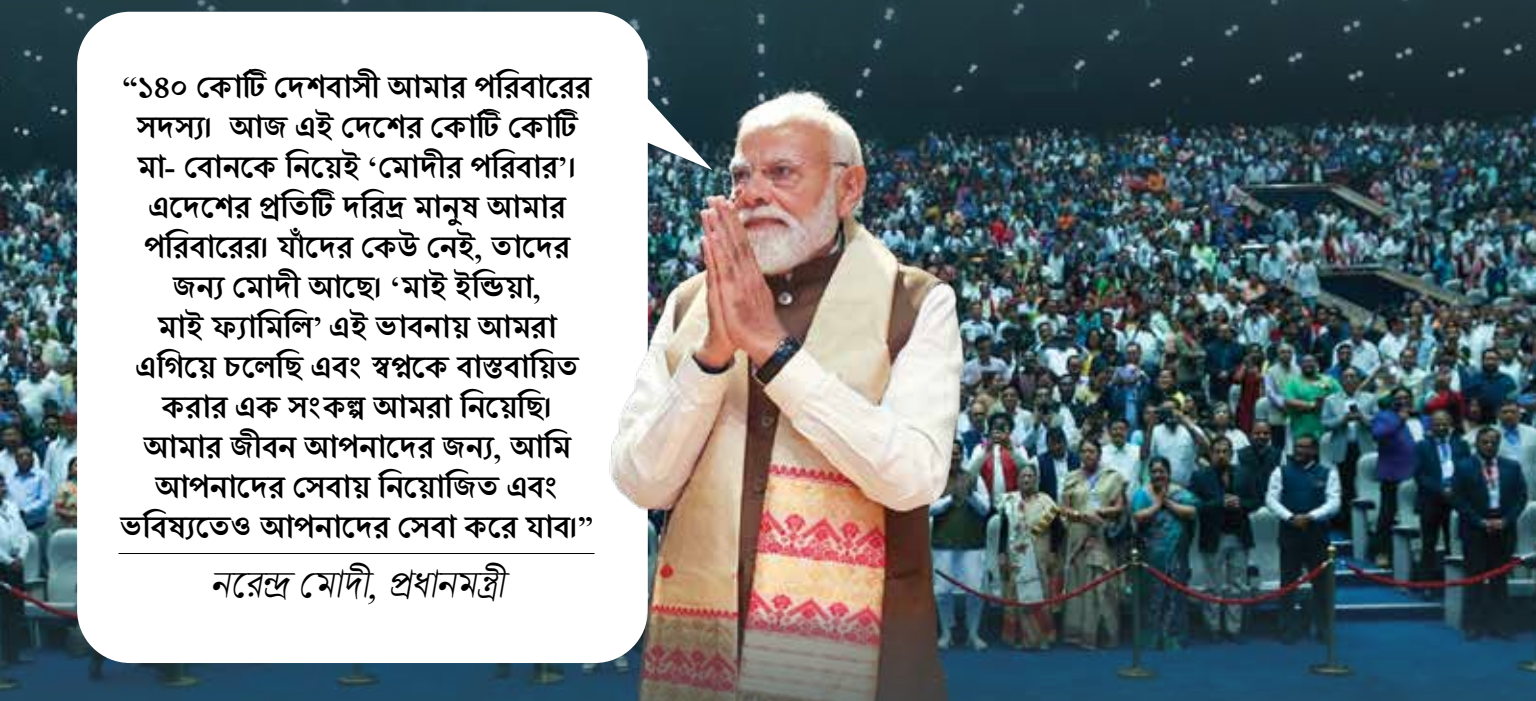

"১৪০ কোটি দেশবাসী আমার পরিবারের সদস্য। আজ এই দেশের কোটি কোটি মা- বোনকে নিয়েই 'মোদীর পরিবার'। এদেশের প্রতিটি দরিদ্র মানুষ আমার পরিবারের। যাঁদের কেউ নেই, তাদের জন্য মোদী আছে। 'মাই ইন্ডিয়া, মাই ফ্যামিলি' এই ভাবনায় আমরা এগিয়ে চলেছি এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার এক সংকল্প আমরা নিয়েছি। আমার জীবন আপনাদের জন্য, আমি আপনাদের সেবায় নিয়োজিত এবং ভবিষ্যতেও আপনাদের সেবা করে যাব।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

১৪০ কোটি দেশবাসী : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিবার

- ২০২৩ সালের ১৫ আগষ্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রথমবার তিনি "ভাই ও বোনেরা" অথবা "দেশবাসী"-র পরিবর্তে "পরিবারের ১৪০ কোটি সদস্যরা" বলেছিলেন।
- ২০২৪ সালের মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী একটি চিঠিতে পরিবারের ১৪০ কোটি সদস্যরা — কথাগুলি লিখেছিলেন।
- তিনি সৈনিকদের তার পরিবারের সদস্য বলে বিবেচনা করেন, তাই প্রতিবছর তাঁদের কাছে গিয়ে দিওয়ালি উদযাপন করেন।
- একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর কি নিজের কোনো পরিবারের সদস্য নেই, যাঁদের জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করছেন, প্রধানমন্ত্রী জবাব দেন — আমার পরিবারে ১৪০ কোটি সদস্য রয়েছেন – আর তাই আমি নির্দিষ্টভাবে তাঁদের জন্যই কঠোর পরিশ্রম করতে চাই।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৬, সংখ্যা ২১ | মে ১-১৫, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহা নির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুল চাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্তা
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

নতুন ভারত এবং মহিলা-পরিচালিত নেতৃত্ব

প্রচ্ছদ কাহিনী

‘নারী শক্তি’-র নেতৃত্বে উন্নয়ন যাত্রার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে ১৬ এপ্রিল থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত গণতন্ত্রের মন্দিরে বিশেষ এক অধিবেশন আয়োজনের মধ্য দিয়ে। ‘নতুন ভারত’ এখন নতুন এক প্রভাতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেখানে প্রত্যেক মহিলা শুধু স্বপ্নই দেখবেন না, তারা সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িতও করবেন। তাঁদের সাহস দেশের ভবিষ্যৎকে পথ দেখাবে, তারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবেন এবং তাদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হবে ... | ১২-৩৪

প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশে ভাষণ | ৩৫-৩৬

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে

আধ্যাত্মিক ভারতের পথ প্রদর্শক

মহান সমাজ সংস্কারকের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিবন্ধ। | ৬-৭

অপারেশন সিন্দুরের বর্ষপূর্তি

আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার নতুন যুগের সকাল

এটি নিছক সামরিক এক অভিযানের বর্ষপূর্তি নয়, বরং ভারতের নির্ণায়ক নিরাপত্তা নীতি এবং তার সশস্ত্র বাহিনীর অদম্য শৌর্যের প্রতীক। | ৮-১১

সংবাদ সংক্ষেপে | ৪-৫

২০২৬-এর খরিফ মরশুমে সারের ভর্তুকি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জয়পুর মেট্রোর সম্প্রসারণের প্রস্তাবে অনুমোদন। | ৩৭-৩৯

সুরক্ষিত পরিবার, নিশ্চিত ভবিষ্যৎ
১১ বছরের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি : পিএমএসবিওয়াই, পিএমজেজেবিওয়াই ও এপিওয়াই। | ৪০-৪৩

উন্নয়নের করিডোর এবং প্রকৃতি
প্রধানমন্ত্রী দিল্লি - দেরাদুন করিডোর উদ্বোধন করেছেন। | ৪০-৪৩

রাজ্যসভার কর্মক্ষমতা ১১০% এবং লোকসভার কর্মক্ষমতা ৯৩ % এ পৌঁছেছে
সংসদের উভয় কক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি। | ৫০-৫২

কর্ণাটক : দর্শন ও প্রযুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ
প্রধানমন্ত্রী শ্রী গুরু ভৈরবাইক্য মন্দির উদ্বোধন করেছেন। | ৫৩

ব্যক্তিত্ব : মেজর হোশিয়ার সিং
পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যার ভয়ে পিছু হটেছে। | ৫৪

শ্রম দিবস ১লা মে উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ

শ্রমেব জয়তে

আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসে শ্রমিকদের ক্ষমতায়ণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রতিবেদন। |৪৬-৪৯

প্রকাশিত ও মুদ্রিত : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
মুদ্রিত : জে কে অফসেট গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি-৩৭৮, ওকলা শিল্পাঞ্চল, পর্যায়-১, নতুন দিল্লি-১১০০২০
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-৩১৬, জাতীয় মিডিয়া সেন্টার, রাইসিনা রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, **আরএনআই নং :** DELENG/2020/78811

সম্পাদকের কলমে...

মহিলাদের ৩৩ %
সংরক্ষণকে কার্যকর করতে উদ্যোগ

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই,

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৌতাস্তু ন পূজন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।

অর্থাৎ : যেখানে মহিলাদের আরাধনা করা হয়, সেখানেই ভগবানের অধিষ্ঠান ;

যেখানে তাদের সম্মান করা হয় না, সেখানে সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মহিলাদের শক্তি, সৃষ্টি এবং নেতৃত্বদানের মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আজ সেই দর্শনই একটি নীতির আকার নিতে চলেছে, যেখানে মহিলাদের শুধু সুবিধা প্রাপক হিসেবেই বিবেচনা করা হবে না, তাঁরা হবেন উন্নয়নের চালিকাশক্তি। গত কয়েকবছর ধরে এটি স্পষ্ট যে, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যখন নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী শক্তি নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছায়।

সশস্ত্র বাহিনী, স্টার্টআপ গড়ে তোলা, খেলাধূলা, বিজ্ঞান এবং গবেষণা – আমাদের দেশের মেয়েরা তাদের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নতুন এক যুগের সূচনা করেছেন। এই পরিবর্তন নিছক প্রতীকী নয়, বরং যে নীতিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, সেগুলির প্রত্যক্ষ ইতিবাচক ফলাফল। এই নীতিগুলির মূল কথাই হল মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বদানের সুযোগ তৈরি করা।

মহিলাদের সংরক্ষণকে কার্যকর করার উদ্যোগ এই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর অঙ্গ। সংসদে প্রয়োজনীয় সমর্থন না পাওয়া সত্ত্বেও সরকার মহিলাদের প্রাপ্য নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। অমৃতকালে 'বিকশিত ভারত'- এর যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, নারী শক্তির পূর্ণ ক্ষমতায়ণের মাধ্যমেই সেটি বাস্তবায়িত হবে। এটি সরকারের কোনো দায়বদ্ধতার মধ্যেই সীমিত নয়, মহিলাদের মর্যাদা, সমানাধিকার এবং নেতৃত্বদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা সমাজের প্রতিটি অংশের কর্তব্য। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে এবং দেশের প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে 'মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়ন' যাত্রার ১২ বছর পূর্তির বিষয়টি এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী হিসেবে বাছাই করা হয়েছে।

এছাড়াও এই পর্বে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে আছে পরমবীর চক্র প্রাপক মেজর হোশিয়ার সিং-এর জীবন কথা ; কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ; পিএমএসবিওয়াই, পিএমজেজেবিওয়াই এবং এপিওয়াই-এর মতো ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির একাদশ বার্ষিকী ; পয়লা মে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ এবং 'অপারেশন সিন্দুর'- এর বর্ষপূর্তি ; মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের ওপর একটি বিশেষ নিবন্ধ এবং গত এক পক্ষকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন কর্মসূচির একটি সর্বাঙ্গীন পর্যালোচনা।

এছাড়াও এই পত্রিকায় আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস (১৫ মে) উপলক্ষে বিশেষ একটি নিবন্ধ রয়েছে। পেছনের মলাটে ৭ মে সীমান্ত সড়ক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের খবর রয়েছে।

আপনাদের মূল্যবান মতামতের প্রত্যাশী আমরা।

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং ১১ টি বিভিন্ন ভাষায় এই ম্যাগাজিন পড়া এবং ডাউনলোড করার জন্য
https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠির ঝাঁপি

পরমবীর চক্র প্রাপকের গল্পে অনুপ্রাণিত

আমি জনপ্রিয় ম্যাগাজিন নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার মার্চ ১-১৫ সময়কালের বাংলা সংস্করণে পরমবীর চক্র প্রাপক রাইফেলম্যান সঞ্জয় কুমারের সাহসিকতার ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। আমি এটি পড়ে খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই অবকাশে আমি আমার নিজের জীবনের একটি স্মরণীয় গর্বের মুহূর্ত সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। ২০০০ সালের ৮ ডিসেম্বর জম্মু ক্যান্টনমেন্টে রাইফেলম্যান সঞ্জয় কুমারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভারতের সাহসী নায়কদের গল্প নিয়মিত প্রকাশ করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

debu.mohorrier@gmail.com

ভারতের উন্নয়নের প্রকৃত তথ্য

বেশ অনেক দিন ধরে আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা ভারতের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ভরসাযোগ্য ও যথাযথ তথ্য পাই। প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে দেশজুড়ে যে উন্নয়ন যজ্ঞ বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই খবর পাওয়া যায়। এর ফলে দেশের নাগরিকরা উৎসাহিত হন। আমরা দেশের প্রতি আরও গর্ব অনুভব করি। এই পত্রিকার মাধ্যমে আপনি এবং আপনার দলের অন্যান্য সদস্যরা যেভাবে মূল্যবান তথ্য উপস্থাপন করছেন তার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

বিজয় মোহরিয়ার | vastutejomay58@gmail.com

সহজ ভাষায় জটিল জিনিসকে বোঝানো

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ১-১৫ মার্চ সময়কালের সংস্করণটি পড়ার পর পাঠক হিসেবে আমি একটি অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। এই সংস্করণটি যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ। দেশের উন্নয়ন, নতুন নতুন সরকারী প্রকল্প এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় সহজ ভাষায় প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। পরিকাঠামোর উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সিক্স জি প্রযুক্তি, রেল এবং মহাকাশের মতো ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জিত হচ্ছে সে বিষয়ে স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। একজন সাধারণ পাঠকের কাছে খুব সহজবোধ্য ভাষায় জটিল বিষয়গুলিকে প্রকাশ করা হয়- যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এছাড়াও নির্ভরযোগ্য এবং যথেষ্ট কার্যকর তথ্য এই পত্রিকা থেকে পাওয়া যায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য এটি খুব সহায়ক। এখানে সমসাময়িক বিষয়ের ওপর অল্প কথায় তথ্য পরিবেশন করা হয়। পাঠক হিসেবে বলতে পারি, এই সংস্করণটি ছিল তথ্যবহুল এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। আগামী দিনেও এধরণের কার্যকর তথ্য এই পত্রিকা থেকে আমরা পাব, সেই আশা রাখি।

অভিজিৎ যশ ভারতী
abhijeetyashbharti@gmail.com

এনআইএস নেপালী ভাষায় প্রকাশ করার অনুরোধ

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার হিন্দি সহ ১৩টি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয় জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে প্রচুর তথ্য এখান থেকে পাওয়া যায়। আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, সম্ভব হলে এই পত্রিকাটি নেপালী ভাষায় প্রকাশ করুন। আশা করব আমার প্রস্তাব বিবেচিত হবে।

বিরখ কাড়কা দুভারসেলি
birkhakd@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

ভারতে পারমাণবিক যাত্রার এক নতুন অধ্যায়

ভারতের পারমাণবিক শক্তির কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য এক সাফল্য অর্জন করেছে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিয়েক্টার (পিএফবিআর) তামিলনাড়ুর কালপক্কমে সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে পারমাণবিক শৃঙ্খল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেশ স্বনির্ভর হয়েছে। এই অর্জনের মধ্যে দিয়ে ভারত তিন স্তরের পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচির দ্বিতীয় স্তরে সরকারিভাবে প্রবেশ করল। ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির রূপকার ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, এই কর্মসূচির পরিকল্পনা করেন। যে মাইলফলক ভারত অতিক্রম করেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। এই রিয়েক্টারটি যখন পুরোপুরি ব্যবহার করা হবে, তখন ভারত হবে দ্বিতীয় দেশ, যারা এটিকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পেরেছে। এর আগে একমাত্র রাশিয়াই বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করেছে। পিএফবিআর ইউরেনিয়াম সম্পদকে আরও দক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারবে। আগামী দিনে দেশে থোরিয়ামের যে বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে সেটিকেও কাজে লাগানো যাবে। ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই রিয়েক্টার অল্প জ্বালানি ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে।

বায়ুশক্তি ব্যবহার করে
সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারত এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ বায়ু শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৬.০৫ গিগাওয়াট বৃদ্ধি করেছে, যা ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের ৫.৫ গিগাওয়াট উৎপাদন বৃদ্ধির মাইলফলককে অতিক্রম করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের তুলনায় এই উৎপাদন বৃদ্ধি প্রায় ৪৬%, যা ভারতের উপকূলবর্তী এলাকায় বায়ু শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের পথে এক নির্ণায়ক অগ্রগতি। নতুন এই সাফল্যে দেশে বায়ু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ৫৬ গিগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। গুজরাট, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র বায়ুশক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রথম সারির রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে অজীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে, এর ফলে সেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যাবে। প্রগতিশীল নীতির কারণে ভারত বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথমসারির দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০২৬ সালে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের নিরিখে ভারত ব্রাজিলকে পেছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারত অজীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে আরও ৫৫.৩ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার ক্ষমতা লাভ করেছে। ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের হিসেবে দেশে অজীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে ২৮৩.৪৬ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে 'আইএনএস তারাগিরি'
রণতরীর অন্তর্ভুক্তি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং –এর উপস্থিতিতে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় নৌবাহিনীতে 'আইএনএস তারাগিরি' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রজেক্ট ৭০ এ ক্লাস-এর আওতায় নৌবাহিনীতে এটি চতুর্থ শক্তিশালী রণতরী। উন্নতমানের রণতরী নির্মাণে এই জাহাজ এক উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এটি নির্মাণে ব্যবহৃত উপাদানের ৭৫ শতাংশই ভারতে তৈরি। খুব কম সময়ের মধ্যেই এটি তৈরি হয়েছে। ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরো এই রণতরীর মূল নকশাটি তৈরি করে। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে এটি এক নতুন উদাহরণ। এই যুদ্ধ জাহাজ উচ্চগতি সম্পন্ন। দীর্ঘদিন এটি সমুদ্রে টহল দিতে পারবে। জাহাজের নিজের সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী। শত্রুপক্ষের নজরদারি চালাতেও এটি সহায়ক হবে। এখান থেকে ব্রহ্মোস সহ ভূমি থেকে নিক্ষেপিত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা যাবে। এর ফলে নৌবাহিনীর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেল।

জিইএম-এ

মোট ১৮.৪ লক্ষ কোটি টাকার পণ্য আদান-প্রদান

সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস (জিইএম)-এ মোট ১৮.৪ লক্ষ কোটি টাকার পণ্য আদান-প্রদানের মাইলফলক অর্জিত হল। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই মঞ্চে বরাতের ৬৮ শতাংশ পেয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মারফত। আদান-প্রদানের মোট মূল্যের ৪৭.১ শতাংশ হয়েছে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পখাতে। এই মঞ্চে বর্তমানে ১১ লক্ষ ক্ষুদ্র মাঝারি সংস্থা নিবন্ধিত। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই সংস্থাগুলি এই মঞ্চে ৫১ লক্ষেরও বেশি বরাত পেয়েছে- যার পরিমাণ ২.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা; আগের অর্থবর্ষের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। আরও যেটা উৎসাহজনক তা হল, এই পোর্টালে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ২.১ লক্ষ ক্ষুদ্র মাঝারি সংস্থা নিবন্ধিত রয়েছে- যে সংস্থাগুলি ২৮০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বরাত পেয়েছে।

বিশ্বের প্রথম বিক্রমাদিত্য

বৈদিক ঘড়ি বসানো হল কাশীতে

কাশীর পূণ্যভূমিতেই সময় গণনার ভারতীয় রীতির সূচনা হয়েছিল। বিশ্বের প্রথম "বিক্রমাদিত্য বৈদিক ঘড়ি" বসানো হয়েছে বারাণসীর শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে। ৭০০ কেজি এই প্রযুক্তি চালিত যন্ত্রে ভারতের পুরনো রীতি অনুযায়ী সময় দেখা যায়- দিন শুরু সূর্যোদয়ের সঙ্গে এবং প্রতিটি দিন ৩০ মুহূর্তে বিভাজিত। ঘড়িটিতে তিথি, নক্ষত্র, গ্রহের অবস্থানও দেখা যায়। এসবের মাধ্যমে আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিদের প্রগাঢ় প্রজ্ঞা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। ৩০টি মুহূর্তে দিনের বিভাজন আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

ডিএলসি অভিযান ৪.০

পেনশন প্রাপকদের সুবিধার্থে বৃহত্তম কর্মসূচি

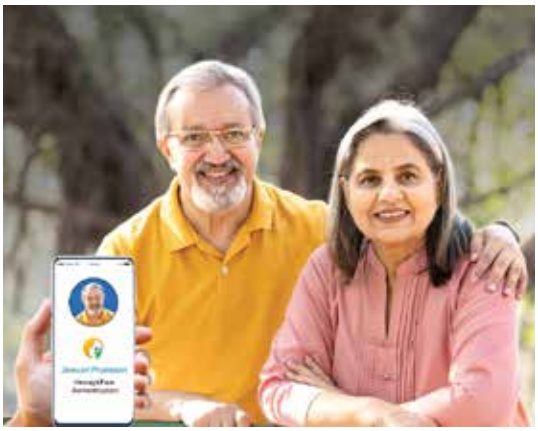

পেনশন প্রাপকদের লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে ডিজিটাইজ এবং সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে পেনশন এবং পেনশন গ্রহীতা কল্যাণ দপ্তর ২০২২-এর নভেম্বর থেকে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান চালু করেছে। এর আওতায় প্রতি বছর ১-৩০ নভেম্বর দেশের নির্দিষ্ট কিছু শহরে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সারা দেশে বিভিন্ন জেলার ২০০০ শহরে এ ধরনের ৭৫০০০ শিবিরের আয়োজন হয়েছে এখনও পর্যন্ত। তৈরি হয়েছে ১.৯১ কোটি ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট- যার ৬০ শতাংশ (১.১৬ কোটি) তৈরি হয়েছে মুখাবয়ব যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট হল আধার -ভিত্তিক একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পেনশন প্রাপকরা বাড়িতে বসেই মুখাবয়ব যাচাই পদ্ধতি অবলম্বন করে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে পারেন।

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে
ভারতের ঐশ্বরিক আলোকবর্তিকা

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

এই বছর ১১ এপ্রিল শুরু হয়েছে অবিস্মরণীয় সমাজ সংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে-র ২০০-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি নিবন্ধ লিখেছেন। আজকের প্রজন্মের কাছেও মহাত্মা ফুলের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যার পাশাপাশি শিক্ষা এবং সমাজ কল্যাণে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী...

মহাত্মা ফুলে অবিস্মরণীয় এক সমাজ সংস্কারক। নৈতিক সাহস, অনুসন্ধিৎসা এবং সামাজিক কল্যাণের আদর্শে জারিত ছিল তাঁর জীবন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে। আমাদের সভ্যতার যাত্রায় নতুন আশার সঞ্চার করেছিলেন তিনি। তাঁর আদর্শ আজও দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস।

১৮২৭-এ মহারাষ্ট্রে তাঁর জন্ম অতি সাধারণ এক পরিবারে। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ এবং সমাজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার অদম্য স্পৃহা ছিল শুরু থেকেই। তিনি প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, বাধা যতই কঠিন হোক না কেন, কঠোর পরিশ্রম এবং শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তা অতিক্রম করা সম্ভব। স্কুলে পড়ার সময় তিনি এমন সব বই পড়তেন, যা হয়তো তাঁর সমবয়সীদের পড়াশোনার পরিসর ছিল না। পরে বলেছিলেন, প্রশ্ন তৈরি হলে আপনা থেকেই জ্ঞানার্জন সম্ভব। শেখার আগ্রহ থেকে গিয়েছিল তাঁর আজীবন।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই মহাত্মা ফুলে এমন সব বই পড়তেন, যা হয়তো তাঁর সমবয়সীদের পড়াশোনার পরিসর ছিল না। বলতেন, প্রশ্ন তৈরি হলে আপনা থেকেই জ্ঞানার্জন সম্ভব।

মহাত্মা ফুলের জীবন আবর্তিত হয়েছে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা বিস্তারের কাজকে ঘিরে। তিনি বুঝেছিলেন যে, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবি থাকা উচিত নয়। শেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা যায় না কাউকে। মেয়েদের পড়াশোনার জন্য একের পর এক স্কুল খুলেছিলেন তিনি। বলতেন, মায়ের কাছে শিশু যা শেখে তা অমূল্য। তাই প্রথমে মেয়েদের স্কুলই খোলা উচিত। নতুন এক সামাজিক চেতনার অগ্রদূত ছিলেন তিনি- যেখানে শ্রেণীকক্ষ হল সমতা ও ন্যায়বিচারের আঁতুড়ঘর।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর কর্মকাণ্ড আমাদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। বিগত এক দশক ধরে আমরা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে গবেষণাধর্মী কাজের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছি। তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে এমন এক পরিমণ্ডলের, যেখানে কচিকাঁচারা নিজেদের মনে জেগে ওঠা প্রশ্ন তুলে ধরতে উৎসাহী হয়। তাদের মধ্যে জানার আগ্রহ এবং নতুন কিছু করার মনোভাব জেগে ওঠে।

প্রধানমন্ত্রীর নিবন্ধটি পড়তে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ভারত নিজের নবীন প্রজন্মকে যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সক্ষম করে তুলে দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে স্থান দিতে চায়।

গভীর প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ মহাত্মা ফুলে কৃষি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং গ্রামীণ বিকাশের ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি বলতেন যে, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি অবিচার আমাদের সমাজকে দুর্বল করে তুলছে। প্রাত্যহিক জীবনেও সামাজিক অসাম্য কীভাবে মাথাচাড়া দেয়, তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অবিরত। সেজন্যই দরিদ্র এবং বঞ্চিতের মর্যাদা রক্ষায় নিয়োজিত করেছেন নিজেকে। পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষাতেও তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ।

মহাত্মা ফুলে মনে করতেন প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হবে না যতক্ষণ না সমাজের প্রতিটি মানুষ সমান অধিকার পাবেন। **"जोपर्यंत समाजातील सर्वांना समान अधिकार मिळत नाहीत, तोपर्यंत खरे स्वातंत्र्य मिळत नाही"** সেই আদর্শের বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তিনি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর মধ্যে সত্যসাধক সমাজ প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। মহিলা, যুবা এবং গ্রামীণ মানুষের মুখ হয়ে ওঠে এই প্রতিষ্ঠান। আসলে মহাত্মা ফুলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ন্যায়ের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তবেই সমাজ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিগত জীবনের মাধ্যমেও তিনি সাহসী হয়ে ওঠার প্রেরণা জুগিয়েছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের জেরে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনিত হয় অনেকটাই। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিজের আদর্শ ও কর্মপন্থা থেকে তাঁকে টলাতে পারেনি এতটুকুও। আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এই বিষয়টি প্রেরণার উৎস।

মহাত্মা ফুলের স্মৃতিচারণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সাবিত্রীবাই ফুলের কথা না বললে। তিনি আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমাজ সংস্কারকদের একজন। শিক্ষিকা হিসেবে তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে অত্যন্ত বড় ভূমিকা পালন করেছেন। মহাত্মা ফুলের প্রয়াণের পর তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যান সাবিত্রীবাই। ১৮৯৭-এ ভয়াবহ প্লেগের সময় তিনি রোগীদের সেবা করতে গিয়ে নিজে সংক্রমিত হন এবং প্রাণ হারান।

আমাদের দেশে অনেক বড় বড় মানুষ এসেছেন। তাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন সমাজকে। পরিবর্তনের জন্য তাঁরা অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেননি। আমাদের দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সমাজের ভিতর থেকেই বার বার উঠেছে পরিবর্তনের দাবি। এক্ষেত্রে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের নাম বার বার ওঠে আসে।

২০২২-এ পুণে সফরে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করেছি। তাঁর দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধার্ঘ হতে পারে পুনর্নবীকরণের একনিষ্ঠ উদ্যোগ। শিক্ষার মতো যেসব বিষয়ে তিনি আগ্রহী ছিলেন, সেইসব ক্ষেত্রের সংস্কার। ন্যায় বিচার রক্ষায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। সমাজের মধ্যে থেকেই সংস্কারের দাবির প্রতি আস্থাশীল হওয়া। তবেই আমরা তাঁকে প্রকৃত সম্মান জানাবো। তিনি দেখিয়েছেন যে, একটি জনগোষ্ঠী নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নীতি নিয়ে এগোলে অবিশ্বাস্য কিছু ঘটতে পারে। মহাত্মা ফুলে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস। সেজন্যই জন্মের ২০০ বছর পরেও তিনি অতীতের কোনও মানুষ হয়ে নেই, ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক হিসেবেই তাঁকে আমরা দেখি।

অপারেশন সিঁদুর

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় স্বনির্ভরতার যুগে এক নতুন ভোরের সূচনা

অপারেশন সিঁদুরের বর্ষপূর্তি কেবলমাত্র একটি সামরিক অভিযানের বার্ষিকী নয়, ভারতের সুদৃঢ় নিরাপত্তা নীতির প্রতীক হিসবেও বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর অদম্য সাহস এবং সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে আপোষহীন মনোভাব পুনরায় প্রতিফলিত হয়েছে। হামলার প্রত্যুত্তর শুধু নয়, স্বনির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং দেশের মর্যাদা রক্ষার দৃঢ় মনোভাব – নানা দিক থেকেই নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা ঘোষিত হয়েছে ঐ অভিযানের মধ্য দিয়ে।

ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে অপারেশন সিঁদুর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সামরিক দক্ষতা, এবং তিন বাহিনীর মধ্যে অসাধরণ সমন্বয়ের পাশাপাশি দৃঢ় মানসিকতার এক অনন্য প্রতীক হয়ে উঠেছে এই অভিযান। হিমালয়ের দুর্গম এলাকা, সমুদ্র সীমান্ত, আকাশপথ – প্রতিটি ক্ষেত্রেই শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ভারতীয় বাহিনী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'মিশন সুদর্শন চক্র' কর্মসূচির কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। ভারতের বিরুদ্ধে যে কোনও বৈরী তৎপরতা শুরু হওয়া মাত্র তার মোকাবিলা এর উদ্দেশ্য। অপারেশন সিঁদুর – এর

> **অতীতেও জঙ্গী তৎপরতার সাক্ষী থেকেছে ভারত। কিন্তু, ঐ সময়ে মূল ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়েনি এবং তারা নিশ্চিন্তে আরও হামলা চালানোর ছক কষেছে। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। আজ যে কোনও হামলার পর, ষড়যন্ত্রকারীরা ভয়ে ভয়ে থাকে। কারণ, তারা জানে যে, ভারত যথাযোগ্য উত্তর দেবে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানবে। ভারত এই 'নব্য স্থিতাবস্থা' তৈরি করেছে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

ড্রোন শক্তি: নতুন এক দেশজ শিল্পের প্রসার

ড্রোন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ডিএফআই)-র সদস্য ৫৫০টি ড্রোন কোম্পানী এবং ৫,৫০০ জন ড্রোন পাইলট। এর লক্ষ্য, ২০৩০ সাল নাগাদ ভারত'কে বিশ্বের অন্যতম ড্রোন কেন্দ্র গড়ে তোলা। ড্রোনের নকশা, উৎপাদন এবং রপ্তানীর প্রসারে কাজ করছে এই সংগঠন।

ভারতের ড্রোন বাজার

২০৩০ সাল নাগাদ **১১** বিলিয়ন ডলার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা

বিশ্বের ড্রোন বাজারে ভারতের অংশ **১২.২%**

“

‘অপারেশন সিঁদুর’ – এর সময়ে সারা বিশ্ব আকাশ, ব্রহ্মোস এবং আকাশ তীর সহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার শক্তি প্রত্যক্ষ করেছে। এই অভিযানের সাফল্যে আমাদের সাহসী সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ‘শিল্পযোদ্ধা’দেরও বড় অবদান রয়েছে – যাঁরা উদ্ভাবনা এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছেন ধারাবাহিকভাবে।

রাজনাথ সিং, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

সময়ে ভারতীয় সেনা বিভিন্ন জঙ্গী পরিকাঠামোয় আঘাত হেনেছে। এক্ষেত্রে দেশজ প্রযুক্তি সরঞ্জাম বড় ভূমিকা পালন করেছে। ড্রোন যুদ্ধ, বহুস্তরীয় আকাশ প্রতিরক্ষা, বৈদ্যুতিন সমর কৌশল – সবদিক থেকেই অপারেশন সিঁদুর সামরিক ক্ষেত্রে ভারতে প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতার প্রশ্নে এক বড় মাইলফলক। ভারতের বিমানবাহিনী পাকিস্তান'কে সরবরাহ করা চীনে তৈরি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনাকে অকেজো করে দিয়েছে। কাজ সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ২৩ মিনিটে।

অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাথমিক পদক্ষেপের পর, বিধ্বস্ত পাকিস্তান উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিকে নিশানা করে -

যেমন – অবন্তীপুরা, শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, কাপুরথালা, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আদমপুর, ভাতিন্দা, চণ্ডীগড়, নাল, ফালোডি, উত্তরলাই এবং ভুজ। এইসব জায়গায় ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা হয়। তা প্রতিরোধ করে দেওয়া হয় সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষা গ্রীড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। এরপর, ৮ মে সকালে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রতিরক্ষা র‍্যাডার কেন্দ্রকে নিশানা করে ভারত। লাহোরের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যায়। নূরখান এবং রহিম ইয়ার খান – এই দুটি পাক বায়ুসেনা কেন্দ্রে নিখুঁত দক্ষতায় আঘাত হানে ভারত।

পহলগাঁও হামলা এবং অপারেশন সিঁদুর...

২২ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে পহলগাঁও – এ সন্ত্রাসবাদ ছোবল মারে। পাক মদতপুষ্ট হানাদাররা একটি গ্রামে ঢুকে, সেখানকার মানুষের ধর্মীয় পরিচয় জানতে চায় এবং হত্যাকাণ্ড চালায়। মারা যান ২৬ জন। এদের ২৫ জন ভারতীয় নাগরিক এবং ১ জন নেপালের। ঘটনার খবর পেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ শ্রীনগরে পৌঁছে যান। হামলার জায়গা ঘুরে দেখার পর, ঐ রাতেই নিরাপত্তা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। নির্দেশ দেন, যাতে জঙ্গীরা দেশ ছেড়ে পালাতে না পারে। প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি ২৩ ও ৩০ এপ্রিল বৈঠকে বসেন। ২৩ এপ্রিলের বৈঠকে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখা এবং পাকিস্তানী নাগরিকদের সার্ক ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। পাক হাইকমিশনে কর্মরত সামরিক পরামর্শদাতাদের দেশ ছাড়তে বলা হয়। ৬ – ৭ মে রাতে ভারতীয় বাহিনী সীমান্তের ওপারে জঙ্গী ঘাঁটিগুলিতে নিশানা করে। অপারেশন সিঁদুরে ১২৫ জনেরও বেশি জঙ্গী মারা পড়েছে।

‘অপারেশন সিঁদুর’ – এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জঙ্গীদের চাঁইদের আঘাত হেনেছেন এবং ‘অপারেশন মহাদেব’ – এর মাধ্যমে তিনি পহলগাঁও হামলায় জড়িত জঙ্গীদের ধ্বংস করেছেন।

অমিত শাহ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

৭ মে রাত ১টা ২২ মিনিটে ভারতের ডিজিএমও পাকিস্তানের ডিজিএমও-কে জানান যে, ভারত জঙ্গী ঘাঁটিগুলিকেই কেবল নিশানা করেছে এবং আত্মরক্ষার অধিকার ভারতের আছে। ৮ মে পাকিস্তান ভারতের সামরিক কেন্দ্রই শুধু নয়, আবাসিক এলাকাতেও হামলা চালায়। এরফলে, একটি গুরুদ্বার ও একটি মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হতাহত হন কয়েকজন সাধারণ মানুষ। এর পরের দিনই ভারতীয় বিমানবাহিনী পাকিস্তানের ১১টি বিমানঘাঁটিতে হামলা চালায়। তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাকিস্তানের আর উপায় ছিল না। ১০ মে পাকিস্তানের ডিজিএমও ভারতের ডিজিএমও’কে ফোন করেন এবং বিকেল ৫টা নাগাদ ভারত সংঘর্ষ অভিযান বন্ধ করে দেয়।

অপারেশ মহাদেব

২০২৫ সালের ২২ মে শুরু হয় অপারেশন মহাদেব। ঐদিন ডাচিগাঁও অঞ্চলে জঙ্গীদের লুকিয়ে থাকার খবর পায় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো। প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করে ঐ সংস্থার পাশাপাশি সেনা এবং সিআরপিএফ কর্মীরাও পায়ে হেঁটে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। সেন্সর ব্যবহার করে ২২ জুলাই জঙ্গীদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হন তাঁরা। এরপর, এলাকাটি ঘিরে ফেলে সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। যৌথ অভিযানে পহলগাঁও হামলায় জড়িত তিন জঙ্গীই মারা পড়ে।

অপারেশন সিঁদুরে ইসরো’র অবদান

১১ মে একটি অনুষ্ঠানে ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন জানান যে, দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় ধারাবাহিক নজরদারি চালাচ্ছে অন্তত ১০টি উপগ্রহ। উপগ্রহ ও ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারত নজর রেখেছে ৭ হাজার কিমি’রও বেশি বিস্তৃত উপকূল রেখায়।

মিশন সুদর্শন চক্র

ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনাকে আরও জোরদার করতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ‘মিশন সুদর্শন চক্র’ – এর সূচনা করেছেন। নামকরণের মধ্যে ভারতের সমৃদ্ধ সনাতন ঐতিহ্যের স্পর্শ রয়েছে। মিশন সুদর্শন চক্র ভারত’কে লক্ষ্য করে হামলা থামিয়ে দেওয়ার এক শক্তিশালী বলয়। এরফলে, কৌশলগত দিক থেকে দেশের নিরাপত্তা অনেক জোরদার হয়েছে। ২০৩৫ সাল নাগাদ এর আওতায় এসে যাবে দেশের সমস্ত জনপরিসর।

নতুন ভারত এবং
মহিলা-পরিচালিত
নেতৃত্ব

প্রচ্ছদ কাহিনী

৩৩% মহিলা সংরক্ষণ

একটি ঘোষণা

গণতান্ত্রিক অঙ্গীকারের...

নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য তাঁকে সৃষ্টি করা হয়নি...
বরং তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এক নতুন পথ...

নতুন ভারতের উৎকর্ষতার যাত্রপথে এই অঙ্গীকারই হল দিশা। দশকের পর দশক ধরে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রয়াস চালানো হয়েছে। ২১ শতকের তৃতীয় দশকের অর্ধেক অতিক্রান্ত হয়েছে, তাই নারীর অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার বেশি করে উচ্চারিত হচ্ছে। বিগত ১২ বছর ধরে দেশের নীতিতে শুধুমাত্র মহিলাদের উত্তোরণের ভাবনাচিন্তা থেকে সরে এসে নারী শক্তির নেতৃত্বে উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গৃহীত অসংখ্য উদ্যোগ এই যাত্রায় মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৬-১৮ এপ্রিল সংসদের এক বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করেছিল, যেখানে গণতন্ত্রের এই পবিত্র মন্দিরে আবার উচ্চারিত হয়েছে যে, নারী শক্তির নেতৃত্বে এই উন্নয়ন যাত্রার অঙ্গীকারে দেশ অটল থাকবে। নতুন ভারত এখন এক নতুন ভোরের দিকে এগোচ্ছে - যেখানে প্রতিটি নারী শুধুমাত্র স্বপ্ন দেখবেন না, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবেন, তাঁর সাহস, সংকল্প এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎকে আলোকিত করবেন...

নারী, তুমি হলে ঈশ্বর; তোমার মধ্যে সমস্ত শক্তি বিরাজ করে। তুমি হলে দেশের শক্তি। এইসব শব্দগুচ্ছের চেতনাকে সঙ্গী করে এক নতুন ইতিহাস রচনা করতে নতুন ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। 'উন্নত ভারত'-এর ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার মন্ত্র এখন নারীর নেতৃত্বে একটি বিজয় সঙ্গীত হিসেবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এটি শুধুমাত্র একটি ধারণা নয়; এটি একটি দৃষ্টান্তযোগ্য পরিবর্তনের মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করছে - এটি একটি যুগ, যেখানে মহিলারা আর শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারী হয়ে থাকবেন না, পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, দেশের গতিপথ এবং গন্তব্য উভয়কেই বদলে দিচ্ছেন। ২০২৬-এর ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত আয়োজিত সংসদের বিশেষ অধিবেশনের সময় দুর্ভাগ্যক্রমে দলীয় রাজনীতি দেশের পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীকারের চেয়ে গাণিতিক হিসেব এবং রাজনৈতিক ছলচাতুরী বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। তিন দশকের বেশি সময় ধরে চলা অধিকারের লড়াই তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র একটি নীতি সংশোধন বা জনসংখ্যার অর্ধেককে অধিকার প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সামাজিক সচেতনতার নবজাগরণে এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ইতিহাস সৃষ্টির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কাছে পরাস্ত হয়েছে। ২০২৯ সালের লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার সাংবিধানিকভাবে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় - এর অর্থ হল, সাংসদদের প্রয়োজনীয় সমর্থন পাওয়া যায়নি। এখন কেন্দ্রীয় সরকার আবার গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মন্দির থেকে ঘোষণা করেছে যে, এমনকি যদি সংখ্যার হিসেব নাও মেলে, মহিলাদের সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত 'নতুন ভারত'-এ একটি সাংস্কৃতিক অঙ্গীকার হিসেবে থেকে যাবে – এমন একটি অঙ্গীকার, যার জন্য সরকার দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল।

লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল যদি সংসদে পাশ হত, তবে এই ঐতিহাসিক আইনি উদ্যোগ ২০২৯-এ সাধারণ নির্বাচনা থেকে কার্যকর হত, যা 'উন্নত ভারত'-এর যাত্রাপথ সুগম করত। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করেছিল এবং লোকসভায় নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম ২০২৩ সংশোধনের প্রস্তাব পেশ করে, যার মাধ্যমে দশকের পর দশক ধরে অপেক্ষায় থাকা দেশের নারীদের শুধুমাত্র ঘরে নির্ণায়ক ভূমিকা পালনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে দেশের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াতেও তাঁদের ভূমিকা পালনে উপযোগী করে তোলার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল।

'নতুন ভারত'-এর নতুন সংসদ ২০২৩-এর ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর এই বিল পাশ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। যে বিল দশকের পর দশক ধরে আটকে ছিল - অথবা বলা যেতে পারে, শুধুমাত্র একটি আলোচনা বিষয় হয়ে থেকে গিয়েছিল - রাজনীতি ও ক্ষমতাকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে, শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তা বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেন। এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি নিজে এক বিশেষ উদ্যোগ নেন; নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সংসদের এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। ২০২৩-এ প্রণীত এই আইনকে ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কার্যকর করতে সংশোধন জরুরি হয়ে পড়েছিল। সরকার যদি ২০২৬-এর পর জনগণনা এবং তার পরে ডি-লিমিনেশন প্রক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা

‘নারী শক্তি’র মাধ্যমে বিকশিত ভারত নির্মাণ

ভারতের নারী আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের উৎকর্ষকার স্বাক্ষর রাখছেন। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি মানসিকতা এবং সামাজিক সক্ষমতা উভয় ক্ষেত্রকেই নতুন রূপ দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নারী ক্ষমতায়নে দিক নির্দেশের ক্ষেত্রে ভারত এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। উন্নত ভারত নির্মাণে নারী শক্তির সক্রিয় ভূমিকা সুনিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগসমূহ এখানে তুলে ধরা হল।

অধিকার এবং আইনি রক্ষাকবচ

নারীর অধিকার, সুরক্ষা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বেশ কিছু ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’-এ লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে অধিকার যেমন সুনিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনই পঞ্চায়েতগুলিতেও একইসঙ্গে ‘নারী শক্তি’ শক্তিশালী হচ্ছে।

- ২০২৯-এর সাধারণ নির্বাচন থেকে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের লক্ষ্যে তিনটি বিল আনা হয়েছিল।
- সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৬
- আসন পুনর্বিন্যাস বিল, ২০২৬

১৯৭১-৭২ থেকে আসন সংখ্যা একই রয়েছে; আজ ১২৭টি কেন্দ্রের প্রতিটিতে ভোটারের সংখ্যা ২০ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এইসব কেন্দ্রে “এক ভোট, এক ভোটার, এক মূল্য” নীতি পুরোপুরি লঙ্ঘিত হচ্ছে।

করত, তবে ২০২৯-এর নির্বাচনে মহিলারা তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন না, যদিও আইন আগেই প্রণয়ন করা হয়েছিল। সংসদে ৩ দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার আবার দেশবাসীর সামনে তার অবিচল অঙ্গীকার এবং ‘নারী শক্তি’র অধিকার অর্জনের ঐতিহাসিক উদ্যোগ তুলে ধরতে চেয়েছিল।

নারীর নেতৃত্ব... শুধুমাত্র প্রতীকী নয়, পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব

নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মের প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী, লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। যেহেতু এটি সংবিধান সংশোধনী বিল, তাই সংসদে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এটি পাশ করানো সম্ভব ছিল না; পরিবর্তে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাধ্যতামূলক ছিল। ২০২৯ থেকে মহিলাদের সংরক্ষণ কার্যকর করার লক্ষ্যে যখন লোকসভায় বিলের ওপর ভোটাভুটি হয়, তখন বিলের পক্ষে ২৯৮টি এবং বিপক্ষে ২৩০টি ভোট পড়ে। এর অর্থ হল, সংবিধান অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ভোটের সংখ্যা কম ছিল এবং বিলটি পাশ করানো যায়নি। ‘নারী শক্তি’কে এখন তাঁদের অধিকার অর্জনে আবার লড়াই করতে হবে।

‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’

৩৩%

আসন লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ২০২৯ থেকে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হবে।

বিধান অনুযায়ী, লোকসভার মোট আসন সংখ্যা দাঁড়াবে **৮৫০**

রাজ্যগুলির ৮১৫ জন প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির **৩৫** জন সাংসদ প্রতিনিধিত্ব করবেন।

- বাকি আসনগুলি অসংরক্ষিত থাকবে, সেগুলিতে পুরুষ বা মহিলা, যে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।
- তপশিলি জাতি (এসসি) এবং তপশিলি উপজাতি (এসটি) -ভুক্তদের জন্যেও সমানুপাতিক হারে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ২০৫ করা হয়েছে, আগে এই সংখ্যা ছিল ১৩১।
- সমস্ত রাজ্যের আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে ৫০% বৃদ্ধিকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে।
- অতিরিক্ত আসনের ক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক মানদণ্ড তৈরি করা হয়েছে, যাতে জনসংখ্যা অনুযায়ী কোনও রাজ্য ক্ষতির শিকার না হয়।
- রূপায়ণের তারিখ থেকে আসন সংরক্ষণ ১৫ বছরের জন্য কার্যকর থাকবে – সংসদ প্রয়োজন মনে করলে, এই সময়সীমা বাড়াতে পারে। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিলটি ২১-২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ অনুমোদিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর ২৯ সেপ্টেম্বর সেটি আইনে পরিণত হয়।
- সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ আইন প্রণয়নের পর ১৬ এপ্রিল, ২০২৬-এ কেন্দ্রীয় সরকার প্রথামাফিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

সিদ্ধান্ত-গ্রহণে সশক্ত অংশগ্রহণ

১.৪৫ মিলিয়ন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

- এটি মোট প্রতিনিধির ৪৬%, যা আন্তর্জাতিকভাবে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
- এটি সিদ্ধান্ত-গ্রহণ এবং একটি সশক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মহিলাদের শক্তিশালী অংশগ্রহণের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভারতে আজ মহিলারা শুধুমাত্র সুবিধাপ্রাপক নন; নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সক্রিয় অংশীদার।

মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উৎসাহ ক্রমশ বাড়ছে

- ১ম লোকসভা: ২২ মহিলা সদস্য
- ৬ষ্ঠ লোকসভা: ১৯ মহিলা সদস্য
- ৮ম লোকসভা: ৪৪ মহিলা সদস্য
- ১৪তম লোকসভা: ৫১ মহিলা সদস্য
- ১৭তম লোকসভা: ৭৮ মহিলা সদস্য
- ১৮তম লোকসভা: ৭৫ মহিলা সদস্য

“ডিলিমিটেশন কমিশন আইনে আমরা কোনও পরিবর্তন করিনি; আমরা বর্তমান আইনের হুবহু পুনরাবৃত্তি করেছি, পূর্ণচ্ছেদ এবং কমা পর্যন্ত সবকিছুই। অতীতে এই আইনকে কোনও ধরনের কারচুপি কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, সেই সম্পর্কে আমি কোনও মন্তব্য করব না। কিন্তু বর্তমান সরকার এই ধরনের কোনও চেষ্টা চালায়নি।

অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

”

কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে তার অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছে। অতীতের মতো মহিলাদের সংরক্ষণ আর শুধুমাত্র প্রতীকী হয়ে থাকবে না; বরং অর্ধেক জনসংখ্যার যথাযথ প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তনে বলিষ্ঠভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অঙ্গীকার হল, কয়েক দশকের পুরনো মহিলাদের আসন সংরক্ষণের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা। বছরের পর বছর ধরে একটি বিলকে অকেজো করে রাখা হয়েছিল - রাজনৈতিক সহমতের অজুহাতে আটকে রাখা হয়েছিল। সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ সংসদের বিশেষ অধিবেশনে আইন প্রণয়ন করা হয়। বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, অবিচল, দৃঢ় প্রত্যয় এবং উদ্যোগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ। এর ফলে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের পথ সুগম হয়।

তিন দশকের যাত্রা
দ্রুত রূপায়ণের একটি অঙ্গীকার

- মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পেতে থাকায় মহিলাদের অবস্থা খতিয়ে দেখতে ১৯৭৫-এ একটি কমিটি গঠন করা হয়।
- সমস্ত গভর্নিং বডিতে মহিলাদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছিল ১৯৮১-র ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ প্ল্যানেও।
- ৭৩তম এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী সত্ত্বেও লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ খুব একটা এগোয়নি।
- মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রথম বিলটি ৮১তম সংবিধান সংশোধনী বিল হিসেবে ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬-এ এইচ ডি দেবেগৌড়ার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় পেশ করা হয়। এটি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়; কমিটি রিপোর্ট পেশ করার পর ১১তম লোকসভা ভেঙে যায়।
- দ্বিতীয়বার অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৮-এ ৮৪তম সংবিধান সংশোধনী হিসেবে বিলটি পেশ করা হয়; যদিও দ্বাদশ লোকসভা ভেঙে যাওয়ার কারণে এবারও এই প্রয়াস ভেস্তে যায়।
- তৃতীয়বার আবার অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে ৮৫তম সংবিধান সংশোধনী হিসেবে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৯-এ বিলটি পেশ করা হয়; কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতানৈক্যের কারণে বিলটি আর এগোয়নি।
- চতুর্থবার উদ্যোগ নেওয়া হয় ডঃ মনমোহন সিং সরকারের আমলে, ৬ মে, ২০০৮-এ ১০৮তম সংবিধান সংশোধনী হিসেবে বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করা হয় এবং তারপর সেটি পাঠানো হয় স্থায়ী কমিটিতে। কমিটি রিপোর্ট পেশের পর ৯ মার্চ, ২০১০-এ হৈ হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে বিলটি রাজ্যসভায় পাশ হয়। এটি তারপর লোকসভায় পাঠানো হয়; ১৮ মে, ২০১৪ লোকসভা ভেঙে যাওয়ায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়।
- বর্তমান সরকারের আমলে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩' (মহিলা সংরক্ষণ বিল) অনুমোদন করে।
- ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩' (১২৮তম সংবিধান সংশোধনী বিল)
- লোকসভার এক বিশেষ অধিবেশনে পেশ করা হয়। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৪৫৪টি, আর বিপক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ২টি।
- ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ রাজ্যসভায় নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম ২০২৩ পেশ করা হয় এবং কোনওরকম বিরোধিতা ছাড়াই ২১৪ ভোটে বিলটি অনুমোদিত হয়।
- ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩-এ স্বাক্ষর করেন এবং বিলটি আইনে পরিণত হয়।
- ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল, ২০২৬-এ সংসদের এক বিশেষ অধিবেশনে ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী, আসন পুনর্বিন্যাস বিল ২০২৬ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ আইন (সংশোধনী) বিল ২০২৬ পেশ করা হয়। এই বিল পেশের মাধ্যমে সরকার তার অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছিল। সংবিধান সংশোধনী বিল পাশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা মেলেনি। ফলশ্রুতি হিসেবে মহিলাদের ৩৩% আসন সংরক্ষণ বাস্তবায়নের উদ্যোগ আর কার্যকর করা যায়নি।

পদ্ধতিগত বাধার কারণে এই আইনের রূপায়ণ বিলম্বিত হচ্ছিল। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল সংসদের এক বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করে এবং সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ অনুমোদিত বিলে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সহ প্রস্তাব পেশ করে।

বিশেষ অধিবেশন দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন

সংসদের এই বিশেষ অধিবেশন ইতিহাস তৈরিতে ব্যর্থ হলেও, এটি নারী শক্তির ক্ষমতায়নে তার মিশন পূরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় সংকল্প ও অঙ্গীকারের শক্তিশালী সাক্ষ্য বহন করছে। মহিলা আসন সংরক্ষণের প্রাক শর্ত ছিল নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মের সংশোধন, যা করা সম্ভব হলে, ২০২৯-এর সাধারণ নির্বাচন থেকে এটিকে কার্যকর করা যেত। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করেছিল এবং বিলটি পেশ করেছিল। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এই উদ্যোগ নেননি, তিনি দেশের স্বার্থে

পুরীর সমুদ্রতটে নারী শক্তি বন্দনের চেতনার প্রতি উৎসর্গ করে বিশিষ্ট বালি শিল্পী সুন্দরম পটনায়েকের চোখধাঁধানো সৃষ্টি।

এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা নারী শক্তির যথার্থ স্বীকৃতি এবং ভারতের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। আবারও কয়েক দশকের পুরনো "কিন্তু, যদি এবং ক্যাভিয়েট" ২০২৯-এর মধ্যে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের পথে বাধা তৈরি করল। এই বিশেষ অধিবেশন ডাকার সময় থেকেই প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে দেশবাসীর কাছে জোর দিয়ে বলে এসেছেন যে, মহিলা সংরক্ষণ নীতিকে কার্যকর করতে একটি দিনও নষ্ট করা উচিত হবে না।

কেন্দ্রীয় সরকার আশাবাদী ছিল যে, সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর মতোই, "গণতন্ত্রের মন্দির"-এ মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার আবার প্রতিধ্বনিত হবে। কিন্তু সহমত পাওয়া গেল না; বিরোধীদের সমর্থন না মেলায় সংসদে সরকারের প্রয়োজনীয় গরিষ্ঠতার অভাবে সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করানো সম্ভব হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অঙ্গীকার শুধুমাত্র সংসদে সংশোধনী বিল পেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বিশেষ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি একতরফাভাবে ঘোষণাও করেছিলেন যে, এই সংশোধনীর জন্য তিনি বিরোধীদের পুরোপুরি কৃতিত্ব দেবেন। লোকসভায় আলোচনার সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছিল এবং প্রথম দিনে বিতর্ক চলে রাত ১টা পর্যন্ত। সংশোধনী সংক্রান্ত ভুল ধারণা দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তির চেষ্টাও চালায়। প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, মহিলাদের আসন সংরক্ষণের বিষয়টি

প্রায় চার দশকের পুরনো এবং যাঁরা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক, সেই মহিলাদের কাছে এখন সময় এসেছে, তাঁদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার পাওয়া।

এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী নিজে সবকটি রাজনৈতিক দলের কাছে সুচিন্তিতভাবে, অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। দেশের মহিলাদের হয়ে সমস্ত সাংসদদের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, তাঁরা এমন কিছু করবেন না, যাতে নারী শক্তির ভাবাবেগে আঘাত লাগতে পারে। তিনি বলেছিলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ নারী সংসদ, তার উদ্দেশ্য এবং তার সিদ্ধান্তের দিকে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের কাছে তাঁদের বাড়ির মা, বোন, কন্যা এবং স্ত্রীদের কথা মনে রেখে বিবেকের ডাকে সাড়া দিতে আর্জি জানিয়েছিলেন। মোদী বলেছিলেন, দেশের মহিলাদের সেবা ও সম্মান প্রদর্শনের এটি একটি বিশেষ সুযোগ এবং সদস্যদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন:

"আমি সমস্ত সদস্যদের উদ্দেশে বলতে চাই....

আপনাদের বাড়ির মা, বোন, কন্যা এবং স্ত্রীদের কথা মনে রেখে আপনারা আপনাদের বিবেকের ডাক শুনুন....

দেশের নারী শক্তির সেবা করার এবং সম্মান প্রদর্শনের এটি একটি অনন্য সুযোগ।

নতুন সুযোগসুবিধা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করবেন না।"

"যদি এই সংশোধনী সর্বসম্মতিতে অনুমোদিত হয়, তবে দেশের 'নারী শক্তি' আরও সশক্ত হবে...

এবং দেশের গণতন্ত্র আরও মজবুত হবে।

আসুন... আমরা একসঙ্গে ইতিহাস সৃষ্টি করি। আসুন – দেশের 'জনসংখ্যার অর্ধেক' – ভারতের নারীদের তাঁদের প্রাপ্য অধিকার দিই।"

জন্ম থেকে প্রতিটি পর্ব

জীবনের প্রতিটি পর্যায়কে সহজ করতে সরকারি প্রকল্প

বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও
গর্ভেই যাতে কন্যাসন্তান মারা না যায়, তা সুনিশ্চিত করছে।

মাতৃ বন্দনা যোজনা
... প্রতিটি মা যাতে যথাযথ পুষ্টি পান।

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা
কন্যার পড়াশোনা যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তা সুনিশ্চিত করছে।

মিশন ইন্দ্রধনুষ
কঠিন রোগ প্রতিরোধে সঠিক সময়ে টিকাদান সুনিশ্চিত করছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন
স্কুলের শৌচাগারে মেয়েদের যাতে সমস্যা না হয়, তা সুনিশ্চিত করছে।

স্যানিটারি প্যাড প্রচারাভিযান
মাসিকের সময় যাতে অস্বস্তি না হয়, তা সুনিশ্চিত করছে।

খেলো ইন্ডিয়া
ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষতা তুলে ধরার সুযোগ, বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা।

উজ্জ্বলা যোজনা
ধোঁয়া থেকে মুক্তি; প্রতিটি বাড়িতে নিখরচায় গ্যাস সংযোগ।

জল জীবন মিশন
বহু মাইল দূর থেকে মাথায় করে যাতে জল আনতে না হয়, তা সুনিশ্চিত করছে।

বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প
খাদ্য রেশন সংক্রান্ত চিন্তা দূর করছে।

আয়ুষ্মান যোজনা
৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা খরচে চিকিৎসা, পরিবারের স্বাস্থ্য পরিচর্যায় উদ্বেগ দূর করছে।

জন ঔষধি কেন্দ্র
৮০ শতাংশ পর্যন্ত বিশেষ ছাড়ে ওষুধ

মাতৃত্বকালীন ছুটি: ২৬ সপ্তাহ
তাঁদের পেশাগত জীবন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা সুনিশ্চিত করা। এমনকি ধনী দেশগুলিতেও এই সুবিধা মেলে না।

সৈনিক স্কুল এবং এনডিএ:
সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক মেয়েদের সামনে নতুন পথ খুলে দিচ্ছে।

স্কিল ইন্ডিয়া
দক্ষতার উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ "ড্রোন দিদিদের" "লাখপতি দিদিতে" পরিণত করছে।

মহিলারা যাতে তাঁদের অধিকারের অংশ পান, তা সুনিশ্চিত করার আবেদনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও আর্জি জানিয়ে বলেছিলেন যে, এটিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বরং জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সিদ্ধান্তকে পরিমাপ করা উচিত। তিনি বলেছিলেন, "দেশ গড়ার ক্ষেত্রে দেশের 'অর্ধেক জনসংখ্যা'কে সক্রিয় অংশীদার করে তোলা আমাদের প্রত্যেকের কাছেই সৌভাগ্যের। এটাই সময়ের চাহিদা যে, আমাদের মহিলারা দেশের নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠুন... বিগত ২৫-৩০ বছর ধরে তৃণমূল স্তরে লক্ষ লক্ষ মহিলা নেত্রী এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যাঁরা এখন এঁদের বিরোধিতা করছেন, আগামী দিনে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের এর চড়া মূল্য দিতে হবে... মহিলাদের সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থেই নেওয়া হয়েছিল, আমাদের মা, বোন এবং কন্যারা আমাদের অভিপ্রায় স্বীকার করবেন। তাই, এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক দিক থেকে পরিমাপ করবেন না...আসুন, দেশের মহিলাদের আমরা কিছু 'দিচ্ছি', এই ভাবনাকে মনের মধ্যে স্থান দেবেন না, বরং, এটি হল, তাঁদের সহজাত অধিকার। আমাদের উদ্দেশ্য হল, কৃতিত্ব দাবি করা নয়, বরং মহিলাদের আরও সশক্ত করে তোলা।" কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হল, ২০২৯-এর সাধারণ নির্বাচনের পর যখন লোকসভা গঠিত হবে, তাতে যেন ৩৩% মহিলা থাকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায়, "এটি আমার জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। এটি এখন বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে যে, ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচন এবং ভবিষ্যতে রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন যেন মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়।" বিলটি যদিও এখনও পর্যন্ত প্রণীত হয়নি, তথাপি কেন্দ্রীয়

সামনের দিকে এগিয়ে চলা

- যুদ্ধ বিমানের চালক হয়ে ওঠার মাধ্যমে দেশের কন্যারা আকাশ স্পর্শ করছেন।
- বিশ্বের অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় ভারতে মহিলা পাইলটের হার সবচেয়ে বেশি।
- ২০১৪ সালের তুলনায় পিএইচডি-তে মহিলাদের নথিভুক্তির সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ।
- অঙ্ক এবং বিজ্ঞান, বিশেষত STEM শিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ৪৩ শতাংশে পৌঁছেছে।
- ২১টি রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায় ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে।

সরকারের অঙ্গীকার পুরোপুরি স্পষ্ট: ভারত যেহেতু 'অমৃত কাল'-এর পথে এগোচ্ছে, তাই এর মহিলারা নীতি, সততা, দৃঢ়তা ও নেতৃত্বদানের প্রতিমূর্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবনা হল, 'উন্নত ভারত' নির্মাণে সশক্ত, সক্ষম মহিলারা অগ্রদূত হিসেবে কাজ করবেন এবং লক্ষ্যের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

মহিলা সংরক্ষণ...যাত্রা অব্যাহত

বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর একবার বলেছিলেন: "যদি যে কোনও দেশের নারীরা এগোতে থাকে, তবে আমার বিশ্বাস, সেই সমাজ - সেই জাতি - প্রকৃত অর্থে এগোচ্ছে।" এই ভাবনার সঠিক দিশা দিতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৩-এর গোড়ার দিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লি, লোকসভা এবং রাজ্য

"আমাদের নারী শক্তি, আমাদের দেশের মহিলারা তাঁদের কঠোর শ্রম, সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছেন। এখন আমাদের অবশ্যই মিলিতভাবে এই ক্ষমতায় নতুন শক্তির সঞ্চারিত করতে হবে এবং তাঁদের জন্য সুযোগ-সুবিধার বিস্তার ঘটাতে হবে। দেশে প্রতিটি মা, বোন এবং কন্যাকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে, দেশ তাঁদের আশা-আকাঙ্খাকে বুঝতে পারছে এবং তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনে উদ্যোগী হয়।

তপশিলি জাতি (এসসি) এবং তপশিলি উপজাতি (এসটি) ভুক্তদের জন্য আসন সংরক্ষিত রয়েছে, অন্যদিকে বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা হয়। ২০২৩-এ প্রণীত এই আইনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ১৬ এপ্রিল, ২০২৬-এ। এর অর্থ হল, ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ রূপায়িত হলেও এর কার্যকারিতা বিলম্বিত হয় পদ্ধতিগত কারণে।

বস্তুতপক্ষে মহিলাদের সংরক্ষণ বিল ১১তম লোকসভায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার আমলে ১৯৯৬-এ প্রথম পেশ করা হয়েছিল। এরপর ডিসেম্বর ১৯৯৮-এ ১২তম লোকসভায় অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন সরকার বিলটি পেশ করে। পরে মনমোহন সিং সরকারের আমলে বিলটি লোকসভায় পেশ করা হয়নি; পরিবর্তে মে ২০০৮-এ এটিকে রাজ্যসভায় পেশ করা হয়। তারপর এটিকে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়; কমিটির রিপোর্ট পেশের পর ৯ মার্চ ২০১০-এ বিলটি রাজ্য সভায় পাশ হয়ে যায় এবং সেটিকে লোকসভায় পাঠানো হয়। কিন্তু ১৫তম লোকসভা ভেঙে যাওয়ায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়। এখন ১৭তম লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মকে এক নতুন চেহারায় পেশ করে, যা সংসদের উভয় সভায় প্রায় সর্বসম্মতিতে পাশ হয়। সেপ্টেম্বর ২০২৩এ প্রণীত নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হয়। এছাড়া বর্তমানে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৪.৫ লক্ষ নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি রয়েছেন, যা মোট প্রতিনিধির প্রায় ৪৬ শতাংশ। এটি সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ ও প্রকৃত সশক্ত গণতন্ত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করছে।

ন্যায় এবং সুরক্ষা

সামাজিক কুফলকে ধাক্কা দেওয়া কিংবা কর্মস্থলে একটি নিরাপদ পরিবেশ সুনিশ্চিত করা, যাই হোক না কেন, 'নতুন ভারত' তার নারীদের জন্য ন্যায় ও সুরক্ষার রক্ষাকবচ প্রদান করছে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে।

তিন তালাক আইন

- আইনি সুরক্ষা ও মুসলিম মহিলাদের জন্য সাম্যতা।
- এটি তিন তালাক প্রথায় একটি বড় ধাক্কা।

নির্ভয়া তহবিল

৫,৮৪৬.০৮

কোটি টাকা নির্ভয়া তহবিল থেকে মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় ব্যয় করা হয়েছে।

ফাস্ট ট্র্যাক আদালত

৭৪৪

ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত (৩৯৮টি বিশেষ পসকো আদালত সহ) ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত চালু রয়েছে।

- ধর্ষণ এবং যৌন অপরাধ-সংক্রান্ত মামলার বিচারে গতি এসেছে।
- একক কেন্দ্র এবং হেল্পলাইন।
- পীড়িত মহিলাদের সহায়তা

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩

- যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান।
- গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক বিবাদের নিষ্পত্তিতে 'নারী আদালত'।

মিশন শক্তি

সম্বল : নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় জোর

১৫,৭৬১

কোটি টাকা বাজেটে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য বরাদ্দ

১৩.৩৭ লক্ষ মহিলা ৯২৬টি একক কেন্দ্রে সহায়তা পেয়েছেন।

৯৯.০৯

লক্ষ মহিলাকে হেল্পলাইনের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছে।

শক্তি: আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নকে চালিত করছে

৪.২৬

কোটি সুবিধাপ্রাপক পিএম মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায়

২,৯২,৬৮১

জন শক্তি সদন সহায়তা পেয়েছেন

৫,২৯,৪৮৩

জন শক্তি নিবাস সাহায্য পেয়েছেন

১,৬৪,৭৩০

জনকে পালনা সহায়তা

৪,১৫,১৭৪

জনকে সংকল্প (নারী শক্তি কেন্দ্র) সহায়তা

মহিলাদের বিয়ের বয়স → ১৮ থেকে বাড়িয়ে ২১ বছর করার প্রস্তাব

২০০১-এ ৮৪তম সংবিধান সংশোধন আইন প্রণয়ন করা হয়, কিন্তু ২০২৬ পর্যন্ত আসন সংখ্যা একই থেকে যায়। ১৯৭৬ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত ৫০ বছর ধরে এই দেশের মানুষ জনসংখ্যার সমানুপাতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব পাননি।

সরকারি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে মহিলাদের জীবনযাত্রার সরলীকরণ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার মনে করে যে, নারীর ক্ষমতায়ন আজ শুধুমাত্র একটি সামাজিক ন্যায়ের বিষয় নয়; বরং সংবেদনশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আর্থিক অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে একে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এর ফলে আজকের মহিলারা - শিক্ষা, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী, ওষুধ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা এবং শিল্পোদ্যোগ সহ - প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছেন। স্ব-নিযুক্তি গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা আর্থিকভাবে স্ব-নির্ভর হয়ে উঠছেন। পঞ্চায়েতগুলিতে তাঁরা গ্রামীণ উন্নয়নের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অসংখ্য মহিলা তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতার মাধ্যমে শিল্প, স্টার্টআপ এবং কর্পোরেট জগতে অনন্যসাধারণ নেতৃত্ব প্রদান করছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলারা অনন্যসাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন। এই ধরনের দৃষ্টান্ত এই আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, সঠিক সুযোগ-সুবিধা এবং সহায়তা পেলে, মহিলারা প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারেন।

এই দর্শনকে সামনে রেখে বিগত ১২ বছর ধরে আমাদের মা ও বোনেদের প্রতিটি বাধা দূর করতে সম্মিলিত প্রয়াস চালানো হয়েছে।

কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

- খনি সহ সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের রাতের শিফটে কাজ করার অনুমতি প্রদান।
- মাইনিং, ধাতু এবং যন্ত্রপাতির মতো কোর বা মূল শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে এখন মহিলারা কাজ করছেন।
- ভারী শিল্প ও মাইনিং কোম্পানিগুলির লক্ষ্য হল, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ লিঙ্গ-বৈচিত্র্য অর্জন করা।
- এছাড়া, মহিলাদের কর্মহীনতার হার ধারাবাহিকভাবে কমছে, যা মহিলাদের জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন এবং অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির বার্তা দিচ্ছে।

২৬.৯
লক্ষ মহিলা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ইপিএফও-তে যোগ দিয়েছেন।

ভারতে মহিলা শ্রম বাহিনী অংশগ্রহণের হার (এফএলএফপিআর) বৃদ্ধি

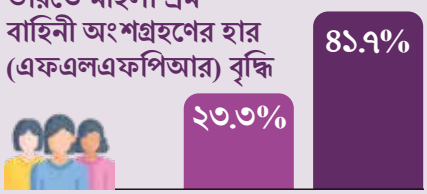

২০১১-এর জনগণনাকে আঞ্চলিক নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলির পুনর্বিন্যাস বা বিভাজন এবং এসসি/এসটি আসনগুলির বন্টনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। সংশোধনী বিলে সরকার এই উদ্দেশ্যের কথাও জানিয়েছে।

মহিলাদের মর্যাদা, স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে জীবনযাপন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কয়েকটি প্রকল্প ও কর্মসূচি চালু করেছে। তাঁদের জীবন চক্রজুড়ে প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় গুরুত্ব সহকারে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চালু করা প্রতিটি কল্যাণমূলক প্রকল্পের লক্ষ্য হল, মহিলাদের জীবনের পথকে

“আমাদের সংবিধানে বিভিন্ন সময়ে আসন পুনর্বিন্যাসের বিধান রয়েছে এবং পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিভুক্তদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যাঁরা পুনর্বিন্যাসের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা আসলে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির বিরোধিতা করছেন।

অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

”

সহজ করা, কর্মসংস্থান ও স্ব-নিযুক্তির নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করা। ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ কন্যাদের জন্ম, শিক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে তুলে ধরছে। ‘সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা’ কন্যাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নিরাপদ সঞ্চয়ের পথ খুলে দিচ্ছে। রান্নাঘরের ধোঁয়া থেকে মুক্তি দিয়ে মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখছে ‘প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা’। মহিলাদের আর্থিক স্ব-নির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করছে ‘প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা’। ‘মিশন শক্তি’র আওতায় মহিলাদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন নতুন মাত্রা অর্জন করছে। এছাড়া ‘বিকশিত ভারত – রোজগার ও আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’-এ মহিলাদের জন্য অসংখ্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে মেয়েদের নামে সম্পত্তি রেজিস্ট্রির কোনও প্রতিষ্ঠিত পরম্পরা ছিল না। কিন্তু ‘পিএম আবাস যোজনা’য় বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি বাড়ির মালিকানা মহিলাদের নামে করার শর্ত প্রদান করা হয়েছে। ‘আয়ুষ্মান ভারত যোজনা’য় মহিলাদের স্বাস্থ্যের দিকেও পর্যাপ্ত নজর দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মহিলা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা খরচে চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন। মাতৃ বন্দনা যোজনা এখন গর্ভবতী মহিলাদের জন্য কার্যকর রয়েছে। এতে অন্তঃসত্ত্বাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো হয়। এতে গর্ভাবস্থায় তাঁদের যথাযথ পুষ্টি সুনিশ্চিত হয়। এর ফলে মা ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়েই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

আজকের ভারত মহিলাদের নেতৃত্বে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে। বিগত এক দশক এবং তারও বেশি সময় ধরে

স্ব-নির্ভরতা ও ক্ষমতায়ন

দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে সব ধরনের সম্ভাব্য প্রয়াস চালানো হচ্ছে, যেখানে সশক্ত নারীরা স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন, অগ্রগতিকে চালিত করছেন, নীতি নির্ধারণ করছেন এবং প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছেন

পিএম মুদ্রা যোজনা

৪০.০৭ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত ৫৭.৭৯ কোটি সুবিধাপ্রাপকদের প্রদান করা হয়েছে।

১৬.৩৩ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত মহিলাদের প্রদান করা হয়েছে।

ঋণের **৬৭%+** মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও

১৯,৫০০+ গ্রামকে 'সম্পূর্ণ সুকন্যা গ্রাম' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

- মহিলাদের জন্ম হারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, সেই সঙ্গে তাঁদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে।
- **বেটে বাঁচাও, বেটি পড়াও :** ১০+ বয়সী বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার হার ১৫% বৃদ্ধি এবং প্রায় ৯৫% প্রাতিষ্ঠানিক জন্মদান।
- **সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা :** ৪.৮১ কোটি অ্যাকাউন্টে ৩.৪০+ লক্ষ কোটি টাকা জমা (২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত), ৮.২% বার্ষিক সুদের হারে।

স্টার্টআপ

৩১০০+ কোটি টাকা গত ৬ বছরে 'নারী শক্তি' পরিচালিত স্টার্টআপগুলিতে সরকার বিনিয়োগ করেছে।

- ১.০২ লক্ষ স্টার্টআপ, মোট স্টার্টআপের প্রায় ৪৮%-এ অন্তত একজন করে মহিলা ডিরেক্টর বা অংশীদার রয়েছেন।

২.১২ লক্ষ স্টার্টআপকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ঋণের প্রায় **৭৫%** ঋণ উদ্যোগের আওতায় মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া

- ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মহিলা সুবিধাপ্রাপকদের ২.০৫ লক্ষ ঋণ অ্যাকাউন্টে ৪৮,০০০+ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে; সব মিলিয়ে এই প্রকল্পে ২.৭৬ লক্ষ অ্যাকাউন্টে ৬২,৭৯০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

শিল্পোদ্যোগ এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

৭.৮৩ কোটি নথিভুক্ত এমএসএমই-র মধ্যে ৩.০৭ কোটি এমএসএমই মহিলা পরিচালিত, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

- GeM-এর মাধ্যমে ২ লক্ষের বেশি মহিলা পরিচালিত এমএসই ৮০,০০০ কোটি টাকার বেশি বরাত পেয়েছে।
- স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলি (এসএইচজি) মহিলাদের শিল্পোদ্যোগী হয়ে উঠতে ক্ষমতায়িত করছে, তাঁদের আয় বাড়াচ্ছে।

লাখপতি দিদি কর্মসূচি

৫১,৮৫২ 'ব্যাঙ্ক সখী'-কে স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ প্রদানের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।

- মার্চ ২০২৭-এর প্রকৃত সময়সীমার এক বছরের অনেক আগেই ৩ কোটি লাখপতি দিদির ঐতিহাসিক মাইলফলক অতিক্রম করেছে সরকার।
- মহিলারা এখন আর্থিক অগ্রগতির শক্তিশালী অংশীদার এবং এই প্রকল্প মহিলাদের আর্থিক অংশগ্রহণে এক নতুন চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।
- স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে আয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বনির্ভর করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।
- ভারতে প্রায় ১.২ কোটি স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী রয়েছে, এর মধ্যে ৮৮ শতাংশ শুধুমাত্র মহিলাদের গোষ্ঠী।
- ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত DAY-NRLM-এর আওতায় ৯০.৯১ লক্ষ এসএইচজি-তে ১০.০৫ কোটি মহিলা নথিভুক্ত হয়েছেন।
- এই সব স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলিকে মোট ১১.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- মহিলা স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলির জন্য জমানত-মুক্ত ঋণের সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
- মার্চ ২০২৯-এর মধ্যে ৬ কোটি লাখপতি দিদি তৈরির এক নতুন ও উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, সেই সূত্রে বর্তমানের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন

১২ কোটি+ শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে, মহিলাদের সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করছে।

- এর ফলে মর্যাদা এবং সম্মানের ক্ষেত্রে এক নতুন সূচনা হয়েছে। উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের বাধ্যবাধকতা এখন অতীতের বিষয় হয়ে উঠেছে।

পিএম উজ্জ্বলা

প্রায় **১১** কোটি উজ্জ্বলা সংযোগ নিত্যদিনের লড়াই থেকে মুক্তি দিয়েছে, ধোঁয়া-ভর্তি রান্নাঘরের কষ্টকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

- এই উদ্যোগ মহিলাদের জীবনকে আরও সহজ করেছে, তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সুনিশ্চিত করছে এবং তাঁরা প্রতিদিন প্রায় ৩ ঘন্টা অতিরিক্ত সময় পাচ্ছেন। ধোঁয়া ভর্তি রান্নাঘর এখন অতীতের বিষয় হয়ে উঠেছে।

পিএম আবাস

৩ কোটি বাসগৃহ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ৯ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত সফলভাবে নির্মিত হয়েছে।

- পিএম আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর আওতায় এই সব বাড়ির ৭২ শতাংশের মালিকানা পুরোপুরি মহিলাদের বা যৌথ মালিকানা, এর ফলে সুরক্ষিত বাসগৃহের পাশাপাশি তাঁদের আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের এক শক্ত ভিত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
- বাসগৃহের মালিকানার ক্ষেত্রে মহিলাদের শক্তিশালী অংশগ্রহণ রয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহরাঞ্চল)-এর আওতায় ২ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ৯৭.৩ লক্ষ বাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে, এর মধ্যে ৯৬ লক্ষ বাড়ি মহিলাদের নামে অথবা পরিবারের একজন পুরুষ সদস্যের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় রেজিস্ট্রি করা হয়েছে।

জন ধন : আর্থিক স্বনির্ভরতা

৫৭.৯৯ কোটি জন ধন অ্যাকাউন্ট ১ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা হয়েছে।

৩২.৩৩+ কোটি জন ধন অ্যাকাউন্ট মহিলাদের প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করছে।

৫৬% ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মহিলাদের নামে, যাঁরা এখন ব্যাঙ্কিং 'হিরো' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

- ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষমতা এখন সরাসরি মহিলাদের হাতে ন্যস্ত।
- রাষ্ট্রসংঘও স্বীকার করেছে যে, এই ভারতীয় মডেল গোটা বিশ্বে প্রেরণাদায়ক হিসেবে কাজ করছে; এটি মহিলা এবং কিশোরীদের আর্থিক ক্ষমতায়নের এক নতুন পথ সুগম করছে।

সুস্বাস্থ্যবান মহিলা: সুরক্ষার ভিত্তি

যে কোনও সমাজের সামগ্রিক সুস্থতা ও একটি দেশের সমৃদ্ধির জন্য মায়েদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহিলারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে, তাঁদের পরিবার ও গোষ্ঠীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ ও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই লক্ষ্যে 'নতুন ভারত' সুস্বাস্থ্যকর মাতৃত্বকে লালন-পালনের মাধ্যমে এক সুস্থ জাতি গড়ে তুলছে।

পোষণ

- ৯ থেকে ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ৮ম 'পোষণ পক্ষ'।
- পোষণ পক্ষ ২০২৬-এর বিষয়বস্তু: "জীবনের প্রথম ৬ বছরে মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ বিকাশ"।
- উন্নত পুষ্টিগত ফল পেতে চালু করা হয়েছিল 'পোষণ ২.০'।
- বিগত ৪ বছরে এই উদ্যোগে ১১,০০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।
- পোষণ অভিযান: এই অভিযানে বর্তমানে সুবিধাপ্রাপকের সংখ্যা ১০.০৯ কোটি। এই কর্মসূচিতে সর্বদা নজরদারি চালাতে চালু করা হয়েছে 'পোষণ ট্র্যাকার'। ১০০% পুষ্টি গুণসম্পন্ন চাল বন্টনের কাজও শুরু হয়েছে।

পিএম মাতৃ বন্দনা যোজনা

৪.৭৮ কোটি সুবিধাপ্রাপক নথিভুক্ত

৪.২৬ কোটি সুবিধা পেয়েছেন

২০,০৭৩ কোটি টাকা এই প্রকল্পে সুবিধাপ্রাপকদের প্রদান

- প্রথম জীবিত শিশুর জন্মের পর দুটি কিস্তিতে সুবিধাপ্রাপককে ৫০০০ টাকা দেওয়া হবে।
- দ্বিতীয় শিশু কন্যাসন্তান হলে, সুবিধাপ্রাপককে ৬০০০ টাকা দেওয়া হবে।

স্যানিটারি প্যাড

১৫ হাজারের বেশি পিএমবিজেপি কেন্দ্রে ১ টাকায় স্যানিটারি প্যাড বিক্রি করছে।

- ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ৭২ কোটি টাকার স্যানিটারি প্যাড বিক্রি হয়েছে।

গর্ভপাতের সময়সীমা

হিংসার শিকার মহিলাদের স্বস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট অনুমোদন করেছে। এতে গর্ভপাতের সময়সীমা ২০ থেকে বাড়িয়ে ২৪ সপ্তাহ করা হয়েছে।

১৯৭৬-এ দেশের জনসংখ্যা ছিল ৫৪.৭৯ কোটি। আজ তা বেড়ে হয়েছে ১৪০ কোটি। যেহেতু সভায় সদস্য সংখ্যা বেড়েছে, তাই সরকারের কর্তব্য হল, সভায় কর্মদিবসের সংখ্যাও বাড়ানো।

মহিলাদের বিভিন্ন বাধাবিপত্তি দূর করতে এক শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষায় লিঙ্গসমতা অর্জন করেছে ভারত, সেইসঙ্গে আনুপাতিকভাবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গণিত (এসটিইএম) শিক্ষায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণ দ্রুত বাড়ছে। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ প্রতিটি জেলায় একটি করে মহিলা হস্টেল চালুর কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে নেতৃত্বদানের ভূমিকা পালনের জন্য মেয়েরা নিজেদের তৈরি করছে। কর্মীবাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। গ্রামের এক মহিলা আজ যখন মাঠের ওপর ড্রোন চালাচ্ছেন, তিনি শুধুমাত্র ফসলের ওপর সার স্প্রে করছেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির ছবি বদলে দিচ্ছেন। নিজের শিল্পোদ্যোগ চেতনার শক্তির ওপর ভর করে একজন নারী যখন 'লাখপতি দিদি' হয়ে ওঠেন, তখন তিনি তাঁর গোষ্ঠীর অসংখ্য নারীর কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন। এইসব ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্পোদ্যোগ এবং কাঠামোগত সংস্কার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অ-চিরাচরিত ক্ষেত্রগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন ঘটাচ্ছে 'স্কিল ইন্ডিয়া মিশন'। কর্মসংস্থানকারী হিসেবে মহিলাদের ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। দেশে নথিভুক্ত অর্ধেকের বেশি স্টার্টআপে অন্ততপক্ষে একজন করে মহিলা ডিরেক্টর রয়েছেন। GeM (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) পোর্টালে বর্তমানে ২০০,০০০ মহিলা-মালিকানাধীন এমএসএমই সক্রিয়

প্রসব পূর্ববর্তী পরিচর্যা – নিরাপদ মাতৃত্বের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ

- গর্ভবতী মহিলাদের খরচমুক্ত, বিশ্বস্ত, সর্বাত্মক ও উন্নত মানের প্রসব পূর্ববর্তী পরিচর্যার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬-তে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান (পিএমএসএমএ) চালু করে।
- জুন ২০২৫ পর্যন্ত এই উদ্যোগে ৭ কোটির বেশি মহিলা উপকৃত হয়েছেন।
- প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানের আওতায় বর্তমানে ২২,০০০-এর বেশি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

জল জীবন মিশন

১৫.৮৪ কোটি (৮১.৭১%) বাড়িতে এখন নলবাহিত জল সরবরাহ করা হয় (৩ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত)।

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লুএইচও)-র সমীক্ষা অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে নলবাহিত জল সরবরাহের ফলে সময়ের উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় (প্রতিদিন ৫.৫ কোটি ঘন্টা) হবে। আগে জল সংগ্রহে, বিশেষত মহিলাদের এই কাজে তিন-চতুর্থাংশ সময় ব্যয় করতে হত।
- এসবিআই-এর সমীক্ষা বলছে, বাইরের উৎস থেকে জল বয়ে আনা বাড়ির সংখ্যা ৮.৩ শতাংশ কমেছে। প্রায় ৯ কোটি মহিলাকে আর জল বয়ে আনতে হয় না। কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৭.৪ শতাংশ বেড়েছে।

জন্মের লিঙ্গভিত্তিক অনুপাত
(প্রতি ১০০০ বালিকায়)

৯১৮ (২০১৪-১৫) ৯২৯ (২০২৪-২৫)

টিকাদান: মা ও নবজাতকদের রক্ষা করছে

- মিশন ইন্দ্রধনুষ চালু করা হয় ২০১৪ সালে।
- লক্ষ্য হল, গর্ভবতী নারী সহ প্রত্যেকের টিকাকরণ সুনিশ্চিত করা।

১.১৫ কোটি ১৪ বছর বয়সী কিশোরীকে বিনামূল্যে এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ রাজস্থানের আজমীর থেকে দেশজুড়ে এই কর্মসূচির সূচনা করা হয়।

- এর লক্ষ্য হল, জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধ করা। আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে দেশের মহিলাদের মধ্যে এই ক্যান্সার দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ।

রয়েছে। স্ব-নিযুক্তি গোষ্ঠী এবং গ্রামের মহিলাদের সৃষ্ট পণ্যের বাজারের সুযোগ বাড়াতে ২০২৬-২৭-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে 'SHE-Mart' উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় কমিউনিটি-চালিত পাইকারি আউটলেট চালু করা হবে। গত বছর চালু হওয়া শ্রমবিধিতে মহিলা কর্মীদের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ এবং উন্নত কাজের পরিবেশের বিধান রাখা হয়েছে।

সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষিত পরিবেশ

যখন মহিলারা সুরক্ষিত থাকেন ও সমৃদ্ধ হন, তখন বিশ্বও উন্নতিলাভ করে। তাঁদের আর্থিক ক্ষমতায়ন উন্নয়নে ইন্ধন জোগায় এবং শিক্ষায় তাঁদের অংশগ্রহণ বিশ্বের অগ্রগতিকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁদের নেতৃত্বদান অন্তর্ভুক্তির প্রতিপালন করে এবং তাঁদের ভাবনাচিন্তা ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের সবচেয়ে ফলপ্রসূ দৃষ্টিভঙ্গি হল, মহিলা-পরিচালিত উন্নয়নের মডেল। এই লক্ষ্যে ভারত নির্ণায়ক পদক্ষেপ নিয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর নিজের অধিকারের এক প্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন। এক সামান্য আদিবাসী পরিবার থেকে তিনি উঠে এসেছেন, তথাপি তিনি এখন বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ। একটি সুরক্ষিত পরিবেশ এবং দেশের উন্নয়নে তাঁদের সমান অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট জাতীয় লক্ষ্য নিয়ে মহিলাদের সুরক্ষা-সংক্রান্ত অসংখ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ দেশের অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে, মহিলাদের জীবনযাপন উন্নত করা এবং ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় তাঁদের পূর্ণ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। পুত্র ও কন্যাদের সমান গণ্য করে কেন্দ্রীয় সরকার এখন

নেতৃত্ব এবং সম্মান

যখন দুই মহিলা অফিসার কর্নেল সুফিয়া কুরেশি এবং উইং কম্যান্ডার ভ্যোমিকা সিং 'অপারেশন সিঁদুর' সম্পর্কে জাতির উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করেন, তখন তা শুধুমাত্র একটি মিশনে সর্বশেষ তথ্য পেশ করার বিষয় নয়, এটি হল একটি মুহূর্তও, যা পরিবর্তিত ভারতের চেতনার প্রতিফলনের বার্তা দেয়। এই মূহূর্তটি গোটা দেশকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং 'নারী শক্তি'র ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল।

সশস্ত্রবাহিনী – সৈনিক স্কুলগুলিতে এখন ছাত্রীদেরও ভর্তির পথ খোলা

- ২০২২-এ ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে মহিলা ক্যাডেটদের অন্তর্ভুক্তির সূচনা হয়।
- মহিলারা এখন ভারতীয় স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীতে স্থায়ীভাবে কাজ করার যোগ্য।
- বিগত ১০ বছরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসারদের সংখ্যা চার গুণ বেড়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলারা

'নারী শক্তি'-র মাধ্যমে ভারতীয় সেনাকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।

- মহিলা অফিসাররা এখন লেফটেন্যান্ট জেনারেল, ফাইটার পাইলট এবং ইউনিট কম্যান্ডারের মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বদানকারী পদে কাজ করেছেন।
- ১২টি দপ্তর এবং সেনাবাহিনীতে মহিলাদের স্থায়ী নিয়োগ অনুমোদন করা হচ্ছে।
- মে ২০২৪-এ ১৭ জন মহিলা ক্যাডেট এবং নভেম্বর ২০২৫-এ ১৫ জন মহিলা ক্যাডেটের স্নাতক হয়ে ওঠার মাধ্যমে ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (এনডিএ)-তে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।
- এই প্রথম ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসে কর্তব্য পথে তিন বাহিনীর মহিলা কর্মীদের নিয়ে গঠিত দল কুচকাওয়াজে সামিল হয়। এছাড়া শান্তি রক্ষা মিশনে, বিশেষভাবে ২০০৭ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত লাইবেরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের মিশন (ইউএনএমআইএল)- এ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সমস্ত মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়োগ করে ভারত গর্বিত।
- ২০২৮ সালের মধ্যে সামরিক বাহিনীতে ১৫% মহিলা এবং ২৫% স্টাফ অফিসার বা পর্যবেক্ষক নিয়োগ - রাষ্ট্রসংঘের এই লিঙ্গ সমতা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারত ইতিমধ্যেই ২২% স্টাফ অফিসার পর্যবেক্ষক নিয়োগের সাফল্য অর্জন করেছে।

১৫৪+ **ভারতীয় নারীকে ২০২৫-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে নিযুক্ত করা হয়েছে।**

২৬ জানুয়ারি, ২০২৬-এ প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে পুরুষ সিআরপিএফ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট সিমরন বালা। এই প্রথম একজন মহিলা অফিসার একটি পুরুষ সিআরপিএফ বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন।

মহিলা পাইলট

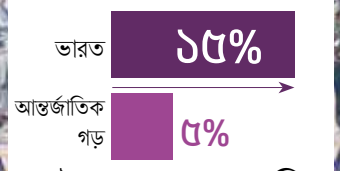

এই ক্ষেত্রে ভারত এমনকি আয়ারল্যান্ড (৯.৯%) এবং আমেরিকার (৫.৫%) চেয়েও এগিয়ে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১২.৫ লক্ষ মহিলা প্রতি বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কর্মীবাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন।

- আদিত্য-এল১ এবং চন্দ্রযান-৩-এর মতো মিশনে মহিলারা প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন।
- ভারতে STEM স্নাতকদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ মহিলা – আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যতম শীর্ষ হার।
- আজ সরকারি এবং বেসরকারি, উভয় ক্ষেত্র মিলিয়ে এসটিইএম-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সম্মিলিত কর্মীবাহিনীর মধ্যে ১৮.৬ শতাংশ মহিলা; এই হার ক্রমশ বাড়ছে, কারণ, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং উচ্চ প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত ক্ষেত্রে বেশি সংখ্যায় মহিলারা এগিয়ে আসছেন।
- অল ইন্ডিয়া সার্ভে অন হায়ার এডুকেশন (এআইএসএইচই) রিপোর্ট ২০২১-২২ অনুযায়ী, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি শিক্ষায় পিএইচডি-তে মোট নথিভুক্তদের মধ্যে ৪১% মহিলা, এটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ও আগ্রহের বার্তা দিচ্ছে।
- অল ইন্ডিয়া সার্ভে অন হায়ার এডুকেশন (এআইএসএইচই) রিপোর্ট ২০২১-২২ অনুযায়ী, দেশে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি এবং গণিত (এসটিইএম) শিক্ষার উচ্চ স্তরে মোট নথিভুক্তির ৪৩% হলেন মহিলা।
- গবেষণা ও উন্নয়ন পরিসংখ্যান প্রতিবেদন-২০২৩ অনুযায়ী, দেশে গবেষণা ও উন্নয়নে (আর অ্যান্ড ডি) এসটিইএম পেশাদার হিসেবে নিযুক্ত কর্মীবাহিনীর ১৮.৬% হলেন মহিলা।
- ভারতের আদিত্য-এল১ মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারা; কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) এবং এর ৬টি গবেষণাগারের নেতৃত্বে রয়েছেন মহিলারা; এবং চন্দ্রযান-৩ মিশনের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন একজন মহিলা।
- গবেষণা ও উদ্ভাবনের জগতে মহিলা গবেষকরা বছরে ৫০০০-এর বেশি পেটেন্ট পেশ করছেন – কিছুদিন আগেও এই সংখ্যা ১০০-র চেয়ে কম ছিল।

২৫%
মহিলার অংশগ্রহণ ভারতের সেমিকন্ডাক্টর কর্মীবাহিনীতে।

“অসংখ্য সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন গোটা ব্যবস্থায় আরও সংবেদনশীলতা আসে। এতে ব্যাপক শক্তি সঞ্চারিত হয়; অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রভাব সৃষ্টিকারী কাজ জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পুষ্টির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পন্ন করা হয়েছে।”

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

মেয়েদের বিয়ের বৈধ বয়স বাড়িয়ে ২১ বছর করার কথা বিবেচনা করছে। দেশ আজ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। ধর্ষণের মতো নৃশংস অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান পর্যন্ত রাখা হয়েছে। দেশজুড়ে প্রচুর সংখ্যক ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গড়ে তোলা হচ্ছে এবং এইসব আইনের কঠোর প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। থানাগুলিতে মহিলাদের হেল্প-ডেস্কের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে ২৪-ঘন্টার হেল্পলাইন চালু, সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় পোর্টাল চালু, এই ধরনের অসংখ্য উদ্যোগ মহিলাদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে চলেছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার “জিরো টলারেন্স” নীতি গ্রহণ করেছে।

শুধুমাত্র আইনি সুরক্ষা প্রদান ছাড়াও, মহিলাদের মর্যাদারক্ষা ও আত্ম-সম্মান বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারাভিযানও শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ প্রকল্পে সরকারি নথিপত্র এবং স্বত্বাধিকার বাড়ির মহিলাদের নামেই প্রদান করা হয়। এছাড়া, সাম্প্রতিক সংস্কারের আগে, জম্মু ও কাশ্মীরের মহিলারা কাশ্মিরী নন, এমন কাউকে বিয়ে করলে, সন্তান সহ পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হত। তবে ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারার বিলুপ্তির পর এই অঞ্চলের মহিলারা শেষ পর্যন্ত তাঁদের অধিকার পেয়েছেন। অনাবাসী ভারতীয় (এনআরআই), যাঁরা শুধুমাত্র পরিত্যাগ করার জন্য বিয়ে করেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও আইন কঠোর করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকার

উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের প্রবেশাধিকার বিশ্বের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁদের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্তিকে তুলে ধরে এবং তাঁদের ভাবনা-চিন্তা ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রেরণা জোগায়। তাই গত ১২ বছর ধরে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে...

উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের মোট মূল অন্তর্ভুক্তির অনুপাত (জিইআর)

২২.৯% (২০১৪-১৫) → ৩০.২% (২০২২-২৩)

পিএইচডি কার্যক্রমে মহিলা গবেষক

৬৪,৭২৪

মহিলা গবেষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ২০১৪ সাল থেকে।

- নথিভুক্তির ক্ষেত্রে ১৩৫.৬% অসামান্য বৃদ্ধি (২০১৪-১৫ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত)।

এআইসিটিই

৩৫,৯৯৮

ছাত্রী ২০২৪-২৫ বর্ষে এআইসিটিই প্রগতি স্কলারশিপ স্কিমে উপকৃত।

পিজি পড়াশোনার জন্য জাতীয় বৃত্তি

- ২০২৩-২৪ বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্রকল্প চালু করেছে।
- আসনের ৩০% ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত।

মহিলাদের জন্য আশীর্বাদ!

- প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় (কেভিওয়াই) এই পর্যন্ত ৭২ লক্ষের বেশি মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৪৫% *মহিলা ভারতে মোট প্রশিক্ষিতদের মধ্যে।*

বিজ্ঞান জ্যোতি প্রকল্প

৩০০ জেলায় বিজ্ঞান জ্যোতি প্রকল্পে ৮০,০০০-এর বেশি মেধাবী ছাত্রী সহায়তা পেয়েছেন।

সামাজিক স্তরে মহিলাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের সঙ্গে যুক্ত ‘তিন তালাক’-এর মতো সামাজিক অভিশাপ দূর করতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আজ তিন তালাকের অমানবিক প্রয়োগ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম মহিলা রক্ষাকবচ পেয়েছেন। এই আইন প্রণয়নের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিন তালাকের হার ৮০-৮২ শতাংশ কমেছে। আজ ভারতের মহিলারা স্বাধীন, আর্থিকভাবে সশক্ত, দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং সুরক্ষার অধিকারী; তাঁরা শুধুমাত্র স্বপ্ন দেখেন না, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িতও করেন। এই পরিবর্তনের একটি প্রধান অনুঘটক হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের সুসংহত প্রয়াস। তাঁর এই প্রয়াস কয়েক দশক ধরে চলতে থাকা কিশোরী ও মহিলাদের খাটো চোখে দেখার মানসিকতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। মহিলাদের ক্ষমতাকে প্রধান ভূমিকায় নিয়ে আসার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরলস প্রয়াসের ফলে আজ কর্তব্য পথে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড, অত্যাধুনিক রাফায়েল যুদ্ধ বিমান চালানো, সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে শত্রুদের মুখোমুখি হওয়া, ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনা কিংবা দেশের আর্থিক অগ্রগতিতে সমান গতিতে স্বনিযুক্তির সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা, যাই হোক না কেন মহিলারা শুধুমাত্র পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধই মেলাচ্ছেন না, তাঁরা দেশের গর্বও হয়ে উঠছেন। তাঁদের অনন্যসাধারণ সক্ষমতার মাধ্যমে মহিলারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সমান সুযোগ-সুবিধা পেলে, তাঁরা শুধুমাত্র বাড়ি তৈরিতেই সক্ষম নন, একইসঙ্গে সমৃদ্ধ এবং গৌরবময় দেশও গড়তে পারেন।

আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (আইএমএফ)-র রিপোর্ট অনুযায়ী,

কৃষি ক্ষেত্রে নারী শক্তি

ভারতের মতো কৃষিভিত্তিক দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির একটা বড় অংশ শ্রম, দক্ষতা এবং মহিলাদের একাগ্রতার ওপর নির্ভরশীল। রোপণ, আগাছা সাফ, চাষাবাদ, পশুপালন, বীজ সংরক্ষণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো অসংখ্য কৃষি-সংক্রান্ত কাজে মহিলারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই প্রকৌশলগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এক বিশেষ গোষ্ঠীর মহিলাদের সশক্ত করা হচ্ছে এবং তাঁদের জন্য নতুন আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সম্ভাবনার নানা দিক

- মাঠে ফসলের চাষ বা পশুপালন যাই হোক না কেন, আজ আমাদের গ্রামগুলিতে মহিলাদের জন্য প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রামগুলিতে আজ ‘নমো ড্রোন দিদিরা’ আধুনিক পদ্ধতিতে সার এবং জীবানুনাশক স্প্রে করছেন।
- প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে ৭০,০০০ ‘কৃষি সখী’ প্রস্তুত।

১,০৯৪

ড্রোন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে ‘নমো ড্রোন দিদি’ উদ্যোগের ৫০০টি ড্রোনও।

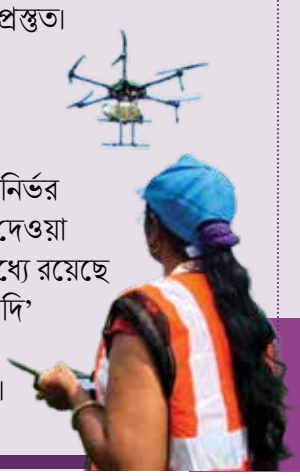

কৃষি ক্ষেত্রে নারী শক্তি

১১.৬১ লক্ষ+
মহিলা কৃষককে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২,৩৭৭ কোটি
টাকা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত কৃষি পরিকাঠামো তহবিল (এআইএফ)-এর আওতায় ৮,১৯০টি মহিলা পরিচালিত প্রকল্পে প্রদান করা হয়েছে।

এফপিও প্রকল্প

- ১০,০০০ এফপিও প্রকল্পের আওতায় (ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত) : প্রতিটি এফপিও-র বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এ অবশ্যই একজন করে মহিলা সদস্য থাকবেন।
- ১,১৭৫টি এফপিও-তে ১০০% মহিলা, অন্যদিকে ১,০৮৪টি এফপিও-তে মহিলা সদস্যদের ৫০% থেকে ৯৯% পর্যন্ত মহিলা সদস্য রয়েছেন।

১.০১+ লক্ষ কোটি টাকা পিএম কিষাণ প্রকল্পে এই পর্যন্ত মহিলা সুবিধাপ্রাপকদের প্রদান করা হয়েছে।

১৫০০ ড্রোন ‘নমো ড্রোন দিদি’ প্রকল্পে মহিলা এসএইচজি-গুলিকে প্রদান করা হবে।

কর্মী বাহিনীতে লিঙ্গসমতা অর্জন ভারতের জিডিপি ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়া প্রশিক্ষিত মহিলাদের ৫০ শতাংশ যদি কর্মীবাহিনীতে যোগ দেন, তবে বৃদ্ধি ১.৫ শতাংশ হারে বাড়তে পারত, বার্ষিক ৯ শতাংশ। এই নতুন ভারতে শ্রম বাহিনীতে মহিলাদের যোগদান বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে নতুন নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে, যাতে মহিলাদের সমান সুযোগ-সুবিধা এবং সুরক্ষিত পরিবেশ সুনিশ্চিত করা যায়। যখন অঙ্গীকারের সঙ্গে নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা একত্রিত হয় এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অন্তর্ভুক্তির চেতনা জাগ্রত হয়, তখন এক নতুন যুগের জন্ম হয়, এক নতুন সূর্যোদয় হয়। “সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস”- এই সম্মিলিত চেতনাকে সঙ্গী করে নতুন ভারত ‘অমৃতকাল’-এর এই পর্বে এগিয়ে চলেছে।

সংক্ষেপে এই কারণে আজ ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মহিলা। চন্দ্রযান, গগনযান এবং মঙ্গল মিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির সাফল্যের পিছনে রয়েছে মহিলা বিজ্ঞানীদের মেধা এবং কঠোর শ্রম। অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে ভারতে মহিলা পাইলটদের হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। এছাড়া মহিলা পাইলটরা এখন ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধ বিমানও চালাচ্ছেন। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি শাখায় এবং সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে মহিলা অফিসারদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। গত ১০ বছরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসারদের সংখ্যা বেড়ে ৪ গুণ হয়েছে, ৩,০০০ থেকে বেড়ে ১১,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আজ মহিলারা যুদ্ধ বিমানের পাইলট, লেফ্টেন্যান্ট জেনারেল এবং ইউনিট কমান্ডারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে কাজ করছেন।

ক্রীড়াক্ষেত্রে নৈপুণ্য

ভারতের কন্যারা যখন প্রথমবারের জন্য মহিলা বিশ্বকাপ খেতাব জিতলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী মিষ্টি বিতরণ করে এই সাফল্য উদযাপন করেন। এটি এই সাক্ষ্য দেয় যে, 'নতুন ভারত' নারীশক্তিকে সমস্ত ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে বসাতে সশক্ত করে তুলছে। দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে ভারতের মহিলা অ্যাথলিটরা এক নতুন অধ্যায় তৈরি করছেন...

অলিম্পিক্স-এ মহিলা অ্যাথলিটদের সাফল্য

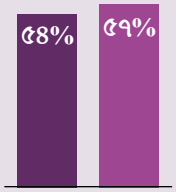

- ২০০৮-এ মহিলা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ২৫, ২০১২তে তা ২৩-এ নেমে আসে।
- প্যারিস অলিম্পিক্স ২০২৪-এ মহিলা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৪৭।

খেলো ইন্ডিয়া

৯.৫

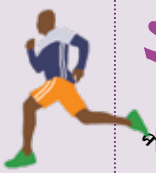

কোটি টাকা 'খেলো ইন্ডিয়া - স্পোর্টস ফর উওম্যান' প্রকল্পে এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

- এই প্রকল্পে ২১টি বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়ার ৫৭৫টি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
- ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৬০,০০০-এর বেশি মহিলা অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করেন।

আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করে ভারতীয় দল।

মহিলা অ্যাথলিটদের পদক জয়

২৩

পদক জয় ২০২২-এর কমনওয়েলথ গেমস-এ, মোট ৬১টি পদকের মধ্যে।

- ২০২৩-এ এশিয়ান প্যারা গেমস-এ ভারতের স্থান ১১১টি পদকের মধ্যে মহিলা অ্যাথলিটরা ২৪টি পদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।
- প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪-এ ৬টির মধ্যে ২টি এবং প্যারালিম্পিক্স-এ ২৯টির মধ্যে ১১টি পদক জিতে তাঁরা সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন।

ইতিহাস সৃষ্টি

- প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে অবনী লেখারা প্যারালিম্পিক্স গেমস-এ ২টি স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।
- ২০২৫-এ মহিলাদের দৃষ্টিহীন টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল জয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে।
- টোকিও অলিম্পিক্স ২০২০-তে ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পি ভি সিন্ধু ইতিহাস সৃষ্টি করেন।
- প্যারিস অলিম্পিক্স ২০২৪-এ মনু ভাকের ভারতের প্রথম মহিলা শুটার হিসেবে ২টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

সৈনিক স্কুল এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (এনডিএ)-র দরজা মহিলাদের জন্য খুলে যাওয়ায় এক নতুন পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে, এর ফলে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বহু তরুণীর ঢোকার পথ সুগম হয়েছে।

...যখন নারীর ক্ষমতায়ন একটি অঙ্গীকার হয়ে ওঠে

নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম ভারতের উন্নয়নে মহিলাদের শক্তিকে তুলে ধরবে। ২০৪৭ পর্যন্ত অমৃতকালের যাত্রাপথে এক 'উন্নত ভারত' নির্মাণে এটি একটি মাইল ফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে। এটি নারীর ক্ষমতায়নে নতুন দিশা দেখাবে। 'নতুন ভারত' নির্মাণে এটি মহিলাদের ঐতিহাসিক নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দেবে এবং গোটা বিশ্বের কাছে প্রেরণাদায়ক হিসেবে প্রমাণিত হবে।

প্রকৃত অর্থে 'মাতৃ শক্তি' মহিলাদের প্রতি এটি একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য, যাঁরা দেশের ১৪০ কোটি জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গোটা বিশ্বের সামনে "মহিলা-পরিচালিত উন্নয়ন"-এর ধারণা তুলে ধরেন। ভারত বিশ্বের সামনে দেখিয়েছিল যে, মহিলা অর্থাৎ আমাদের 'মাতৃ শক্তি' এবং কন্যারা শুধুমাত্র নীতির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে সক্ষম নন, সেইসব নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তাঁরা তাঁদের যথার্থ স্থানও অর্জন করে নেন। এর কারণ হল, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নারীর ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বিষয় নয়, একটি দৃঢ় অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত হল, প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি তাঁর বেতনের পুরো টাকাটাই গুজরাটের সচিবালয়ের সমস্ত কর্মীর মেয়েদের শিক্ষার জন্য দান করেছিলেন।

উওম্যানিয়া উদ্যোগ...
মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের সহজে বাজার তৈরির পথ সুগম করছে

- উওম্যানিয়া হল একটি অন্তর্ভুক্তি-কেন্দ্রিক উদ্যোগ। মহিলা পরিচালিত অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি (এমএসই)-কে একটি ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে, যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে সংস্থার যাচাই এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেশের প্রক্রিয়া।
- এটি মহিলা শিল্পোদ্যোগী এবং স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলিকে (এসএইচজি) GeM পোর্টালের মাধ্যমে তাদের পণ্য সরকারি ক্রেতাদের কাছে সরাসরি বিক্রি করতে সহায়তা করে।
- হস্তশিল্প, হ্যান্ডলুম, পাট, নারকেলের ছোবড়া এবং বাড়ি ও অফিসের অন্দরসজ্জার মতো বিশেষ শ্রেণীর পণ্যকে এই উদ্যোগে যুক্ত করা হয়েছে।
- এই উদ্যোগ মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের তাঁদের পণ্য বাজারে তুলে ধরতে সহায়তা করে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি স্বচ্ছ যোগাযোগ সুনিশ্চিত করে। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরশীলতা কমে আসে।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২১০,০০০- এর বেশি অতিক্ষুদ্র মহিলা শিল্পোদ্যোগী GeM পোর্টালে নথিভুক্ত হয়েছেন এবং মোট ১.৩৭ মিলিয়ন বরাত পেয়েছেন।

এছাড়া বিভিন্ন উপহার সামগ্রী এবং স্মারক নিলাম করে যে অর্থ পেয়েছেন, তাও তিনি মেয়েদের শিক্ষায় উৎসর্গ করেন। কল্পনা করুন, ১৪০ কোটি নাগরিকের নির্বাচিত নেতা, সামাজিক মাধ্যমে নজরকাড়া অনুগামী এবং একটি গোটা দিনের জন্য ৭ জন মহিলার হাতে যখন নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি তুলে দেন, তখন কী ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে? ২০১৯-এর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ৭ জন মহিলার হাতে তুলে দেন। একই কাজ তিনি করেছিলেন ২০২৫-এ, এই বিশেষ দিনে নারী শক্তির চেতনা তিনি আবার সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। এটি হল কথা এবং কাজের মধ্যে যথার্থ মেলবন্ধন। সংক্ষেপে 'নতুন ভারত'-এ একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মহিলাদের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

নিঃসন্দেহে আজ দেশের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে, দেশের নারীদের ক্ষমতায়ন। ভারতের নারীদের দক্ষতা এখন গোটা দেশে স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং সম্মানিত হচ্ছে। ভারতের অর্থনীতিতে মহিলারা শুধুমাত্র প্রাথমিক সুবিধাভোগী নন, দেশের অগ্রগতিতেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। স্টার্টআপের জগত থেকে মহাকাশ ক্ষেত্র পর্যন্ত মহিলারা সর্বত্র তাঁদের স্বাক্ষর রাখছেন। ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাঁরা বিরাজ করছেন এবং সশস্ত্র বাহিনীতে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন; আজ গর্বের সঙ্গে মহিলারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। এটা ঠিক যে, দেশ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করতে দেশের স্বার্থে নাগরিকদের পূর্ণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। সেদিক থেকে এটি একান্ত প্রয়োজন যে, আমরা শুধুমাত্র বড় বড় স্বপ্ন দেখতে আমাদের কন্যাদের অনুপ্রাণিত করব না, সেইসঙ্গে সেইসব স্বপ্নের বাস্তবায়নে প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের সাহায্য করব। ভয় এবং বৈষম্যমুক্ত পরিবেশে দেশ গড়ার কাজে মহিলারা তাঁদের সেরাটুকু দিতে পারেন।

অমৃতকালের পর্বে সরকার আবার ঐতিহাসিক উদ্যোগের মাধ্যমে তার অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছে। নারী শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নতুন সংসদ ভবনে প্রথম বিল পেশ করেছে এবং এছাড়া একে আইনে রূপান্তরিত করতে পদক্ষেপ নিয়েছে। একজন প্রকৃত কর্মযোগী ও উৎসর্গীকৃত সাধক, ভারতের 'প্রধান সেবক' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গণতন্ত্রের যাত্রায় নতুন অধ্যায় রচনা করতে দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারতের ধর্মগ্রন্থে এই ধরনের বার্তা রয়েছে এবং ভারতের সংস্কৃতির এটাই সারমর্ম...

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः

মহিলাদের আসন সংরক্ষণ

সমস্ত প্রশ্নের জবাব

১৬ এপ্রিল ২০২৬-এ কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় কোন বিলগুলি পেশ করেছিল?

১৬ এপ্রিল ২০২৬-এ কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় তিনটি প্রধান বিল পেশ করে।

- সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল ২০২৬
- ডিলিমিটেশন বিল, ২০২৬
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ আইন (সংশোধনী) বিল ২০২৬

প্র. এই বিশেষ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার কেন এই ৩টি বিল পেশ করেছিল?

উ. নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মে বলা হয়েছিল, ২০২৬-এ জনগণনার পর পুনর্বিন্যাসের ভিত্তিতে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি ২০২৬-এর জনগণনার জন্য অপেক্ষা করত এবং তার ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করত, তবে ২০২৯-এর সাধারণ নির্বাচনে ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সুবিধা মহিলারা পেতেন না। তাই দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার কাছে এই সুবিধা যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছে দিতে ২০২৬-এর জনগণনা প্রক্রিয়ার পর ডিলিমিটেশনের কাজ থেকে সরে আসা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্র. নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মের সঙ্গে কেন ডিলিমিটেশনকে যুক্ত করা হল? সরকার কেন এত বিপুল সংখ্যক আসন বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল?

উ. ডিলিমিটেশনের অর্থ হল, নির্বাচনী ক্ষেত্রের সীমানার পুনর্বিন্যাস। নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মের যথাযথ রূপায়ণের জন্য ডিলিমিটেশন আবশ্যক। ১৯৭৬-এ লোকসভায় ৫৫০টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ১৯৭১-এ ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৪ কোটি। আজ সেই সংখ্যা ১৪০ কোটিতে পৌঁছেছে। তাই লোকসভার আসনসংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করা জরুরি হয়ে পড়ে। এতে সংসদে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত হবে।

প্র. যদি এই ৩টি বিল সভায় পাশ হত, তবে দেশ কী সুযোগ-সুবিধা পেত?

উ. যদি এই ৩টি বিল সভায় পাশ হত, তবে রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর সেগুলি আইনে পরিণত হত। সেই সূত্রে দেশের মহিলারা ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগেই ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা পেতেন এবং সেই সুবাদে তাঁদের সেই অধিকার পেতেন, যার জন্য তাঁরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিলেন।

প্র. ডিলিমিটেশন কমিশন আইনকে সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়েছিল? কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন চলার মধ্যেই সরকার কেন এই বিল পেশ করল? তামিলনাড়ু বা পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিতে চলতে থাকা ভোটে এর কোনও প্রভাব পড়বে কি?

উ. কেন্দ্রীয় সরকার ডিলিমিটেশন কমিশন আইনে কোনও সংশোধন করেনি; বরং প্রকৃত আইনকে একই রেখে দেওয়া হয়েছে। সংসদের অনুমোদন এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির পরই ডিলিমিটেশন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হত। তামিলনাড়ু বা পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিতে বর্তমানের নির্বাচনের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার কোনও যোগসূত্র নেই। কারণ, ২০২৯-এর আগে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সমস্ত নির্বাচনে বর্তমানের কাঠামো এবং সীমানা বজায় থাকবে।

প্র. লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাবের পিছনে প্রাথমিক কারণ এবং যুক্তিগুলি কী ছিল?

উ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির আনুপাতিক হার অনুমান করেই এই প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। বর্তমান স্থিতাবস্থার সঙ্গে ধারাবাহিকতা রেখে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটালে, সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা যেত। এই নীতির ভিত্তিতে লোকসভার আসন সংখ্যা বর্তমানে ৫৪৩ থেকে বেড়ে হতো প্রায় ৮১৫। সেই সূত্রে লোকসভায় আসন সংখ্যা ৫৫০ থেকে বেড়ে হত ৮৫০।

প্র. যে সব রাজ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, নতুন পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবে তাদের কি অসুবিধা হত?

উ. না, যেসব রাজ্য সাফল্যের সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে, নতুন পুনর্বিন্যাস প্রস্তাবে তাদের কোনো অসুবিধা হত না। সমস্ত রাজ্যের জন্য আনুপাতিক আসন সংখ্যা বৃদ্ধির (৫০%) ব্যবস্থা ছিল; প্রতিনিধিত্বের হারে হ্রাসের বদলে প্রতিটি রাজ্যের সংখ্যা একই থাকতো কিংবা সামান্য বাড়তো।

প্র. নতুন ডিলিমিটেশন প্রস্তাবে তপশিলি জাতি (এসসি) ও তপশিলি উপজাতি (এসটি)-ভুক্তদের প্রতিনিধিত্ব এবং অধিকার খর্ব হল কী?

উ. আমাদের সংবিধানে পর্যায়ক্রমিক ডিলিমিটেশনের বিধান রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসনের পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের আসন বৃদ্ধি করা হয়। যদি এই তিনটি বিল পাশ হতো, তবে প্রায় ৮৫০ সদস্যের সভায় সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১৩১ থেকে বেড়ে হত প্রায় ২০৫। বরং এর ফলে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ত।

প্র. নতুন ডিলিমিটেশন প্রস্তাবে দক্ষিণ ভারত বা ছোট রাজ্যগুলির অসুবিধা হত কি?

উ. না, সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেই ৫০ শতাংশ আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব কমানো হয়নি। নীচে পেশ করা তথ্য অনুযায়ী বর্তমান লোকসভায় দক্ষিণের রাজ্যগুলির আসনের হার ২৩.৭৬ শতাংশ। এই হার বেড়ে হত প্রায় ২৩.৮৭ শতাংশ। উদাহরণ হিসেবে, একই আনুপাতিক হারে তামিলনাড়ুর জন্য বরাদ্দ আসন সংখ্যাও বাড়ত। তাতে এই রাজ্যের কোনো অসুবিধা হতো না।

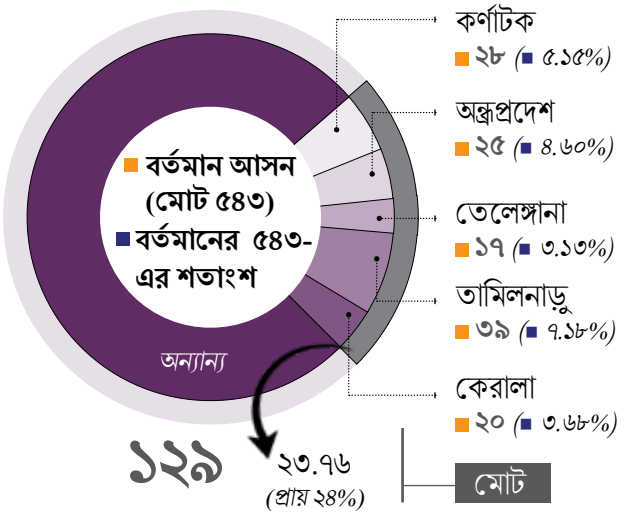

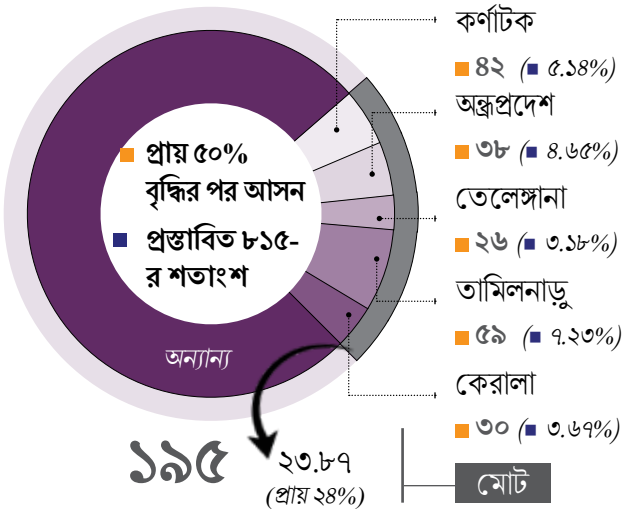

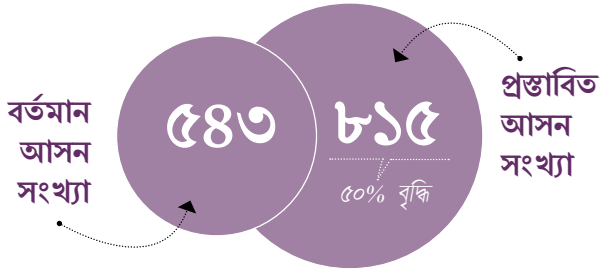

প্র. বিরোধীদের ক্রমাগত দাবি সত্ত্বেও কেন মুসলিম মহিলাদের জন্য পৃথক সংরক্ষণ রাখা হল না?

উ. ভারতের সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নেই। সংবিধান অনুযায়ী, সামাজিক এবং আর্থিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করা হয়।

প্র. ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে সরকার কেন মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর করেনি, বরং ২০২৯ পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিল কেন? এছাড়া ২০১১-র জনগণনার ভিত্তিতে কেন একে রূপায়িত করা হয়নি?

উ. সংরক্ষণ কার্যকরের পূর্ব শর্ত হল ডিলিমিটেশন। ডিলিমিটেশন হল একটি সর্বাত্মক প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ব্যাপক শলাপরামর্শ। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ করতে প্রায় ২ বছরের মতো সময় লাগে। তাই মহিলাদের সংরক্ষণ রূপায়ণের পথ সুগম করতে ডিলিমিটেশন বিল সহ এই ৩টি বিল পেশ করা হয়েছিল।

প্র. ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে মহিলাদের সংরক্ষণ কার্যকর করার পরিকল্পনা যদি না থাকে, তবে ২০২৩-এ কেন মহিলাদের সংরক্ষণ বিল পেশ করা হল?

উ. ২০২৩-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মহিলাদের সংরক্ষণ বিল পেশ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন সংসদ ভবনে এই বিল সর্বসম্মতিতে পাশ হয়ে যায় এবং তারপর রাজ্যসভায় অনুমোদন পায়। এই বিল সমস্ত পক্ষের সমর্থন পেয়েছিল, সেই সুবাদে 'নারী শক্তি বন্দন বিল' সংসদে আইনে পরিণত হয়।

প্র. শুধুমাত্র জাতি গণনাকে পিছিয়ে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার কি এই সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেছিল?

উ. সরকার তিন মাস আগেই সময়সীমা বেঁধে জাতি গণনার উদ্যোগ নিয়েছিল। তাই বিলম্বিত করার প্রশ্নই ওঠে না। বর্তমান জনগণনা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণনা করা হয়; তারপর ব্যক্তিগত গণনার সময় জাতি সংক্রান্ত তথ্য পুরোপুরি নথিভুক্ত করা হবে।

প্র. জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি এবং পুদুচেরির মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে মহিলাদের সংরক্ষণের ক্ষেত্র বাড়াতে কেন পৃথকভাবে 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ বিল' পেশ করা হয়?

উ. 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ আইন'-এর মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি এবং পুদুচেরির বিধানসভা কাজ করে থাকে। এই ব্যবহারিক সংশোধন যথাক্রমে প্রায় ৩৮, ২৩ এবং ১০টি আসন মহিলাদের সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক ছিল। সেই কারণে পৃথক 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ বিল' পেশ করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ

“আমি দেশের প্রতিটি নারীকে আশ্বাস দিচ্ছি,

আমরা নারী সংরক্ষণের পথে থাকা প্রতিটি বাধা দূর করবো।”

নারী শক্তি বন্দন সংশোধনীটি কারও কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেওয়ার জন্য ছিল না, বরং ছিল দেশের নারীদের তাদের ন্যায্য পাওনা দেওয়ার জন্য এক মহৎ প্রচেষ্টা। এটা শুধু সময়ের দাবিই নয় বরং বিকশিত ভারত-এর যাত্রাপথে দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নারী নেতৃত্বের একটা শক্তিশালী ভিত্তিও। এটা কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপ ছিল না, বরং ছিল জাতীয় স্বার্থে নেওয়া একটা সিদ্ধান্ত, যা লোকসভায় সংখ্যার অভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। জাতীয় নীতির ওপর রাজনীতির ছায়া পড়ায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ২০২৬-এর ১৮ এপ্রিল, জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং দেশ ও নারীদের অবস্থার প্রতি তাঁর আবেগময় যন্ত্রণা প্রকাশ করেন। তিনি এটাও আশ্বাস দেন যে নারী সংরক্ষণের পথের সব বাধা দূর করা হবে। জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণের সম্পাদিত অংশ পড়ুনঃ

দলীয় স্বার্থের থেকে জাতীয় স্বার্থ বড়ঃ আমাদের কাছে জাতীয় স্বার্থই সবার আগে, কিন্তু যখন কিছু মানুষের কাছে দলীয় স্বার্থই সবকিছু হয়ে ওঠে, যখন দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বড় হয়ে যায়, তখন নারী শক্তি এবং জাতীয় স্বার্থ দুটোকেই তার ফল ভোগ করতে হয়। এবারও তাই ঘটেছে। কংগ্রেস, ডিএমকে, টিএমসি এবং সমাজবাদী পার্টির মতো দলগুলির স্বার্থপর রাজনীতি দেশের নারী শক্তির ক্ষতি করেছে।

নারীরা অপমান ভোলেন নাঃ যখন নারী স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবটি পরাজিত হল, তখন কংগ্রেস, ডিএমকে, টিএমসি এবং এসপি'র মত বংশভিত্তিক দলগুলি জোরে টেবিল চাপড়াচ্ছিল। তারা যা করেছিল তা শুধুই টেবিল বাজানোই ছিল না; তা ছিল নারীদের আত্মসম্মান ও মর্যাদার ওপর এক আঘাত। আর নারীরা সবকিছু ভুলে গেলেও কিন্তু তাদের অপমান কখনও ভোলেন না। তাই, সংসদে কংগ্রেস ও তার মিত্রদের প্রদর্শিত আচরণের জ্বালা প্রতিটি নারীর হৃদয়ে চিরকাল থেকে যাবে।

বিরোধীরা সংবিধান প্রণেতাদের অপমান করেছেনঃ সংসদে নারী শক্তি বন্দন সংশোধনীর বিরোধিতা করা দলগুলিকে আমি পরিস্কারভাবে বলবোঃ এই মানুষগুলি নারী শক্তিকে সহজলভ্য বলে ধরে নিচ্ছেন। তারা ভুলে যাচ্ছেন যে একুশ শতকের নারীরা দেশের প্রতিটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছেন, তারা তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছেন এবং তারা সত্যটা পুরোপুরি বুঝে গেছেন। তাই, নারী সংরক্ষণের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধীদের করা পাপ অবশ্যই তাদের শাস্তি ডেকে আনবে। এই দলগুলি সংবিধান প্রণেতাদের অনুভূতিকেও অপমান করেছে এবং তারা জনগণের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

দেওয়ার বিল, নেওয়ার নয়ঃ নারী শক্তি বন্দন সংশোধনীটি কারও কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেওয়ার জন্য ছিল না। নারী শক্তি বন্দন সংশোধনীটি ছিল প্রত্যেককে কিছু দেওয়ার জন্য; এটা ছিল দেওয়ারই একটা সংশোধনী। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে, এটা ছিল নারীদের সেই অধিকার দেওয়ার জন্য যা ৪০ বছর ধরে অমীমাংসিত ছিল। 'নারী শক্তি বন্দন' সংশোধনীটি ছিল

একটা যুগান্তকারী প্রচেষ্টা, একুশ শতকের ভারতীয় নারীদের নতুন সুযোগ প্রদান, তাদের নতুন উচ্চতায় আরোহণে সক্ষম করা এবং তাদের পথের বাধা দূর করার জন্য উৎসর্গ করা একটা মহাযজ্ঞ।

'নারী শক্তি বন্দন' সংশোধনী সময়ের দাবিঃ নারী শক্তি বন্দন সংশোধনীটি ছিল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম – প্রতিটি রাজ্যের শক্তি সমানভাবে বৃদ্ধি করার একটা প্রচেষ্টা। এটা ছিল সংসদে প্রতিটি রাজ্যের কণ্ঠকে আরও শক্তিশালী করার এক প্রয়াস। রাজ্য ছোট হোক বা বড়, জনসংখ্যা কম হোক বা বেশি, এটা ছিল প্রত্যেকের শক্তি সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি করার একটা প্রচেষ্টা। কিন্তু এই সৎ প্রচেষ্টাকে সংসদে কংগ্রেস এবং তার মিত্ররা ভ্রূণ হত্যার শিকার করেছে। কংগ্রেস, টিএমসি, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে – এই দলগুলি এই ভ্রূণহত্যার জন্য দায়ী। তারা দেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে অপরাধী; তারা দেশের নারী শক্তির বিরুদ্ধে অপরাধী।

একটা হারানো সুযোগঃ নারীদের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থতাঃ ব্যক্তিগতভাবে, আমি আশা করেছিলাম যে কংগ্রেস তার কয়েক দশকের পুরনো ভুল শুধরে নেবে, কংগ্রেস তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হবে। কিন্তু কংগ্রেস ইতিহাস গড়ার, নারীদের পক্ষে

দাঁড়ানোর সুযোগটা হারিয়েছে। দেশের বেশিরভাগ অংশে কংগ্রেস ইতিমধ্যেই তার অস্তিত্ব হারিয়েছে। একটা পরজীবীর মতো আঞ্চলিক দলগুলির পিঠে চেপে টিঁকে আছে কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেস এটাও চায় না যে আঞ্চলিক দলগুলি আরও শক্তিশালী হোক, তাই কংগ্রেস এই সংশোধনীটির বিরোধিতা করিয়ে অনেক আঞ্চলিক দলের ভবিষ্যতকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করেছে।

পরিবারকেন্দ্রিক দলগুলির ভয়ঃ নারী শক্তি বন্দন আইনের বিরোধিতার একটা বড় কারণ হল এই পরিবারকেন্দ্রিক দলগুলির ভয়। তারা ভয় পায় যে, নারীরা ক্ষমতায়িত হলে এই পরিবারকেন্দ্রিক দলগুলির নেতৃত্ব বিপন্ন হবে। তারা কখনই চাইবে না যে পরিবারের বাইরের নারীরা এগিয়ে যাক। এই পরিবারকেন্দ্রিক দলগুলি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আসন পুনর্নির্ধারণের পর নারীদের জন্য আরও অনেক আসন থাকবে, নারীদের মর্যাদা বাড়বে, আর এই কারণেই এই মানুষগুলি নারী শক্তি বন্দন সংশোধনীর বিরোধিতা করেছিল। দেশের নারী শক্তি এই পাপের জন্য কংগ্রেস ও তার মিত্রদের কখনই ক্ষমা করবে না।

সীমানা নির্ধারণ নিয়ে অপপ্রচারঃ কংগ্রেস এবং তার বন্ধু দলগুলি সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ক্রমাগত মিথ্যাচার করে চলেছে। তারা এই অজুহাতে বিভেদের আগুন জ্বালাতে চায়। কারণ 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতি কংগ্রেস ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এবং কংগ্রেস আজও সেই একই পথে চলছে। কংগ্রেস সবসময় এমন অনুভূতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে যা দেশে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই এই মিথ্যা ছড়ানো হয়েছে যে সীমানা নির্ধারণ কিছু রাজ্যের ক্ষতি করবে! অথচ সরকার প্রথম দিন থেকেই এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কোন রাজ্যের অংশগ্রহণের অনুপাত পরিবর্তন হবে না বা কারও প্রতিনিধিত্বও কমানো হবে না। প্রকৃতপক্ষে, সব রাজ্যের আসন সমান অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে।

নেতিবাচক রাজনীতিঃ নারী সংরক্ষণের বিরোধিতা করে কংগ্রেস আবারও একটা বিষয় প্রমাণ করেছে যে কংগ্রেস একটি সংস্কারবিরোধী দল। একুশ শতকের উন্নত ভারতের জন্য যে সিদ্ধান্ত বা সংস্কারই প্রয়োজন হোক না কেন, দেশ যে সিদ্ধান্তই নিক, কংগ্রেস তার বিরোধিতা করে, তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তাতে বাধা সৃষ্টি করে। এটাই কংগ্রেসের ইতিহাস এবং এটাই কংগ্রেসের নেতিবাচক রাজনীতি।

বিরোধীদের একমাত্র নীতি হল প্রতিটি সংস্কারের বিরোধিতা করাঃ এই সেই কংগ্রেস যারা জন ধন-আধার-মোবাইল ত্রয়ীর বিরোধিতা করেছিল। কংগ্রেস ডিজিটাল পেমেন্টের বিরোধিতা করেছিল। কংগ্রেস জিএসটির বিরোধিতা করেছিল। কংগ্রেস সাধারণ শ্রেণীতে দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছিল। কংগ্রেস তিন তালাক বিরোধী আইনের বিরোধিতা করেছিল। কংগ্রেস ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরোধিতা করেছিল। আমাদের সংবিধান এবং আমাদের আদালত বলছে যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, (ইউসিসি) প্রয়োজনীয় কিন্তু কংগ্রেস তারও বিরোধিতা করে। সংস্কারের নাম শুনলেই কংগ্রেস প্রতিবাদের প্ল্যাকার্ড নিয়ে দৌড়ায়। দেশের শক্তি বাড়ায় এমন যেকোন

১০০% নারী শক্তির আশীর্বাদ

আজ বিলটি পাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ৬৬ শতাংশ ভোট না পেলেও আমি জানি যে দেশের ১০০ শতাংশ নারী শক্তি আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। আমি দেশের প্রতিটি নারীকে আশ্বাস দিচ্ছিঃ নারী সংরক্ষণের পথে থাকা প্রতিটি বাধা আমরা দূর করবো। আমাদের সাহস অটুট, আমাদের সংকল্প অটুট এবং আমাদের দৃঢ়তা অটল।

কাজে কংগ্রেস তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা সৃষ্টি করে। কংগ্রেস এক দেশ এক নির্বাচনের বিরোধিতা করে। কংগ্রেস দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করার বিরোধিতা করে। কংগ্রেস ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণের বিরোধিতা করে। কংগ্রেস ওয়াকফ বোর্ডের সংস্কারের বিরোধিতা করে। কংগ্রেস এমনকি শরণার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়া সিএএ আইনেরও বিরোধিতা করেছিল। মিথ্যা ও গুজব ছড়িয়ে তারা দেশে ঝড় তুলেছিল। কংগ্রেস মাওবাদী-নকশাল সহিংসতা বন্ধে দেশের প্রচেষ্টাকে বাধা দেয়। কংগ্রেসের একটাই রীতি: যখনই কোন সংস্কার আসে, মিথ্যা বলা এবং বিভ্রান্তি ছড়ানো, ইতিহাস সাক্ষী; কংগ্রেস সবসময় এই নেতিবাচক পথই বেছে নিয়েছে।

তাদের মানসিকতা হল 'বিলম্ব করা, বিভ্রান্ত করা এবং গড়িমসি করাঃ দেশের জন্য যে সিদ্ধান্তই প্রয়োজন হোক না কেন, কংগ্রেস তা ধামাচাপা দিয়ে রাখে। কংগ্রেসের এই মনোভাবের কারণে ভারত উন্নয়নের সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি যা তার প্রাপ্য ছিল। স্বাধীনতার সময় আমাদের সঙ্গে আরও অনেক দেশ স্বাধীন হয়েছিল। সেই দেশগুলির বেশিরভাগই আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল এবং এর কারণ ছিল কংগ্রেস প্রতিটি সংস্কারে বাধা দিয়ে যাচ্ছিল। বিলম্ব, বিচ্যুতি, বাধা – এটাই ছিল কংগ্রেসের নীতি; এটাই ছিল কংগ্রেসের কর্মসংস্কৃতি। কংগ্রেস প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সীমান্ত বিরোধে বিলম্ব করেছিল। কংগ্রেস পাকিস্তানের সঙ্গে জলবন্টন বিরোধে বিলম্ব করেছিল। কংগ্রেস ওবিসি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ৪০ বছর ধরে বিলম্বিত করেছিল। কংগ্রেস সৈন্যদের জন্য 'এক পদ এক পেনশন' ৪০ বছর ধরে বিলম্বিত করেছিল।

আমরা নারী সংরক্ষণের অঙ্গীকার পূরণ করবোঃ নারী সংরক্ষণের বিরোধী দলগুলি কখনই এই দেশের নারী শক্তির সংসদ ও বিধানসভাগুলিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকে থামাতে পারবে না। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। নারী শক্তি ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের সংকল্প অটুট। গতকাল আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যা ছিল না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা হেরে গেছি। আমাদের ভিতরের শক্তি অপরাজেয়। আমাদের প্রচেষ্টা থামবে না; আমাদের প্রচেষ্টায় বিরতি হবে না। সামনে আমাদের আরও সুযোগ আসবে। জনসংখ্যার অর্ধেকের স্বপ্নের জন্য, দেশের ভবিষ্যতের জন্য আমদের এই সংকল্প পূরণ করতেই হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভাষণটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

২০২৬ সালের খরিফ মরশুমের জন্য সারে ভর্তুকি

জয়পুর মেট্রো সম্প্রসারণের অনুমোদন

কৃষকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ২০২৬ সালের খরিফ মরশুমের জন্য ফসফেটিক এবং পটাশিক (পিঅ্যান্ডকে) সারের ওপর পুষ্টিভিত্তিক ভর্তুকি (এনবিএস) রেটের একটা প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। কৃষকদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে সার সহজলভ্য করা এবং কৃষিক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তটি তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও জয়পুরে মেট্রো প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বেরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এটা শহরের মধ্যে যান চলাচল ব্যবস্থাপনা এবং পর্যটনে নতুন গতি আনবে, পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং বাণিজ্যের সুযোগও বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা -৩ (পিএমজিএসওয়াই-৩)-এর মেয়াদ মার্চ ২০২৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি সহ আরও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

“বৈশ্বিক প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের কৃষক ভাই-বোনদের কল্যাণ আমাদের সরকারের কাছে সবসময় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে। এই লক্ষ্যে, ২০২৬ সালের খরিফ মরশুমের জন্য পুষ্টিভিত্তিক ভর্তুকি বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আমাদের খাদ্য সরবরাহকারীরা আগের মতোই সাশ্রয়ী মূল্যে সার পেতে থাকবেন।” - *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

সিদ্ধান্তঃ ২০২৬ সালের খরিফ মরশুমের জন্য ফসফেটিক ও পটাশিক সারের ওপর পুষ্টিভিত্তিক ভর্তুকির হার অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রভাবঃ কৃষকদের কাছে ভর্তুকিযুক্ত, সাশ্রয়ী এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

- ডিএপি এবং এনপিকেএস গ্রেডসহ ফসফেটিক ও পটাশিক (পিঅ্যান্ডকে) সার কৃষকদের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সহজলভ্য থাকবে।

- ২০২৬ সালের খরিফ মরশুমের জন্য আনুমানিক বাজেটীয় প্রয়োজন হবে প্রায় ৪১,৫৩৩.৮১ কোটি টাকা। এটা ২০২৫ সালের খারিফ মরশুমের বাজেটীয় প্রয়োজনের চেয়ে প্রায় ৪,৩১৭ কোটি টাকা বেশি।

সিদ্ধান্তঃ মন্ত্রীসভা ১৩,০৩৭.৬৬ কোটি টাকা মোট প্রকল্প ব্যয়ে ৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি যুগান্তকারী উত্তর-দক্ষিণ করিডর, জয়পুর মেট্রো ফেজ ২-এর অনুমোদন দিয়েছে।

প্রভাবঃ ফেজ ২ চালু হওয়ার ফলে মেট্রো নেটওয়ার্কে যাত্রী সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা জয়পুরে গণপরিবহণের অংশীদারিত্ব উল্লেখ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে এবং ব্যক্তিগত যানবাহনের ওপর নির্ভরতা কমাবে।

- এর ফলে যানজট ও যানবাহনের দূষণ কমবে এবং বাসিন্দা, কর্মজীবী ও পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ হবে। এটা একটা আধুনিক ও ভবিষ্যৎ-উপযোগী শহর হিসেবে জয়পুরের অবস্থানকেও শক্তিশালী করবে। এটা ‘বিকশিত ভারত’ এবং ‘বিকশিত রাজস্থান’-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

- প্রহ্লাদপুরা থেকে টোড়ি মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত এই রুটে ৩৬টি

স্টেশন রয়েছে। এখন, জয়পুর মেট্রো ফেজ-১-এ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬০,০০০ যাত্রী যাতায়াত করেন।

সিদ্ধান্তঃ মন্ত্রীসভা এইচপিসিএল রাজস্থান রিফাইনারি লিমিটেড (এইচআরআরএল) প্রকল্পের ব্যয় ৪৩,১২৯ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৯,৪৫৯ কোটি টাকা করার এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল) কর্তৃক ৮,৯৬২ কোটি টাকার অতিরিক্ত ইক্যুইটি বিনিয়োগ অনুমোদন করেছে।

প্রভাবঃ দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা, পেট্রো-কেমিক্যাল প্রয়োজনীয়তা এবং বিশেষ পণ্য উৎপাদনের কথা বিবেচনা করার জন্য এইচআরআরএল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি নির্ভরতা কমবে, যা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়ক হবে। এছাড়াও, এই প্রকল্পটি একটি অনগ্রসর অঞ্চলের শিল্পায়নে, স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ মঙ্গলা ক্রুডের ব্যবহারে এবং ভারতকে একটা পরিশোধন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

- এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়, এইচআরআরএল প্রায় ২৫,০০০ কর্মীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে, যারা রিফাইনারি ইউনিট নির্মাণের কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন অংশীদারদের দ্বারা নিয়োজিত।

সিদ্ধান্তঃ অরুণাচল প্রদেশের কামলে, ক্রা দাদি ও কুরুং কুমে জেলায় কমলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (এইচইপি) নির্মাণের জন্য ২৬,০৬৯.৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রভাবঃ ১৭২০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতাসহ এই প্রকল্পটি ৬৮৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্প থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে, সর্বোচ্চ চাহিদার ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে, জাতীয় গ্রিডের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখবে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বন্যা কমাতে সুবিধা দেবে। প্রকল্পটি সম্পন্ন করার আনুমানিক সময়সীমা ৯৬ মাস।

- এই প্রকল্পটি অরুণাচল প্রদেশের কামলে, ক্রা দাদি এবং কুরুং কুমে জেলা জুড়ে পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে উল্লেখ্য উন্নতি আনবে, যার মধ্যে প্রায় ১৯৬ কিলোমিটার সড়ক ও সেতুর উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত।
- হাসপাতাল, স্কুল, বাজার এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সুবিধা নির্মাণের মাধ্যমে জেলাগুলি উপকৃত হবে।
- ক্ষতিপূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ আরও উপকৃত হবেন।

সিদ্ধান্তঃ অরুণাচল প্রদেশের আঞ্জাও জেলায় ১২০০ মেগাওয়াট কালাই-২ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে বিনিয়োগ প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রভাবঃ এটা থেকে বার্ষিক ৪,৮৫২.৯৫ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। লোহিত অববাহিকার প্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হিসেবে এটা রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহকে শক্তিশালী করবে, সর্বোচ্চ চাহিদার সময়গুলিতে সহায়তা করবে এবং জাতীয় গ্রিডের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখবে।

- প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ১৪,১০৫.৮৩ কোটি টাকা। প্রকল্পটির আনুমানিক সমাপ্তির সময়সীমা ৭৮ মাস।
- রাজ্যের নামসাই এবং আঞ্জাও জেলার পরিকাঠামোর উল্লেখ্য উন্নতি ঘটবে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ২৯ কিলোমিটার সড়ক ও সেতু নির্মাণ করা হবে।
- স্থানীয় জনগণও বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিপূরণ, কর্মসংস্থান এবং সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তগুলির ওপর সাংবাদিক সম্মেলনটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

সিদ্ধান্তঃ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং পেনশনভোগীদের জন্য ডিয়ারনেস রিলিফ (DR)-এর অনুমোদন।

প্রভাবঃ এটা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। মূল বেতন/পেনশনের বিদ্যমান ৫৮ শতাংশ হার দুই শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। মহার্ঘ ভাতা এবং ডিয়ারনেস রিলিফ দুটোই বাড়ানোর ফলে, সরকারি কোষাগারের ওপর মোট আর্থিক বোঝা বছরে ৬,৭৯১.২৪ কোটি টাকায় পৌঁছাবে। এর ফলে আনুমানিক ৫০.৪৬ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৮.২৭ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন।

সিদ্ধান্তঃ 'ভারত মেরিন ইনসিওরেন্স পুল' (BMI পুল) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন।

প্রভাবঃ নিরবচ্ছিন্ন সামুদ্রিক বীমা সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ১২,৯৮০ কোটি টাকার একটা সার্বভৌম গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। এই দেশীয় বীমা তহবিলটি বৈশ্বিক অস্থিরতা এবং ভূ-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে তৈরি সমস্যাগুলির সমাধান করে, যার ফলে ভারতীয় জাহাজগুলির বহিরাগত বীমা প্রদানকারীদের ওপর নির্ভরতা কমে। এই তহবিলটি হাল ও যন্ত্রপাতি, কার্গো, সুরক্ষা ও ক্ষতিপূরণ (P&I), এবং যুদ্ধ ঝুঁকি সহ সমস্ত সামুদ্রিক ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করে। এটা যেকোন আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ভারতীয় বন্দরে বা ভারতীয় বন্দর থেকে কার্গো পরিবহণকারী জাহাজগুলিকেও সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসে – এমনকি যদি তাদের পথ অস্থিতিশীল সামুদ্রিক অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যায়।

সিদ্ধান্তঃ উত্তরপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে ১৫টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে দুটি মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রভাবঃ এর ফলে ভারতীয় রেলের চালু নেটওয়ার্কে প্রায় ৬০১ কিলোমিটার যুক্ত হবে। এই প্রকল্পগুলির আনুমানিক ব্যয় ২৪,৮১৫ কোটি টাকা এবং এগুলি ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এটা ভারতীয় রেলের পরিচালনগত দক্ষতা এবং পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। এর উদ্দেশ্য হল ব্যাপক আঞ্চলিক উন্নয়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা, যার ফলে তাদের কর্মসংস্থান এবং স্বনিয়োগের সুযোগ বাড়বে। এই প্রকল্পগুলি মানুষ, পণ্য এবং পরিষেবার নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করবে।

সিদ্ধান্তঃ প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা-৩ (পিএমজিএসওয়াই-৩) মার্চ ২০২৫-এর পরেও মার্চ ২০২৮ পর্যন্ত চালু রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রভাবঃ পিএমজিএসওয়াই-৩-এর সময়সীমা বৃদ্ধি গ্রামীণ সড়কের পরিকল্পিত উন্নয়ন কাজ শেষ করতে সহায়তা করবে। এর ফলে কৃষি ও অকৃষি দুই প্রকার পণ্যের বাজার সুবিধা বাড়বে, যা গ্রামীণ অর্থনীতি ও বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে। এছাড়াও, পরিবহণের সময় ও খরচ কমার ফলে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি পাবে। উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধাও বাড়বে। এই প্রকল্পের অব্যাহত বাস্তবায়ন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়াও, মন্ত্রীসভা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে অনুমোদন দিয়েছেঃ

- সমতল এলাকায় সড়ক ও সেতু নির্মাণ এবং পাহাড়ি এলাকায় অবশিষ্ট সড়ক নির্মাণ কাজ শেষ করার সময়সীমা মার্চ ২০২৮ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
- পাহাড়ি অঞ্চলে বিরাজমান প্রতিকূল ভৌগলিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, এই এলাকাগুলিতে সেতু নির্মাণ কাজ শেষ করার সময়সীমা আরও বাড়িয়ে মার্চ ২০২৯ পর্যন্ত করা হয়েছে।
- ৩১ মার্চ, ২০২৫-এর আগে অনুমোদিত সব কাজ – যার জন্য বরাদ্দ এখনও চূড়ান্ত হয়নি – এখন টেন্ডারিং এবং বরাদ্দ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- আগে অনুমোদিত রুট বরাবর আনুমানিক ৯৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬১টি নতুন দীর্ঘ–স্প্যান সেতু নির্মাণের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে, মোট আর্থিক বরাদ্দ প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ করা ৮০,২৫০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৩,৯৭৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। ●

মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তগুলির ওপর সাংবাদিক সম্মেলনটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

সামাজিক নিরাপত্তা বীমা ও পেনশনের সুরক্ষা কবচ

PMSBY, PMJJBY এবং APY-এর ১১ বছর

পরিবার সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত

স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া থেকে শুরু করে সবার মর্যাদা ও নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার করা পর্যন্ত - 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' এই চেতনাকে ধারণ করা বর্তমান সরকারের কাছে একটা শীর্ষ অগ্রাধিকার। এই লক্ষ্যেই, ২০১৫ সালের ৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনা প্রকল্পগুলি চালু করেন, সেগুলি এখন ১১ বছর পূর্ণ করছে। এই তিনটি জন নিরাপত্তা প্রকল্পের ব্যাপক প্রসার, এর থেকেই অনুমান করা যায় যে এগুলিতে আজ পর্যন্ত ৯২ কোটিরও বেশি নিবন্ধন নথিভুক্ত হয়েছে।

২০১৪ সাল পর্যন্ত, ভারতের প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ মানুষের কোন ধরণের বীমা সুরক্ষা বা পেনশনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সহজ কথায় বলতে গেলে, ১০০ কোটিরও বেশি (১ বিলিয়ন) মানুষ বীমা বা পেনশন সুরক্ষার নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে, ২০১৫ সালের ৯ মে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেওয়া এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একইসঙ্গে দুটি বীমা প্রকল্প এবং একটি পেনশন প্রকল্প চালু করে দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি সরকারের গভীর কর্তব্যবোধ এবং সংবেদনশীলতার পরিচয় দেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেছিলেন যে দরিদ্ররা শুধুই আরও বেশি অনুদান চায় না; বরং তারা ক্ষমতায়ন

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা
৫৭.১১ কোটি নিবন্ধন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার থেকেও বেশি

প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা
২৬.৩১ কোটি নিবন্ধন
পাকিস্তানের জনসংখ্যার থেকেও বেশি

অটল পেনশন যোজনা
৮.৭১ কোটি নিবন্ধন
জার্মানির জনসংখ্যার চেয়েও বেশি

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা

মাত্র ২০ টাকায় এক বছরের দুর্ঘটনা বীমা

মধ্যপ্রদেশের হারদা জেলার একটি গ্রামের ২৭ বছর বয়সী বাসিন্দা জ্যোতি নিহাল এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার স্বামী মুরলিধর নিহালকে হারান। মুরলিধরই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য, যে পরিবারে জ্যোতি ছাড়াও দুটি ছোট সন্তান ছিল। মুরলিধর এর আগে মাত্র ১২ টাকা (এখন ২০ টাকা) নামমাত্র ফি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনায় (PMSBY) নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। এই প্রকল্পটি একটি সরকার-সমর্থিত বার্ষিক ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা পরিকল্পনা। মুরলিধরের মৃত্যুর পর, তাঁর স্ত্রী জ্যোতি এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন।

PMSBY –এর সঙ্গে এমন অসংখ্য গল্প জড়িয়ে আছে। এই প্রকল্পের উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেছিলেন যে, সিনেমার একটা সংলাপে একবার মর্মস্পর্শীভাবে বলা হয়েছিল যে ১২ টাকায় একটা কাফনের কাপড়ও কেনা যায় না; তবে, সরকার একটা বীমা প্রকল্প চালু করেছে যা সমাজের সবচেয়ে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের জন্য বাস্তব সুফল বয়ে এনেছে।

PMSBY সম্পর্কে আরও তথ্য

- প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা একটি বার্ষিক ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা প্রকল্প যা প্রতি বছর রিনিউ করা যায়।
- এই প্রকল্পের আওতায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী আংশিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কভারেজ পাওয়া যায়।
- বার্ষিক প্রিমিয়াম হল ২০ টাকা।
- এই প্রকল্পটি ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ।
- আবেদনকারীর অবশ্যই একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে।

নোটঃ PMSBY সুবিধাভোগী

৫০% মহিলা

৭২% গ্রামীণ এলাকার মানুষ।

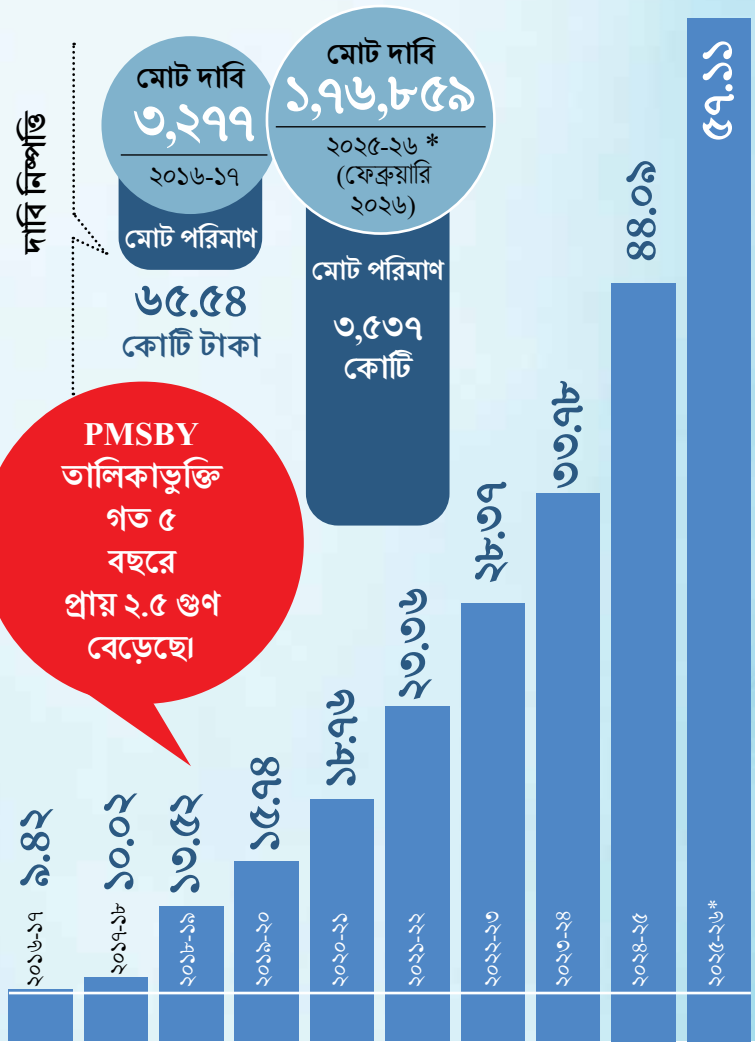

প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা

বার্ষিক মাত্র ৪৩৬ টাকায় জীবন জ্যোতি বীমা, অর্থাৎ দৈনিক ১.২০ টাকা

রাধার স্বামী একজন দিনমজুর ছিলেনঃ তিনি হঠাৎ মারা যান। তাঁর কোন সঞ্চয় ছিল না, জমি ছিল না, এবং তাঁকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না। এরপর, স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর, একজন বীমা প্রতিনিধি তার কাছে এসে জানান যে তার স্বামীকে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনার অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছে। বীমা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়া ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা রাধাকে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর এবং নতুন করে জীবন শুরু করার আশা যুগিয়েছিল।

এই বীমা প্রকল্পটি ২০১৫ সালের ৯ মে চালু করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের সময় এই প্রকল্পটি ঘোষণা করা হয়, এমন এক সময়ে যখন দেখা গিয়েছিল যে জনসংখ্যার মাত্র ২০% কোন না কোন ধরণের বীমার আওতায় ছিল। প্রকল্পটি চালু করার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, সাধারণত এই ধরণের বীমা পলিসির জন্য ডাক্তারি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় এবং বীমা কোম্পানিই সিদ্ধান্ত নেয় কে এর আওতাভুক্ত হবেন আর কে হবেন না। তবে, এই প্রকল্পের অধীনে, অসুস্থ থাকলেও শুধুমাত্র একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং এই বীমার আওতায় আসা যাবে।

PMJJBY সম্পর্কে আরও তথ্য

- এই বীমা প্রকল্পে নথিভুক্ত হওয়ার জন্য যোগ্য বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছর।
- ব্যাঙ্ক শাখা, পোষ্ট অফিস বা অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা রয়েছে।
- বার্ষিক প্রিমিয়াম হল ৪৩৬ টাকা।
- বীমার আওতাধীন সময়ে কোন কারণ নির্বিশেষে মৃত্যু হলে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।
- যোগ্য হতে হলে, ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসে একটা অ্যাকাউন্ট থাকা এবং অটো-ডেবিট সুবিধা চালু রাখা বাধ্যতামূলক।

নোটঃ PMJJBY সুবিধাভোগী

৫৩% মহিলা

৭৪% গ্রামীণ এলাকার মানুষ।

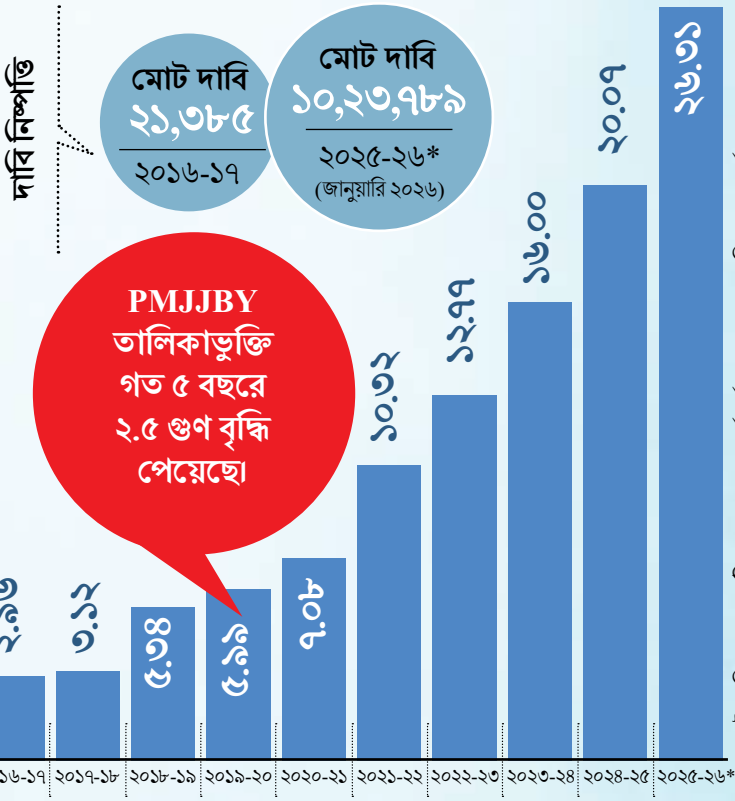

সেই সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেছিলেন যে দরিদ্ররা শুধুই আরও বেশি অনুদান চায় না; বরং তারা ক্ষমতায়ন চায়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ক্ষমতায়িত হলে, দরিদ্ররা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিজেদের লড়াই নিজেরাই লড়তে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। আজ, এই ক্ষমতায়ন প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনার মাধ্যমে ৫৭ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনার মাধ্যমে ২৬ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে এবং অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে ৮.৭১ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে। শুধুমাত্র এই দুটি বীমা প্রকল্পের অধীনেই প্রায় ১১ লক্ষ (১.১ মিলিয়ন) পরিবারের জন্য ২১,৫০০ কোটি টাকারও বেশি দাবির নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অটল পেনশন যোজনা

৬০ বছর বয়সের পর ১,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পেনশন পান

২০১৪ সালের আগে দেশের জনসংখ্যার মাত্র ১০-১৫ শতাংশ পেনশনের সুবিধা পেতেন। তাই ২০১৫ সালের ৯ মে সরকার দীর্ঘমেয়াদী অটল পেনশন যোজনা চালু করে। উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে এটা যুবকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাতে তারা ৬০ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর সহায়তার জন্য আর কারও ওপর নির্ভর না করেন। সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত অটল পেনশন যোজনা চালু রাখার অনুমোদন দিয়েছে।

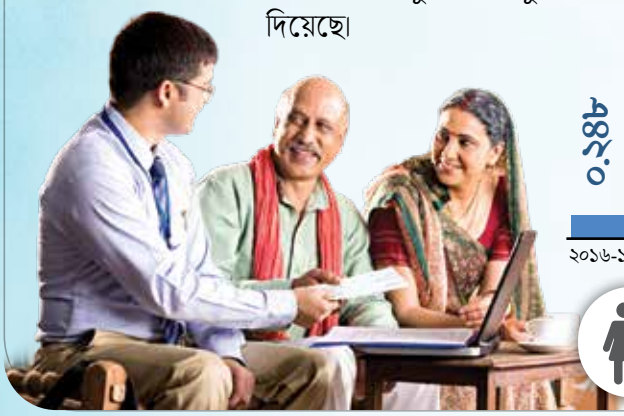

অটল পেনশন যোজনায় নথিভুক্তি গত ৫ বছরে প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

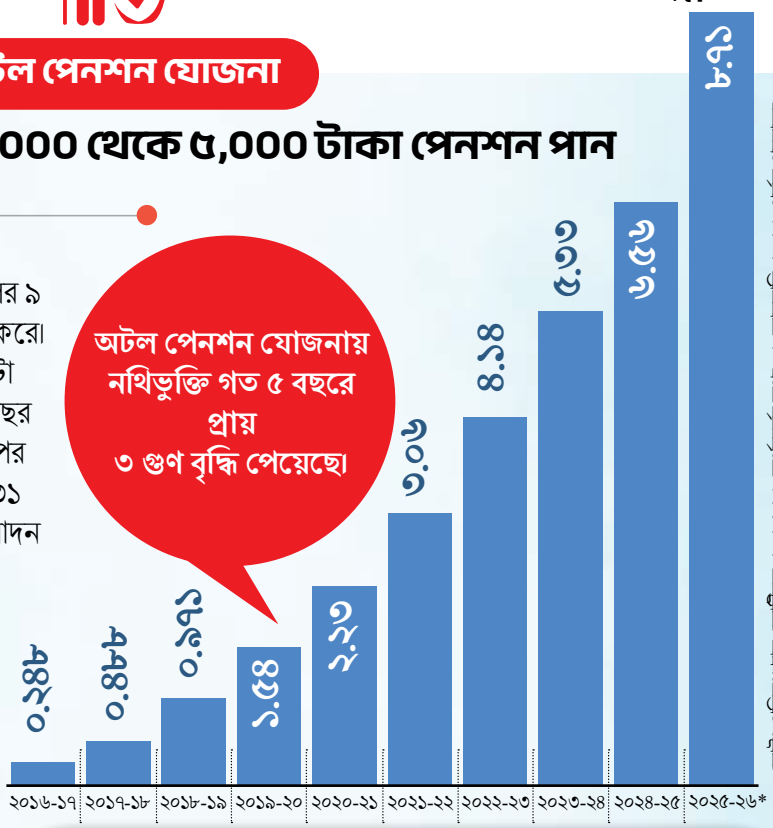

নোটঃ পরিসংখ্যান কোটিতে; ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তথ্য ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য।

৪৮.৭৬% সুবিধাভোগীরাই হলেন নারী; ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪.২৫ কোটি নারী এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন।

অটল পেনশন যোজনা সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার

- এটাই প্রথম পেনশন প্রকল্প যেখানে সরকার গ্যারান্টি প্রদান করে।
- আপনার চাঁদা কম পড়লে, সরকার সেই ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব নেয়।
- প্রকল্পটা যাতে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য ২০২২ সালের ১ অক্টোবর থেকে আয়করদাতারা এতে নথিভুক্ত হওয়ার অযোগ্য হয়েছেন।
- এটা প্রতি মাসে ১,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পেনশনের নিশ্চয়তা দেয়।
- পেনশনভোগীর মৃত্যুর পর, তাঁর স্বামী অথবা স্ত্রী একই পরিমাণ পেনশন পাবেন।
- স্বামী ও স্ত্রী দুজনের মৃত্যুর পর, সঞ্চিত পেনশনের অর্থ ফেরৎ দেওয়া হবে।
- বয়স এবং নির্বাচিত পেনশনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে, বর্তমান মাসিক চাঁদার পরিমাণ ৪২ টাকা থেকে ১,৪৫৪ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

আমাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি দুটি লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, সবার জন্য বীমা সুরক্ষা এবং সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে বীমা।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এই বীমা ও পেনশন প্রকল্প চালু করার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, এই সুরক্ষা ব্যবস্থাটি মূলত দরিদ্র এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকারের এই উদ্যোগটি সমাজের বিত্তশালী অংশকে দরিদ্রদের সেবায় অবদান রাখতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে একটা অণুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। সরকার অটল সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে; এটা সকলকে এই ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করতে এবং এই প্রকল্পগুলিকে জনকল্যাণের একটা প্রকৃত আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

অগ্রগতি, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির করিডর
দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ে

শক্তিশালী সংযোগ ব্যবস্থা এবং উন্নত পরিকাঠামো শুধু বাণিজ্যকেই উৎসাহিত করে না বরং ভ্রমণকেও সহজতর করে তোলে। এর ফলে সময় সাশ্রয় হয়, জ্বালানি খরচ কমে এবং দূষণ হ্রাস পায়। গত ১৪ এপ্রিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লি-দেরাদুন অর্থনৈতিক করিডর নামে একটি সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন, যা অগ্রগতি, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব মিশ্রণ। এই প্রকল্পটি দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের মানুষকে পর্যটনের ক্ষেত্রে উপকৃত করবে। নির্মাণের ২৬তম বর্ষে, দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনের মাধ্যমে উত্তরাখণ্ড একটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে।

দেরাদুন-দিল্লি এক্সপ্রেসওয়ে শুধু একটা অর্থনৈতিক করিডরই নয়; এটা যাতায়াতকে আরও দ্রুত এবং সাশ্রয়ী করে তুলবে। এটা পেট্রোল ও ডিজেলের খরচ কমাবে, যাত্রীবাহী ভাড়া ও মাল পরিবহণের খরচ কমাবে এবং পর্যটনকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে। একইসঙ্গে, 'দেবভূমি' উত্তরাখণ্ডকে পরিছন্ন ও নির্মল রাখা অপরিহার্য। এই সুন্দর তীর্থস্থানগুলিকে প্ল্যাস্টিক ও বর্জ্য থেকে রক্ষা করা পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দা দু'তরফেরই দায়িত্ব। তাহলেই আমরা আমাদের এই পবিত্র অঞ্চলের পরিছন্নতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করতে পারবো।

রাজ্য হিসেবে উত্তরাখণ্ডের ছাব্বিশতম বর্ষে পদার্পণের যাত্রার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর পূর্বের সেই ঘোষণার কথা মনে করেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকটি হবে উত্তরাখণ্ডের দশক। তিনি উল্লেখ করেন

শীতকালীন চার ধাম যাত্রায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২০২৪ সালে ৮০,০০০ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ১৫০,০০০-এরও বেশি হয়েছে।

যে বর্তমান সরকারের নীতি এবং জনগণের কঠোর পরিশ্রমে এই নবীন রাজ্যটি তার উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "এই এক্সপ্রেসওয়ে উত্তরাখণ্ডের অগ্রগতিতে নতুন গতি আনবে।" প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেন যে একটি দেশের ভবিষ্যৎ তার সড়ক, মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, আকাশপথ, রেলপথ এবং জলপথেই লেখা থাকে। দেশে পরিকাঠামো উন্নয়নের অভূতপূর্ব গতির ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন যে, ২০১৪ সালের আগে যেখানে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যয় বছরে ২ লক্ষ কোটি টাকারও কম

প্রকল্পের প্রধান আকর্ষণগুলি

১২,০০০

কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে ২১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ, ছয় লেন বিশিষ্ট, প্রবেশাধিকার-নিয়ন্ত্রিত দিল্লি-দেরাদুন অর্থনৈতিক করিডরটি উন্নয়নের জন্য।

২.৫ ঘন্টা মাত্র সময় লাগে এখন দেরাদুনে পৌঁছাতে; আগে ৬ ঘন্টা সময় লাগতো।

- এই করিডরে আটটি পশু পারাপারের পথ, দুটি ২০০ মিটার দীর্ঘ হাতির আন্ডারপাস এবং কালী মন্দিরের কাছে একটা ৩৭০ মিটার দীর্ঘ টানেল রয়েছে।
- নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুতগতির সংযোগ নিশ্চিত করতে ১০টি ইন্টারচেঞ্জ, তিনটি রেলওয়ে ওভারব্রিজ (ROB) এবং ১২টি সড়ক সংলগ্ন জনসুযোগ-সুবিধা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচিটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প

প্রায় **১.২৫** লক্ষ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে ‘এক ব্যাঙ্ক, এক পেনশন’ প্রকল্পের অধীনে।

৩৬%

বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য স্বাস্থ্যখাতের বাজেট।

ঊর্ধ্ব **৭০**

প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য বাড়িতে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

সন্তানদের জন্য শিক্ষা অনুদান দ্বিগুণ করা হয়েছে।

- কন্যাদের বিবাহ সহায়তা ৫০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০,০০০ টাকা করা হয়েছে।

“আমাদের পর্বতমালা... এই বনভূমি... ‘দেবভূমি’র (দেবভূমি) এই সম্পদগুলি... এগুলি সত্যিই পবিত্র স্থান। এই ধরণের স্থানগুলিকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের সবার কর্তব্য। প্লাস্টিকের বোতল এবং আবর্জনার স্তূপ দেবভূমির পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ন করে। তাই দেবভূমির জায়গাগুলিকে, আমাদের তীর্থস্থানগুলিকে, পরিস্কার ও সুন্দর রাখা অত্যন্ত জরুরি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ছিল, সেখানে এখন তা ছয় গুণেরও বেশি বেড়ে বার্ষিক ১২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। শ্রী মোদী নিশ্চিত করে বলেন, “শুধুমাত্র উত্তরাখণ্ডেই বর্তমানে ২.২৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি পরিকাঠামো প্রকল্প চলছে।”

দিল্লি-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ-উত্তরাখণ্ড অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী দিল্লি মেট্রো সম্প্রসারণ, মিরাটে মেট্রো পরিষেবা চালু, দিল্লি-মিরাট নমো ভারত রেলের উদ্বোধন এবং নয়দা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও MRO সুবিধার সূচনার কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে কৃষক এবং পশুপালকরাও উপকৃত হবেন, কারন তাদের উৎপাদিত পণ্য আরও দ্রুত বৃহত্তর বাজারে পৌঁছাবে। তিনি লক্ষ্য করেন যে গাজিয়াবাদ, বাগপত, বারৌত, শামলি এবং সাহারানপুরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার এই করিডরটি উত্তরপ্রদেশের এই শহরগুলিকেও পুনরুজ্জীবিত করতে প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, “এটা শুধু একটা রাস্তা নয়ঃ এটা সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বাণিজ্য, শিল্প, গুদামজাতকরণ এবং লজিস্টিকসের জন্য নতুন পথ খুলে দেয়।” তিনি উল্লেখ করেন যে দেরাদুন, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, মুসৌরি এবং চার ধাম সার্কিট আরও সহজলভ্য হবে। তিনি আরও বলেন যে উত্তরাখণ্ড শীতকালীন পর্যটন, শীতকালীন ক্রীড়া এবং ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর জন্য ক্রমশ একটি প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠছে। তিনি মন্তব্য করেন, ‘পর্যটন বাড়লে সবাই লাভবান হয়ঃ হোটেল, ধাবা, ট্যাক্সি, হোমস্টে – পুরো স্থানীয় অর্থনীতিই গতি পায়।’ ●

১ মে-র বিশেষ নিবন্ধঃ শ্রমিক দিবস

শ্রমেব জয়তে

সত্যমেব জয়তে'র মতো, শ্রমেব জয়তে'র ধারণাটিও দেশের উন্নয়নের জন্য সমান তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমেব জয়তে'র চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে অবিচলভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শ্রমিক শ্রেণীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে, সরকার চারটি ব্যাপক শ্রম আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষার বিধান সহ বেশকিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখানে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমিকদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চলা প্রচেষ্টাগুলির ওপর আলোকপাত করে একটি বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করা হল...

শ্রমিকদের সাফল্য এবং শিল্পের সাফল্যের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। একটা ছাড়া অন্যটি প্রকৃত অর্থে বিকশিত হতে পারে না। যখন শিল্পের বিকাশ ঘটে, তখন তা শ্রমিকদের জন্য সুস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ, ন্যায্য মজুরি এবং সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা তৈরি করে। বিপরীতে, একটা অনুপ্রাণিত ও সুরক্ষিত কর্মীদল উৎপাদনশীলতা এবং উদ্ভাবনকে চালিত করে, যার ফলে শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা ও টিকে থাকা নিশ্চিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সংগঠিত এবং অসংগঠিত দুই ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য "শ্রমের প্রতি সম্মান এবং সমান অধিকার" নিশ্চিত করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। এই অঙ্গীকারটি আরও জোরদার হয় কিছু আন্তরিক উদ্যোগের মাধ্যমে – যেমন বিশ্বনাথ ধামের উদ্বোধনের সময় শ্রমিকদের ওপর ফুল ছেটানো, প্রয়াগরাজ কুম্ভ মেলায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পা ধুয়ে দেওয়া এবং নতুন সংসদ ভবনের ভিতরে শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষ গ্যালারি স্থাপন করা – এই সবই দেশের উন্নয়ন যাত্রায় শ্রমেব জয়তে'র রূপান্তরকারী শক্তিকে সম্মান জানাতে কাজ করে।

সরকার চারটি শ্রম আইন কার্যকর করেছে

চালু ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলিকে সফলভাবে একীকরণ, সরলীকরণ এবং যৌক্তিকীকরণের পর, কেন্দ্রীয় সরকার চারটি পূর্ণাঙ্গ শ্রম আইন কার্যকর করেছেঃ মজুরি আইন, ২০১৯; শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০২০; সামাজিক সুরক্ষা আইন, ২০২০; এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মপরিবেশ আইন, ২০২০। এই আইনগুলি ২১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। শ্রম বিধিমালাকে আধুনিকীকরণ, শ্রমিকদের কল্যাণ বৃদ্ধি এবং শ্রম ব্যবস্থাকে পরিবর্তনশীল কর্মজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার মাধ্যমে, এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপটি একটি ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত কর্মশক্তি এবং একটি শক্তিশালী শিল্পবান্ধব পরিবেশের ভিত্তি স্থাপন করে। দেশের অনেক শ্রম আইন স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী প্রাথমিক সময়ে (১৯৩০-১৯৫০) তৈরি হয়েছিল - এমন এক সময়ে যখন অর্থনীতি এবং শ্রম বাজার বাস্তবে বর্তমান সময়ের থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল।

ই-শ্রম পোর্টালঃ একটা সর্বাঙ্গীণ সমাধান

২০২১ সালের ২৬ আগস্ট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক আধার –এর মাধ্যমে যাচাই করা অসংগঠিত শ্রমিকদের (NDUW) একটি জাতীয় ডেটাবেস তৈরির জন্য ই-শ্রম পোর্টাল চালু করে। ২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর, বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে একটি একক পোর্টালে এক করে ই-শ্রম 'ওয়ান স্টপ সলিউশন' চালু করা হয়। আজ পর্যন্ত, ১৪টি সামাজিক প্রকল্প এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ই-শ্রম কার্ডধারীরা সহজেই এতে প্রবেশ করতে পারছেন।

নতুন সংসদ ভবন নির্মাণকারী শ্রমিকদের সম্মাননা প্রদান

২০২৩ সালের ২৮ মে, জাতির উদ্দেশ্যে নতুন সংসদ ভবন উৎসর্গ করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর নির্মাণ কাজে জড়িত একদল শ্রমিকের সঙ্গে দেখা করেন। সংসদ ভবনটির নির্মাণকাজ প্রায় ৬০,০০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেন, "আমি খুশি যে সংসদের ভিতরে তাদের শ্রমের প্রতি উৎসর্গীকৃত একটি ডিজিটাল গ্যালারিও স্থাপন করা হয়েছে – যা সম্ভবত বিশ্বে এই ধরণের প্রথম উদ্যোগ।" সংসদ গঠনে তাদের অবদান এখন অমরত্ব লাভ করেছে।

"আমাদের কর্মীরা হলেন 'শ্রমযোগী'। আমাদের বহু সমস্যার সমাধান এবং বহু প্রয়োজন একজন 'শ্রমযোগী'–র দ্বারাই পূরণ হয়। তাই যতক্ষণ না আমরা তাঁদেরকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছি, তাঁদের প্রতি আমাদের মনোভাবের রূপান্তর ঘটছে, ততক্ষণ আমরা সমাজে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারবো না।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বনাথ ধামের কর্মীদের ওপর ফুল বর্ষণ

২০২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর, বারাণসীতে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ ধাম করিডরের উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী নির্মাণ শ্রমিকদের ওপর ফুল বর্ষণ করেন। তিনি তাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়াও করেন। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আজ আমি প্রত্যেক কর্মীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যাঁদের ঘাম এই চমৎকার স্থাপত্যটি নির্মাণে ঝরেছে। এমনকি কোভিড-১৯ মহামারীর সময়েও তাঁরা নিশ্চিত করেছিলেন যে কাজ যেন থেমে না যায়। আমার এই সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করার এবং তাঁদের আশীর্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।"

কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা

২০২৬ –এর ১৩ ফেব্রুয়ারি, সেবা তীর্থ এবং কর্তব্য ভবন-১ ও ২ – এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "এই ভবনগুলির নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি প্রকৌশলী এবং সহকর্মীদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।"

কুম্ভ মেলায় পা ধোয়া

২০১৯ সালের কুম্ভ মেলায় কর্মরত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং 'স্বচ্ছগ্রহী'দের সন্মানিত করেন। এছাড়াও, তিনি এই পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মধ্যে পাঁচজনের পা ধুয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে কথাও বলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী নির্মাণকাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন

২০২১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন সংসদ ভবনে নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি চলতে থাকা কাজগুলি পর্যালোচনা করেন, কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি শেষ করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি নির্মাণকাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের কুশল জানতে চেয়ে তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন যে নির্মাণকাজে জড়িত সব কর্মীই যেন কোভিড-১৯ এর সম্পূর্ণ টিকা গ্রহণ করেন। তিনি কর্মকর্তাদের সব শ্রমিকদের মাসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেন। এছাড়াও, তিনি বলেন যে নির্মাণকাজ শেষ হলে, প্রকল্পে অবদান রাখা সব নির্মাণ শ্রমিককে সন্মান জানাতে নির্মাণস্থলে একটা ডিজিটাল জাদুঘর স্থাপন করা উচিৎ; এই জাদুঘরে তাদের নাম, নিজেদের ঠিকানা, ছবি এবং ব্যক্তিগত বিবরণ থাকবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই নির্মাণকাজে তাদের অবদান যথাযথ স্বীকৃতির দাবি রাখে। পাশাপাশি, এই উদ্যোগে তাদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিটি শ্রমিককে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া উচিৎ।

শ্রমিকরা পাচ্ছেন ১২৫ দিনের নিশ্চিত কর্মসংস্থান

'বিকশিত ভারত – রোজগার ও আজীবিকা মিশন (গ্রামীন)এর জন্য নিশ্চয়তা আইন, ২০২৫' চালু নিশ্চয়তা কাঠামোকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করে। এই আইনের অধীনে, প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারকে প্রতি আর্থিক বছরে কম করেও ১২৫ দিনের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের একটা বিধিবদ্ধ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে - যা আগের ১০০ দিনের সীমা থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উদ্যোগটি গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি করবে এবং জীবিকার নিরাপত্তা বাড়াবে। আইনটিতে বলা হয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই ভাতার হার বিজ্ঞাপিত মজুরি হারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। এই আইনটি পরিবারগুলির আয়ের স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী করে, যার ফলে গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য খাদ্য নিরাপত্তা এবং ভোগের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়।

অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলির উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের জীবিকার মানোন্নয়নে সহায়তা দেওয়া, যার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যতের জন্য বৃহত্তর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এই ধরণের কয়েকটি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছেঃ

পিএম স্ট্রিট ভেন্ডরস আত্মনির্ভর নিধি (পিএম স্বনিধি)

২০২০-এর ১ জুন, চালু হওয়া এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল রাস্তার হকারদের কোন জামানত ছাড়াই কার্যকরী মূলধন ঋণ দেওয়া। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে যেসব হকারদের ব্যবসা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের কাজকর্ম আবার শুরু করতে সহায়তা করার জন্য এই উদ্যোগটি চালু করা হয়েছিল।

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৮'র ২৩ সেপ্টেম্বর আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (AB PM-JAY) চালু করেন। এর উদ্দেশ্য হল ভারতের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় এনে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (UHC) অর্জন করা।

প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মানধন (PMSYM)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক দ্বারা ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি চালু হওয়া এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের – পরিযায়ী শ্রমিক সহ – ৬০ বছর বয়সে পৌঁছালে একটা নূন্যতম নিশ্চিত পেনশন প্রদান করা।

প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা (PMGKAY)

খাদ্য সুরক্ষার প্রতি সরকারের অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা (PMGKAY) দ্বারা আরও জোরদার হয়েছে, যা ২০২৪-এর ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়ে আরও পাঁচ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে, পরিযায়ী শ্রমিক সহ বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়।

শ্রমিক দিবসের তাৎপর্য

বিশ্বজুড়ে পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের সম্মান জানাতে এবং শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর ১ মে শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। শ্রমিক দিবস শুধু একটা ছুটির দিন নয়; এটা শ্রমিক শ্রেণীর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি দিন। এই দিনটি পালনের মাধ্যমে আমরা তাদের সংগ্রামকে স্মরণ করি এবং সাধারণ জনগণ ও শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করি।

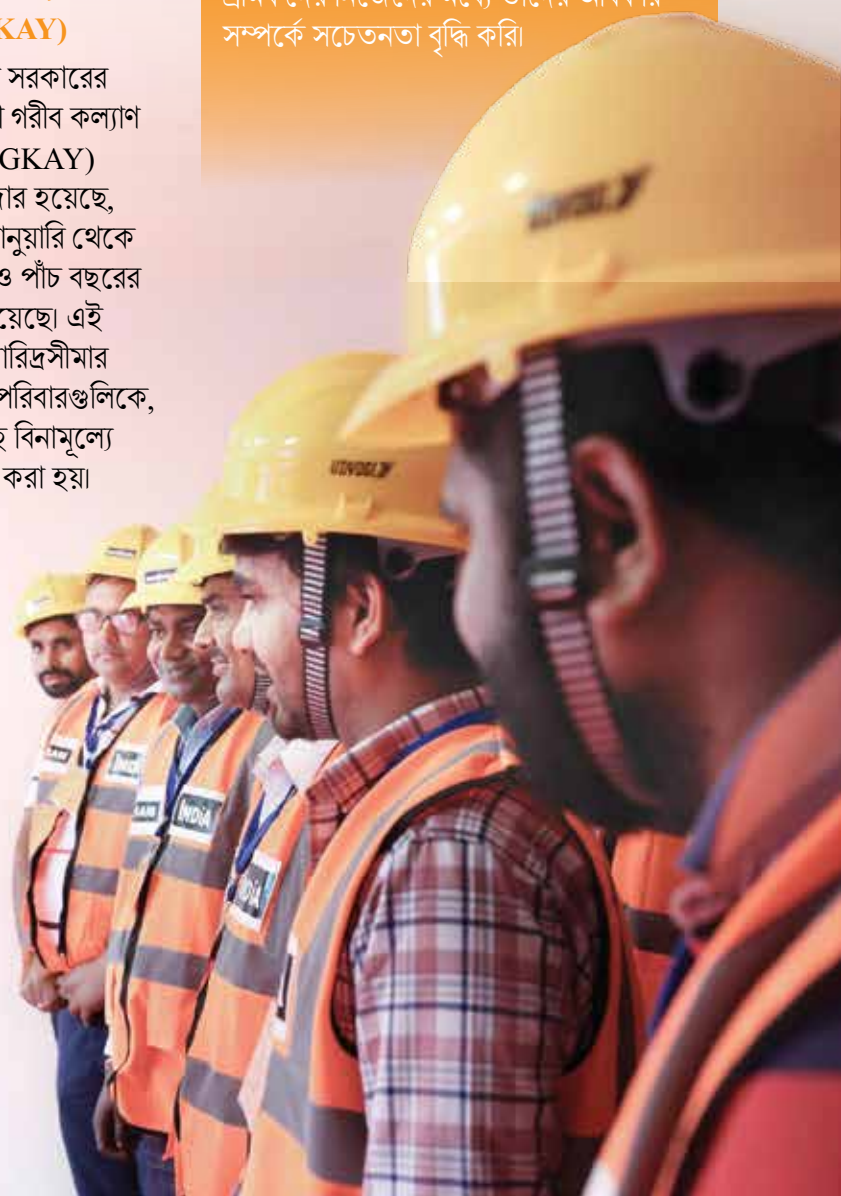

লোকসভায় ৯৩% এবং রাজ্যসভায় ১১০% কার্যকারিতা

১৮ এপ্রিল, বিশেষ সংসদীয় অধিবেশনের শেষ দিনে, লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুটিই অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করা হয়। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা লোকসভার কার্যক্রম মুলতুবি করার সময় বাজেট অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। রাজ্যসভার সভাপতি, উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন উচ্চকক্ষের কার্যক্রম মুলতুবি করেন। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন, দুই কক্ষেই বেশ কয়েকটি বিল পাস হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যসভায় কার্যকারিতা ছিল প্রায় ১১০% এবং লোকসভায় ৯৩%।

অষ্টাদশ লোকসভার সপ্তম অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি

২০২৬ সালের ২৮ জানুয়ারি শুরু হওয়া লোকসভার সপ্তম অধিবেশনে মোট ৩১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যা প্রায় ১৫১ ঘন্টা ৪২ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২০২৬ সালের ২৮ জানুয়ারি উভয় সভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং ২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী সভায় ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন। ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর আলোচনা প্রায় ১৩ ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল, যেখানে ৬৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ২০২৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী এই আলোচনার জবাব দেন। ২০২৬ সালের ২৫ মার্চ অর্থ বিলটি সভায় পাস হয়।

- সব সদস্যদের সহযোগিতায় লোকসভার এই অধিবেশনের কার্যকারিতা প্রায় ৯৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অধিবেশন চলাকালীন ১২টি সরকারি বিল উত্থাপন করা হয় এবং মোট ৯টি বিল পাস হয়।

- ২০২৬ সালের ১৬ ও ১৭ এপ্রিল, সদনে সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৬; এবং সীমানা নির্ধারণ বিল, ২০২৬ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা ২১ ঘন্টা ২৭ মিনিট ধরে চলে, যেখানে ১৩১ জন সদস্য তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

- ২০২৬ সালের ২৩ মার্চ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিম এশিয়ায় চলা সংঘাত এবং ভারতের সম্মুখীন হওয়া প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে বিবৃতি দেন।

- ২০২৬ সালের ৩০ মার্চ, ১৯৩ নং বিধির অধীনে "দেশকে বামপন্থী চরমপন্থা থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা" বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজ্যসভার ২৭০তম অধিবেশনের মধ্যে দিয়ে সংসদের বাজেট অধিবেশনের সমাপ্তি

রাজ্যসভার ২৭০তম অধিবেশনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সংসদের বাজেট অধিবেশনও শেষ হল। এই অধিবেশনে অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ, সমর্থিত নীতি এবং নির্ধারিত অগ্রাধিকারগুলি ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জীবনের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দেওয়া প্রেসিডেন্ট'স অ্যাড্রেস-এর ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাব নিয়ে চারদিন ব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে অধিবেশনটি শুরু হয়েছিল, যেখানে সদনে ৭৯ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের জবাবে প্রধানমন্ত্রী মোদী সাংসদদের তোলা মূল বিষয়গুলি স্পষ্ট করেন।

- চার দিন ধরে চলা এই আলোচনায় মোট ৯৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও হাউস সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের কার্যকারিতা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করে।
- ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সতঃপ্রণোদিত বিবৃতিও হাউস নোট করে।
- প্রধানমন্ত্রী মোদী পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাত এবং ভারতের সন্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটানোর বিষয়ে একটা বিবৃতি দেন।
- অধিবেশন চলাকালীন সদস্যরা ৫০টি বেসরকারি বিল পেশ করেন।
- হাউস মোট ১৫৭ ঘন্টা ৪০ মিনিট ধরে চলে এবং ১০৯.৮৭% কার্যকারিতা অর্জন করে।

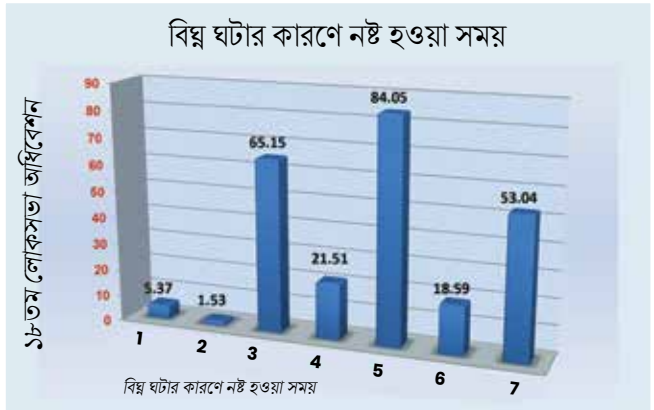

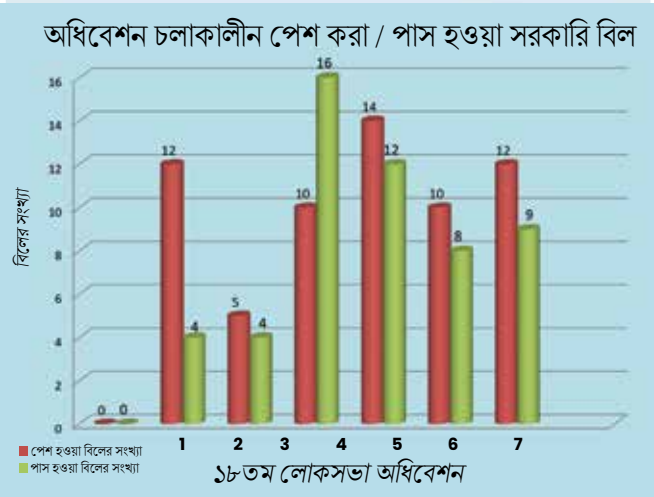

আস্থাভিত্তিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার একটি বিল

জন বিশ্বাস (বিধান সংশোধন) বিল, ২০২৬, লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুটি কক্ষেই পাস হয়েছে। এটা ২৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা ৭৯টি কেন্দ্রীয় আইনের ৭৮৪টি বিধান সংশোধন করে। এই আইনের মাধ্যমে, এই বিধানগুলির মধ্যে ৭১৭টিকে অপরাধমুক্ত করে 'ব্যবসা করার সহজতা' বৃদ্ধি করার এবং অবশিষ্ট ৬৭টি বিধান সংশোধন করে 'জীবনযাপনের সহজতা' বাড়ানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি একটা ভারসাম্যপূর্ণ এবং আস্থাভিত্তিক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এটা ব্যক্তি ও ব্যবসার ওপর থেকে নিয়ম পালনের বোঝা কমানোর লক্ষ্যে ছোটখাটো অপরাধকে অপরাধমুক্ত করা এবং চালু আইনি বিধানগুলিকে যুক্তিসঙ্গত করার একটা প্রয়াস।

বিলের ৪টি মূল স্তম্ভ

চারটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে এই বিলটি প্রণয়ন করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হল এমন একটা নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করা যা আইন প্রতিপালনকে উৎসাহিত করে এবং নাগরিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আইনের দৈনন্দিন বিনিময়কে সহজ ও নির্বিঘ্ন করে তোলে।

- শাস্তির আগে সতর্কীকরণ।
- আনুপাতিক শাস্তি।
- দ্রুত ও ন্যায়সঙ্গত বিচার।
- গতিশীল শাস্তি ব্যবস্থা।

ছোটোখাটো বা পদ্ধতিগত লঙ্ঘনের জন্য আর ফৌজদারি শাস্তি নয়

জন বিশ্বাস (বিধান সংশোধন) বিল, ২০২৬, ফৌজদারি বিধানগুলিকে অপসারণ করে সেগুলিকে আরও যুক্তিসঙ্গত, নাগরিক-বান্ধব এবং সহজে পালন করা যায় এমন একটা কাঠামোতে রূপান্তরিত করেছে, যার ফলে জনসাধারণকে অপ্রয়োজনীয় আইনি বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে…

- ৩১৭টি জরিমানা বিধানকে দেওয়ানি দন্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে
- ১৫৮টি জরিমানার বিধানকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে
- ১১৩টি বিধানে কারাদন্ড ও জরিমানাকে দেওয়ানি দন্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে
- ৫৭টি বিধানে কারাদন্ড ও জরিমানা অপসারণ করা হয়েছে
- ৬৩টি বিধানে প্রথমবার লঙ্ঘনের জন্য সতর্কীকরণ-নোটিশ
- ১৭টি বিধানে কারাদন্ডের মেয়াদ কমানো হয়েছে
- ১৭টি বিধানে অপরাধের আপোষ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে
- কারাদন্ডের ২৯টি বিধান অপসারণ করা হয়েছে
- কারাদন্ডের ২টি বিধানকে দেওয়ানি দন্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে
- ১টি বিধানে কারাদন্ডের ধরণকে যুক্তিসঙ্গত করা হয়েছে
- ৬টি বিধানে অপরাধের পরিধি সীমিত করা হয়েছে

লোকসভায় পাস হওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল

বাজেট অধিবেশন চলাকালীন লোকসভায় ১২টি সরকারি বিল পেশ করা হয়েছিল এবং ৯টি বিল পাস হয়েছে। পাস হওয়া কয়েকটি উল্লেখ্য বিল নিচে দেওয়া হলঃ

১. শিল্প সম্পর্ক বিধি (সংশোধনী) বিল, ২০২৬

২. রূপান্তরকামী ব্যক্তি (অধিকার সুরক্ষা) সংশোধনী বিল, ২০২৬

৩. অর্থ বিল, ২০২৬

৪. দেউলিয়া ও ঋণ পরিশোধ আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৬

৫. অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন (সংশোধনী) বিল, ২০২৬

৬. জন বিশ্বাস (বিধান সংশোধন) বিল, ২০২৬

৭. কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সাধারণ প্রশাসন) বিল, ২০২৬

হরিবংশ রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন

অধিবেশন চলাকালীন হরিবংশ তৃতীয়বারের মতো রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৭ এপ্রিল রাজ্যসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী টানা তৃতীয়বারের মতো রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় হরিবংশকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। এই ঐতিহাসিক অর্জনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এটা হরিবংশের প্রতি সদনের গভীর আস্থা এবং এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হওয়াটা তাঁর অভিজ্ঞতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মর্যাদাপূর্ণ কাজের ধরণের প্রতি সদনের একটা স্বীকৃতি।

ধ্বনি ভোটে CAPF (সাধারণ প্রশাসন) বিল, ২০২৬ পাস করলো সংসদ

কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সাধারণ প্রশাসন) বিল, ২০২৬, ২ এপ্রিল লোকসভায় ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে পাস হয়েছে। এর আগেই রাজ্যসভা এই বিলটি পাস করেছিল। বিলটিতে বলা হয়েছে যে, CAPF-এর ইন্সপেক্টর জেনারেল পদমর্যাদার ৫০ শতাংশ পদ ডেপুটেশনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে এবং অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল পদমর্যাদার নূন্যতম ৬৭ শতাংশ পদ ডেপুটেশনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। এছাড়াও, স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল এবং ডিরেক্টর জেনারেল পদমর্যাদার সব পদ শুধুমাত্র ডেপুটেশনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। এই বিলের উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর গ্রুপ 'এ' জেনারেল ডিউটি অফিসার এবং অন্যান্য অফিসারদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রণ করা।

কর্ণাটকঃ দর্শন ও প্রযুক্তি দুক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ

কর্ণাটক বিশ্বজুড়ে দর্শন ও প্রযুক্তি দুয়ের জন্যই পরিচিত। এখানে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা এবং প্রযুক্তির শক্তি সহবস্থান করে। এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে, কর্ণাটকের শ্রী আদিচুঞ্চনগিরি মহাসংস্থান মঠ আমাদের গৌরবময় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক জীবন্ত প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এর সমাজসেবা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। গত ১৫ এপ্রিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকের মান্ড্যায় অবস্থিত এই মঠের ভিতরেই শ্রী গুরু ভৈরবৈক্য মন্দিরের উদ্বোধন করেন। এর আগে, তিনি জ্বালা পীঠে এক সমাবেশে ভাষণ দেন এবং শ্রী কালভৈরব মন্দিরে প্রার্থনা করেন।

"গুরুর সম্মানে শ্রী গুরু ভৈরবৈক্য মন্দির নির্মাণ করা শুধুই একটা কাঠামো তৈরি করা নয়; এটা একটা গভীর অনুভূতিকে মূর্ত রূপ দেওয়ার বিষয়। ভবিষ্যতে এই স্থানটি সেবা, আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং অনুপ্রেরণার এক প্রাণবন্ত কেন্দ্র হয়ে উঠবে।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ভারত হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকা এক জীবন্ত সভ্যতা। পৃথিবীতে এমন উদাহরণ খুব কমই আছে যেখানে ঐতিহ্য এত দীর্ঘ সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। শ্রী আদিচুঞ্চনগিরি মহাসংস্থান মঠের দিকে তাকালে এই ধারাবাহিকতারই এক মূর্ত প্রতীক দেখা যায়। সময়ে সময়ে এই সমাজে মহান ব্যক্তিত্বদের আবির্ভাব ঘটেছে – যাঁদের প্রভাব শুধুই আধ্যাত্মিক নির্দেশনা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জগদগুরু শ্রী শ্রী শ্রী ডঃ বালগঙ্গাধরনাথ মহাস্বামীজী ছিলেন এমনই এক দিব্য জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্ব।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নয়টি সংকল্প
বিকশিত কর্ণাটক এবং বিকশিত ভারতের জন্য

১. **জল সংরক্ষণঃ** জল সাশ্রয় এবং উন্নত ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিন।

২. **বৃক্ষ রোপণঃ** পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানে অংশগ্রহণ করুন।

৩. **পরিচ্ছন্নতাঃ** সর্বজনীন স্থান, ধর্মীয় স্থান, গ্রাম এবং শহরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।

৪. **স্বদেশীঃ** ভারতীয় পণ্য গ্রহণ করুন; 'ভোকাল ফর লোকাল' মন্ত্রে জীবনযাপন করুন।

৫. **অভ্যন্তরীণ পর্যটনঃ** ভারতের অভ্যন্তরে পর্যটন কেন্দ্রগুলি অন্বেষণ করুন এবং প্রচার করুন।

৬. **প্রাকৃতিক চাষঃ** মাটির স্বাস্থ্যের জন্য রাসায়নিক-মুক্ত কৃষি গ্রহণ করুন।

৭. **পুষ্টিকর খাবারঃ** বাজরা এবং রাগি সহ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসকে উৎসাহিত করুন। স্থূলতার সমস্যা মোকাবিলায়, আপনার খাবারে তেলের পরিমাণ ১০% কমানোর চেষ্টা করুন।

৮. **খেলাধুলা এবং ফিটনেসঃ** এগুলিকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্তর্ভুক্ত করুন।

৯. **সমাজসেবাঃ** অভাবীদের সেবা করা সমাজকে শক্তিশালী করে এবং জীবনে এক গভীর উদ্দেশ্যবোধ যোগ করে।

জাতীয় পাখি ময়ূরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধন

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে জগদগুরু শ্রী শ্রী শ্রী ডঃ বালগঙ্গাধরনাথ মহাস্বামীজীর করুণা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তা সব জীবজন্তুর প্রতি প্রসারিত ছিল। তিনি ময়ূর রক্ষার জন্য একটি সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ময়ূর আমাদের জাতীয় পাখি এবং এটা ভগবান সুব্রহ্মণ্যের দিব্য বাহন। তিনি আরও জানান যে তাঁর সরকারি বাসভবনে প্রচুর ময়ূর রয়েছে এবং তিনি তাদের অনেকগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের বন্ধনও গড়ে তুলেছেন। ময়ূর একটি শান্ত ও সুন্দর পাখি।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মনে ভীতি জাগিয়ে তাদের পালাতে বাধ্য করেছিলেন

১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মেজর হোশিয়ার সিং এমন অতুলনীয় বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যা শত্রুকে অবাক করে দিয়েছিল। চারিদিক থেকে প্রতিকূলতা, প্রচন্ড গোলাগুলি এবং ট্যাঙ্কের গর্জনের মাঝেও তিনি কখনও নিজের অবস্থান ত্যাগ করেননি। গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর কোম্পানির মনোবল বাড়িয়ে চলেছিলেন। তাঁর সাহস শত্রুকে পালাতে বাধ্য করেছিল। শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার জন্য পরমবীর চক্র প্রাপ্ত মেজর হোশিয়ার সিং-এর এই বীরত্বগাথা তরুণদের মাতৃভূমির সেবায় চিরকাল অনুপ্রাণিত করে যাবে।

জন্ম: ৫ মে, ১৯৩৭। মৃত্যুঃ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

সাহসী মানুষ একবারই মরে। তোমাকে লড়তেই হবে; তোমাকে বিজয় অর্জন করতেই হবে। বসন্তরে সন্মুখ সমরে থাকা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে মেজর হোশিয়ার সিং-এর এই কথাগুলি শত্রুকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৩৭ সালের ৫ মে হরিয়ানায় জন্ম নেওয়া হোশিয়ার সিং ছোটবেলা থেকেই শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ছিলেন। পড়াশোনায় ভালো করার পাশাপাশি তিনি খেলাধুলা ও অ্যাথলেটিকসেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে হোশিয়ার সিং জাঠ রেজিমেন্টে যোগদান করেন এবং পরে তিনি থার্ড গ্রেনেডিয়ার্স-এ অফিসার হিসেবে কমিশন লাভ করেন।

১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়, থার্ড গ্রেনেডিয়ার্স ব্যাটালিয়নকে বসন্তর নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যার দুই তীরেই প্রচুর মাইন পাতা ছিল। পরবর্তীকালে তার কোম্পানিকে সেতু পার হয়ে জারপালের সামরিক ঘাঁটি দখল করার আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর, মেজর হোশিয়ার সিং গ্রেনেডিয়ার্সের একটা কোম্পানির নেতৃত্ব দিয়ে শত্রুর তীব্র গোলাবর্ষণে অবিচলিত থেকে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এক প্রচন্ড লড়াইয়ের পর তিনি উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে সফল হন। ১৬ ডিসেম্বর, শত্রু তিনটি পাল্টা আক্রমণ চালায়। প্রচন্ড গোলাবর্ষণ এবং ট্যাঙ্কের অবিরাম গোলাবাজি সত্ত্বেও, তিনি তাঁর সৈন্যদের দৃঢ়ভাবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে এবং শত্রুকে পিছু হটাতে উৎসাহিত করতে থাকেন। তাঁর সাহস ও নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর কোম্পানি প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করে এবং শত্রুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। ১৭ ডিসেম্বর, শত্রু আরও একটি আক্রমণ চালায়, এবার ভারি গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায়। শত্রুর গোলায় গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও, নিজের নিরাপত্তার কথা উপেক্ষা করে, তিনি এক পরিখা থেকে অন্য পরিখায় গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সৈন্যদের মনোবল বাড়িয়ে তোলেন। শত্রুর গোলায় চালক আহত হলে তিনি একটি মাঝারি মেশিনগান (MMG) পোস্টে ছুটে যান। তিনি অস্ত্রটির নিয়ন্ত্রণ নেন এবং শত্রুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটান। তিনি শত্রুর আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেন এবং তাদের পিছু হটতে বাধ্য করেন।

শত্রুপক্ষ ব্যাপক হতাহতের শিকার হয়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের কমান্ডিং অফিসারসহ ৮৫জন সৈন্য নিহত হয়। মেজর হোশিয়ার সিং গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও, যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বাহিনীকে পিছনে ফেলে যেতে অস্বীকার করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ ঐতিহ্যে তাঁর ব্যতিক্রমী বীরত্ব, অদম্য মনোবল এবং নির্ভীক নেতৃত্বের জন্য তাঁকে পরমবীর চক্রে ভূষিত করা হয়। তিনি ১৯৯৮ সালের ৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ২১টি বৃহত্তম নামহীন দ্বীপের নামকরণ ২১ জন পরমবীর চক্র প্রাপকের নামে করেন। এই দ্বীপগুলির মধ্যে একটি পরমবীর চক্র প্রাপক মেজর হোশিয়ার সিং-এর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

Narendra Modi
@narendramodi

हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। देश की माताएं-बहनें और बेटियां अपनी अटूट संकल्पशक्ति, निष्ठा और सेवाभाव से आज हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं।

देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या
निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ।

तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म
विदधातु शुभानि सा नः ।।

Rajnath Singh
@rajnathsingh

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के विशेष सत्र के दौरान, एनडीए सरकार द्वारा लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल, महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने के लिए लाया गया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने आज लोकसभा में इस बिल के विरोध में वोट करके अपना महिला विरोधी चरित्र दिखा दिया है।

Amit Shah
@AmitShah

इतिहास हजारों सालों तक योगदान और विघ्न को याद रखता है...

रामसेतु में गिलहरी का योगदान हो या
हवन में हड्डियाँ डालने वाली ताड़का का विघ्न हो।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण दिवस..

संसद के विशेष सत्र के दौरान आज महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने के लिए लोकसभा में लाए गए 131वें संविधान संशोधन विधेयक का पारित ना होना विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

Nirmala Sitharam...
@nsitharaman

This 👇 was stated clearly by the Home Minister on the floor of the Lok Sabha. With the Opposition pressing further on the issue, HM @AmitShah ji said he is willing to add this through an amendment, within an hour, (Speaker adjourning the House to enable the process). Even then, the Opposition were determined to oppose reservation for women. INDI Alliance's hypocrisy stands exposed.

Arjun Ram Meghwal
@arjunrammeghwal

नारी सम्मान को लेकर संसद में विपक्ष के निंदनीय रवैये से आज मातृशक्ति के सपने टूटे हैं और यह दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम'—जो महिलाओं के अधिकार और भागीदारी को मजबूत करता है—उसमें संशोधन बिल का विपक्ष ने समर्थन नहीं किया।

PM: Special session to end decades of wait for women's reservation

Express News Service

Millet use to reducing oil intake: PM's nine appeals in Karnataka

Express News Service
Bengaluru, April 15

Prime Minister Narendra Modi with Karnataka Chief Minister Siddaramaiah at the airport in Bengaluru on Wednesday.

Oppn kills bill in LS, it's NDA govt's first legislative defeat

Bill On Women's Quota Falls Short Of 2/3rds Vote; 2 Linked Bills Shelved

HISTORIC OPPORTUNITY LOST: GOVT; NEFARIOUS BID: OPPN

FULL COVERAGE: P 22

'India's lines of destiny': PM opens expressway, Doon now 3 hrs away

Kautilya Singh
@timesofindia.com

ASIA'S LONGEST WILDLIFE CORRIDOR

6-lane expressway goes via Baghpat, Shamli and Saharanpur

12km elevated wildlife corridor is Asia's longest. Eway has 6 animal & 2 elephant underpasses, sound & light barriers

51km greenfield road built to connect eway with Haridwar

Video grab of PM reviewing the wildlife corridor on the expressway's elevated section in Saharanpur

Dehradun: PM Modi on Tuesday inaugurated the Rs 11,965-crore Delhi-Dehradun expressway, a 213km high-speed corridor, which govt says will cut travel time between the two cities from around six hours to 2.5-3 hours.

Before the opening, Modi offered prayers at Daat Kali temple on the outskirts of Dehradun, and later took part in a 12-km roadshow in the city. Addressing a rally at Dehradun's Mahendra Ground, he described transport infrastructure as central to national progress. "The lines of destiny for a nation are its roads, highways, railways, waterways and expressways," the PM said, adding that India was rapidly building such "lines of destiny" to accelerate development.

The project, stretching from Akshardham in Delhi, features a 12km elevated wildlife corridor between Asharodi and Ganeshpur.

▶Eco game changer, P 3

Cabaret to global pop, Asha lived 'crossover' before it was buzzword

HER SONGS WILL FOREVER ECHO IN PEOPLE'S LIVES: PM

SUPER 11 Tracks

India, Austria to strengthen trade, security relations

Prime Minister Narendra Modi with Austrian Chancellor Christian Stocker in New Delhi on Thursday.

সড়ক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশ গঠন

হিমালয়ের হিমবাহ থেকে নদী উপত্যকা, গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া মরুভূমি থেকে যাতায়াতের সুবিধাবিহীন ভূখণ্ড, সীমান্ত সড়ক সংস্থার অপ্রতিরোধ্য শৌর্যের ছাপ সবখানেই। যেসব সেনা সীমান্তে মোতায়েন রয়েছেন, তাঁদের কাছে সীমান্ত সড়ক সংস্থার তৈরি রাস্তা কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; আবার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে এই রাস্তা হল আশার এক সেতু। ১৯৬০ সালের ৭ মে, প্রতিষ্ঠিত সীমান্ত সড়ক সংস্থার মূল মন্ত্র হল 'শ্রমেনা সর্বম সাধ্যম'- এর অর্থ, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সব কিছুই অর্জন করা যায়...

ভারতের সীমান্ত এলাকা এবং প্রতিবেশী বন্ধু দেশগুলিতে সীমান্ত সড়ক সংস্থার কাজ :

৬৪,১০০ কিলোমিটার | **১,১৭৯** টি সেতু নির্মাণ | **৭** টি সুড়ঙ্গ এবং ২২টি এয়ারফিল্ড নির্মাণ

- ভুটান, মায়ানমার, আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তানে পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক সংযোগ এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও মজবুত হয়েছে।

২৫০

টি পরিকাঠামো প্রকল্প ২০২৪ ও ২০২৫ সালে সীমান্ত সড়ক সংস্থা জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছে

আমাদের সংকল্প হল দেশ প্রথম। দেশ শুরু হয় তার সীমান্ত থেকে। তাই সীমান্তের পরিকাঠামো উন্নয়ন আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সীমান্ত সড়ক সংস্থা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করছে- *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 MAY 1-15, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: April 20,2026 Pages: 58)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHED:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003